NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৩ অন্নপূর্ণার অর্থ পেয়েছেন ৭৯ লক্ষ মহিলা: মুখ্যমন্ত্রী

আরজি কর মামলার তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে সিবিআই ৩

কলকাতা ১৬ জুন ২০২৬ ২ আষাঢ় ১৪৩৩ মঙ্গলবার উনবিংশ বর্ষ ৩৬৩ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.06.2026, Vol.19, Issue No. 363, 8 Pages, Price 3.00

বিশ্বকাপ

আজকের খেলা

অস্ট্রিয়া বনাম জর্ডন
(ভারতীয় সময় সকাল ৯টা)

ফ্রান্স বনাম সেনেগাল
ভারতীয় সময় রাত ১২.৩০ (জুন ১৭)

গতকালের ফলাফল

সুইডেন- ৫ তিউনিসিয়া-১

আইভরি- ১ ইকুয়েডর- ০

নেদারল্যান্ডস- ২ জাপান- ২

পুরভোটের ঢাকে কাঠি শুভেন্দুর

আগামী ছ'মাসের মধ্যেই নির্বাচিত বোর্ডের হাতে দায়িত্ব

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার মাঝেই বড় ইঙ্গিত দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। পুরভবনের মঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, প্রশাসক ব্যবস্থা স্থায়ী নয়। আগামী ছ'মাসের মধ্যেই কলকাতা পুরসভার দায়িত্ব নির্বাচিত বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়াই সরকারের লক্ষ্য। ফলে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই কলকাতা পুরভোটের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সোমবার কলকাতা পুরসভায় 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচির উদ্বোধন করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিদায়ী মেয়রের পদত্যাগের পর আইনি নিয়ম মেনেই রাজ্য সরকার তিন দিনের মধ্যে নতুন বোর্ড গঠনের সুযোগ দিয়েছিল। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সেই দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায় সরকার বাধ্য হয়ে প্রশাসক নিয়োগ করেছে।

শুভেন্দুর কথায়, '৮ জুন প্রশাসক বসানো হয়েছে। আগামী ছ'মাস অর্থাৎ ৭ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে নির্বাচিত কর্পোরেশনের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। গণতন্ত্রে শেষ কথা মানুষই বলে।'

মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্য কার্যত কলকাতা পুরভোটের সম্ভাব্য সময়সীমা সামনে এনে দিল। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, পুরসভা প্রশাসনের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি দ্রুত নির্বাচনের আশ্বাস দিয়ে সরকার একদিকে গণতান্ত্রিক ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চাইছে, অন্যদিকে পুর প্রশাসনের বর্তমান কাজকর্মের দায়ও নিজেদের হাতে রাখতে চাইছে।

কলকাতা পুরসভার গুরুত্ব তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই শহর শুধু কলকাতাবাসীর নয়, গোটা পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র। প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষের পরিষেবার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে পুরসভার কাজ। পানীয় জল, নিকাশি, সাফাই, পার্ক রক্ষণাবেক্ষণ, জন্ম-মৃত্যুর নথিভুক্তিকরণ, বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদন থেকে শুরু করে একাধিক পরিষেবা একদিনের জন্যও বন্ধ রাখা সম্ভব নয়।

সেই কারণেই নির্বাচিত বোর্ড না থাকায় প্রশাসক নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। পাশাপাশি বিদায়ী কাউন্সিলর, জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ নাগরিকদের প্রশাসককে সহযোগিতার আবেদনও জানান। তবে মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট। তিনি জানান, কলকাতার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস বা ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নির্বাচনের পথে এগোতে চায় সরকার। অর্থাৎ আগামী কয়েক মাসে পুরভোটের আগে ওয়ার্ডসীমা পুনর্নির্ধারণের কাজও শুরু হতে পারে।

রেড রোডে যোগ দিবসের প্রস্তুতি চরমে। ছবি: অদিতি সাহা

যোগ দিবসকে উৎসবে পরিণত করার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে ঘিরে রাজ্যজুড়ে ব্যাপক জনঅংশগ্রহণের ডাক দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতা পুরসভার 'স্বচ্ছতা সে স্বাগত' কর্মসূচির মঞ্চ থেকে তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এ বছরের যোগ দিবসকে শুধু একটি সরকারি অনুষ্ঠান হিসেবে নয়, বরং 'উৎসব' হিসেবে পালন করতে চায় রাজ্য সরকার। সেই লক্ষ্যেই ২১ জুন রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে আয়োজিত মেগা অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানান তিনি।

যোগ দিবসের এই কর্মসূচির জন্য রেড রোড সাত দিনের জন্য বন্ধ রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই মঞ্চ নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। সেই কারণে রবিবার রাত ১০টা থেকে আগামী রবিবার (২১ জুন) পর্যন্ত রেড রোডে সমস্ত ধরনের যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের ১৮১টি দেশ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু অতীতে পশ্চিমবঙ্গে যোগ দিবসকে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। তাঁর অভিযোগ, আগের সরকার রাজনৈতিক কারণে এই কর্মসূচি থেকে দূরত্ব বজায় রেখেছিল। এবার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে চায় নতুন সরকার। শুভেন্দুর কথায়, 'যোগ দিবসের সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই। এটি স্বাস্থ্য, শৃঙ্খলা এবং সুস্থ জীবনযাপনের বিষয়। তাই এবার গোটা বাংলায় যোগ দিবসকে জনআন্দোলনের রূপ দিতে হবে।'

রেড রোডের মূল অনুষ্ঠানের পাশাপাশি রাজ্যের প্রতিটি পাড়া, মহল্লা, পার্ক, স্কুল এবং মন্দির সংলগ্ন এলাকায় যোগাভ্যাসের আয়োজন করার আহ্বান জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, 'প্রতি মহল্লায়, প্রতি এলাকায়, প্রতি পার্কে যোগা হোক। একে উৎসবে পরিণত করুন। যোগা-পূজা করে দিন।'

বাধ্যতামূলক

■ **কলকাতায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতে আয়োজিত রাজ্যস্তরের যোগ দিবস কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমস্ত দপ্তরকে বিশেষ নির্দেশ পাঠিয়েছে মুখ্যসচিবের দপ্তর। শুধু অংশগ্রহণই নয়, প্রতিটি দপ্তরকে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী পাঠানো এবং 'যোগ সঙ্গম' পোর্টালে নথিভুক্তিকরণ সম্পূর্ণ করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।**

প্রাথমিকের দুর্নীতিতে ম্যারাথন জেরা ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রাথমিকের শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সোমবার তলব করা হয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের তরফ থেকে। সেই তলবে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরা দেওয়ার পর শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। ইডি সূত্রে খবর, এই মামলায় সিবিআইয়ের দেওয়া তৃতীয় অতিরিক্ত চার্জশিটের সূত্র ধরেই অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। সেখানে ১৫ মিনিটের একটি কথোপকথনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছিল সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে 'কালীঘাটের কাকু'-কে। এর পাশাপাশি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন তৃণমূলের প্রাক্তন যুবনেতা শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুন্তল ঘোষও। এদিকে ২০১৭ সালে সুজয়কৃষ্ণের বেহালার বাড়িতে এই তিন জনের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছিল। তদন্ত করতে নেমে সেই সময়কার একটি অডিয়ো রেকর্ডিং হাতে পায় সিবিআই। চার্জশিটে তিন অভিযুক্তের ১৫ মিনিটের কথোপকথন উল্লেখ করা হয়েছিল।

আজ তলব ডিজেতে

হয়েছে। আর এই কথোপকথনে বারবার উঠে এসেছে জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। শুধু তাই নয়, চাকরি বিক্রি, ঘুষের টাকা ভাগাভাগি নিয়ে দ্বন্দ্বের কথা শোনা গিয়েছে সেই কথোপকথনে। সে বিষয়ে অভিষেককে প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হচ্ছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ইডি দপ্তরেই জেরা চলছিল অভিষেকের। এদিকে আজই আবার ডিজে মামলায় তলব করা হয়েছে তাঁকে।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা সেখানে বারবার জনৈক অভিষেকের নাম এসেছে। অভিষেককে চাকরি বিক্রির টাকা দেওয়া নিয়েও আলোচনা হয়েছে। সেই অভিষেকই তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক কি না, তা কোনওভাবেই স্পষ্ট নয়। এ ব্যাপারেই অভিষেককে জিজ্ঞাসাবাদ করেন ইডির আধিকারিকেরা, এমনটাই সূত্রে খবর। শুধু জনৈক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়-ই নন, এ ছাড়াও কথোপকথনে এসেছে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে অন্যতম অভিযুক্ত প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের নামও।

অভিষেকের পিএকে গ্রেপ্তারির পরোয়ানা

নিজস্ব প্রতিবেদন: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে জারি হল গ্রেপ্তারি পরোয়ানা। সোমবার তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে মেদিনীপুর মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত। একই দিনে আগাম জামিনের আর্জিতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন সুমিত। বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুমিতের আইনজীবী। চলতি সপ্তাহে ওই মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

গত কয়েক দিন ধরেই সুমিতের খোঁজ চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা। কিন্তু সুমিতের সন্ধান মেলেনি এখনও। এ অবস্থায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আবেদন জানায় পুলিশ। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে এ বার সুমিতের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেন মেদিনীপুরের আদালতের বিচারক।

সুমিতের খোঁজ করতে গত শনিবার ভোরে কালীঘাটে অভিষেকের বাড়ির সামনে পৌঁছে যায় শালবনি থানার পুলিশ। সঙ্গে ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীও। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করার পরে তালা ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করেছিল পুলিশ। শালবনি থানার একটি মামলায় অভিষেকের আপ্তসহায়ক সুমিতের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। সূত্রের খবর, কিছু আগে জমি দুর্নীতি মামলায় ধৃত মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ক সুজয় হাজরাকে জেরা করার সময়ে সুমিতের নাম উঠে আসে। সুজয়ের পুলিশি হেপাজতের মেয়াদও ফুরিয়েছে সোমবার। মেদিনীপুরের প্রাক্তন বিধায়ককে এ দিন ফের আদালতে হাজির করানো হবে।

নন্দীগ্রামে উদ্বোধন, রাজ্যজুড়ে জনকল্যাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকার তৈরির পঞ্চম সপ্তাহে প্রথম নাগরিক পরিষেবা সংক্রান্ত শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। কর্মসূচির নাম- জনকল্যাণ শিবির। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, স্বচ্ছতার সঙ্গে প্রতিটি নাগরিক যাতে কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের সামাজিক প্রকল্পগুলির সুবিধা পান, সেটাই তাঁদের লক্ষ্য। সোমবার, ১৫ জুন থেকে বুধবার, ১৭ জুন পর্যন্ত এই প্রশাসনিক কর্মসূচি চলবে ব্লকে ব্লকে। সব মিলিয়ে ১১০০ জায়গায় শিবির হয়েছে। নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় জনকল্যাণ শিবিরের উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের অন্যান্য ব্লকে বিভিন্ন শিবিরে উপস্থিত থাকছেন রাজ্যের মন্ত্রী এবং বিজেপি বিধায়কেরা। জনকল্যাণ শিবিরের লক্ষ্য মূলত তিনটি। এক, সরকারের নানা প্রকল্পের সুবিধা সাধারণ মানুষকে দেওয়া। দুই, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা এবং তিন, একই শিবিরে একাধিক প্রকল্পের ফর্ম পূরণ, নথিভুক্তিকরণ ও যাচাইয়ের কাজ সম্পন্ন করা। শুভেন্দুর সরকারের এই উদ্যোগে ৫৫ ধরনের সরকারি সুযোগ-সুবিধা ও নাগরিক পরিষেবা পাবেন মানুষ। কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের ফর্ম পাওয়া যাবে শিবিরগুলিতে। সেগুলি পূরণ করে জমা দেওয়া, প্রত্যেক ধাপে সাধারণ মানুষকে সাহায্য করবেন প্রশাসনিক আধিকারিক এবং কর্মীরা।

সোমবার জনকল্যাণ শিবিরের সূচনায় নন্দীগ্রামের রেয়াপাড়ায় গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এই কর্মসূচি এবং উদ্যোগের মধ্যে রয়েছে বৃক্ষরোপণ। রাজ্যে ১ কোটি ১০ লক্ষ গাছ লাগানো হবে এ বছর। তার পরিচর্যার ব্যবস্থা হবে। ১৫ থেকে ১৭ জুন ১১০০ স্থানে এই শিবিরের আয়োজন হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের ৫৫টি প্রকল্পের সুযোগ-সুবিধা এই শিবিরগুলি থেকে পাবেন রাজ্যবাসী। তাঁর কথায়, 'এই শিবিরের সুযোগ সকলে নিন। আমি চাইব, একটি সঠিক তালিকা তৈরি হোক। যার ফলে রাজ্যের প্রান্তিক মানুষ যাতে কেন্দ্রীয় এবং সরকারের সমস্ত সুযোগ পান।'

অবশেষে চুক্তি, খুলে গেল হরমুজ

ওয়াশিংটন, ১৫ জুন: ইরানের সঙ্গে আমেরিকার চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। খুলে দেওয়া হয়েছে হরমুজ প্রণালী। সেই সঙ্গে জলপথ থেকে মার্কিন অবরোধও তুলে নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে এই চুক্তির কথা ঘোষণা করে পাকিস্তান। পরে আমেরিকা এবং ইরান দু'পক্ষই তা নিশ্চিত করেছে। সমাজমাধ্যমে চুক্তির কথা ঘোষণা করেছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে কোনও চুক্তি এখনও খাতায়কলমে স্বাক্ষরিত হয়নি। আগামী শুক্রবার ১৯ জুন চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে। তার পর আনুষ্ঠানিক ভাবে হরমুজ প্রণালী খুলবে। পুনরায় সেখান দিয়ে তেল পরিবাহিত হবে। আমেরিকা-ইরানের আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে চলেছে সুইৎজারল্যান্ডের জেনেভায়।

আমেরিকা-ইরানের এই চুক্তিকে ইতিবাচক হিসাবেই দেখছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ''পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত থামানোর জন্য আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছে, আমি তাকে স্বাগত জানাচ্ছি। সারা বিশ্বে এই সংঘাত গুরুতর অর্থনৈতিক গোলযোগ তৈরি করেছিল। বহু দেশে প্রাণহানিও হয়েছে এর ফলে। ভারত আশা করে, এই সমঝোতার বাস্তবায়ন অঞ্চলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে, নৌপরিবহণ ও বাণিজ্যের স্বাধীনতা নিশ্চিত করবে।' বাকি বিষয়গুলি নিয়েও আলোচনার মাধ্যমে স্থিতিশীল সমঝোতায় পৌঁছোনো সম্ভব হবে বলে ভারত আশাবাদী, জানিয়েছেন মোদী।

সমাজমাধ্যমে ট্রাম্প লিখেছেন, 'ইরানের সঙ্গে চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। সকলকে অভিনন্দন। হরমুজ প্রণালীর শুল্কমুক্ত ব্যবহারে আমি অনুমোদন দিচ্ছি। পাশাপাশি সেখান থেকে মার্কিন অবরোধ তুলে নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি। এ বার সারা পৃথিবীর জাহাজ তাদের ইঞ্জিন চালু করে দিক। তেল পরিবাহিত হোক।'

ট্রাম্প আরও বলেছেন, 'এই অসাধারণ চুক্তিটি সমগ্র অঞ্চলে শান্তি এবং সুরক্ষা ফিরিয়ে আনবে। এর আগে অনেক প্রেসিডেন্ট ইরানের সঙ্গে সমঝোতা করার চেষ্টা করেছিলেন। আমার আগে সকলেই ব্যর্থ হয়েছেন। পশ্চিম এশিয়ার নেতারা এই প্রথম এক জন প্রেসিডেন্টকে পেলেন, যিনি তাঁদের শান্তিস্থাপনের লক্ষ্যে পৌঁছোতে সাহায্য করতে পারেন।'

আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে এটি কোনও চূড়ান্ত চুক্তি নয়। প্রাথমিক ভাবে হরমুজ খোলার কথা মাথায় রেখেই এই চুক্তি হয়েছে। ইরানের পারমাণবিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা পরে হবে। আগামী দিনে ধাপে ধাপে আরও জটিল বিষয়গুলি নিয়ে তেহরানের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারে ওয়াশিংটন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি রুপচাঁদ মন্ডল ৬/৬/২৬ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে রুপচাঁদ মন্ডল পিতা- ˚ কালু মন্ডল ও আজিজুন মন্ডল পিতা- ˚ কলিম উদ্দিন মন্ডল উভয়ে একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমি অবিনাশ চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা- মৃত অমুল্য কুমার বিশ্বাস, সাং অনুপনগর, পোঃ- পারলালপুর, থানা- বৈষ্ণবনগর, জেলা- মালদা, পিন- ৭৪২২০২। আমার প্রকৃত নাম অবিনাশ চন্দ্র বিশ্বাস পিতা- অমুল্য কুমার বিশ্বাস রেকর্ড আছে ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ও অন্যান্য ডকুমেন্টস-এ। জেলা- নদীয়া, থানা- নবদ্বীপ, ২৫ নং পানশিলা মৌজায় ১১৩৬ নং দাগে আমার একটি দলিলে আমার নাম আছে বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, পিতা- মৃত অমুল্য বিশ্বাস। ১২-০৭-২০২৪ তারিখে কৃষ্ণনগর একজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে এফিডেভিট বলে অবিনাশ চন্দ্র বিশ্বাস, পিতা- মৃত অমুল্য কুমার বিশ্বাস ও বিশ্বজিৎ বিশ্বাস, পিতা- মৃত অমুল্য বিশ্বাস একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, **MANOARA BIBI** D/O Late Joynal Abedin residing at Vill.- Shibpur, P.O.- Rainda, P.S.- Nabagram, Dist.- Murshidabad, WB PIN - 742187 do hereby declare vide affidavit serial no 311 in the Court of Ld. J.M./J.M. (1st Class)/S.D.E.M., Berhampore dated 12.03.2024 that my name Manoara Bibi is written in my Aadhar, Voter, PAN, Ration Card, Hebanama Deed and Marriage Certificate but in my school certificate of Shibpur Primary School and Khenkul High School, my name has been written as Manoara Khatun. Manoara Bibi and Manoara Khatun both the names belong to same and identical person.

নাম-পদবী

আমি Mousumi Ghosh Sarkar, স্বামী- Arnab Sarkar, গ্রাম- সরকারপাড়া, পাঁচগ্রাম, থানা- নবগ্রাম, জেলা- মুর্শিদাবাদ, আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স (WB5720190015247) এবং WB-58-BC 6829 গাড়ির কাগজে আমার নাম Mousumi Ghosh আছে। গত ইং 08/06/2026 বহরমপুর SDEM(S) কোর্টের এফিডেভিট বলে আমি Mousumi Ghosh Sarkar এবং Mousumi Ghosh এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

CHANGE OF NAME

I, **Sahida Bibi** W/O Salimur Rahaman residing at Vill.- Shibpur, P.O.- Rainda, P.S.- Nabagram, Dist.- Murshidabad, W.B. do hereby declare vide affidavit serial no. 1304 dated 11.12.2024 in the Court of Ld. S.D. Executive Magistrate (1st Class) at Berhampore that my name is Sahida Bibi which is recorded in my Voter, Aadhar, PAN and in Digital Ration Card but my name has been recorded as Sahida Khatun in admit card and certificate issued by the West Bengal Board of Secondary Education. Sahida Bibi and Sahida Khatun, i.e. myself am the same and one identical person. Salimur Rahaman is my husband and my father's name is Saharam Sk as mentioned in my admit card, PAN card and digital ration card.

নাম -পদবী পরিবর্তন

গত 10/09/2025, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী, কোর্টে 5540 নং এফিডেভিড বলে আমি Sk. Saddam Molla, S/o. Sk. Nurul Islam Molla, R/o. Bahirkhand, Haripal, Hooghly-712405, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Sk. Saddam Molla S/o. Sk. Nurul Islam Molla, Sk. Saddam Hossen S/o. Nur Islam, Sk. Saddam S/o. Nurul Islam, Saddam Molla S/o. Nur Islam Molla and Sk. Saddam Molla S/o. Noor Islam, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14206 নং এফিডেভিড বলে আমি Firoz Hosan Mondal S/o. Ismail Mondal, সাকিম জগন্নাথ পাড়া, রোসনা, পান্ডুয়া, হুগলী-৭১২১৪৯, পঃবঃ ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (being Regn. No. 2732, dtd. 10.02.2010, D.O.B. 06.01.2010) আমার/পুত্রের পিতার সঠিক নাম Firoz Hosan Mondal-এর পরিবর্তে Md Firoj এবং আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতার সঠিক নাম Rejina Begam-এর পরিবর্তে Rajina Begum এবং আমার পুত্রের সঠিক নাম Md. Fardin Mondal-এর পরিবর্তে Md. Fardin লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমি/পুত্রের পিতা Firoz Hosan Mondal & Md Firoj ও আমার স্ত্রী/পুত্রের মাতা Rejina Begam & Rajina Begum এবং আমার পুত্র Md. Fardin Mondal & Md. Fardin সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি/হইয়াছে।

গত ০৩/০৬/২০২৬, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩২৩৩ নং এফিডেভিড বলে আমি, কুতুবুদ্দিন মল্লিক, পিতা মরহুম একরাম মল্লিক, সাকিম ছোট কাঁকুড়িয়া, পোড়াবাজার, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার জন্ম সার্টিফিকেটে (নং ১০২৫২, রিয়িং রেজিস্ট্রেশান নং ২০/২০১৬, তারিখ ১৯.১২.২০১৬) আমার পিতার সঠিক নাম একরাম মল্লিক-এর পরিবর্তে একরাম আলি মল্লিক লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমার পিতা বর্তমানে মৃত একরাম মল্লিক ও একরাম আলি মল্লিক পিতা মৃত আজিজ মল্লিক সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আমি, Ashis Joddar S/o. Aloke Jodder, সাকিম কালিয়াগড়, বলাগড়, হুগলী-৭১২৫০১, ধর্ম হিন্দু গত ইংরাজীর 15/06/2026 তারিখে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করিয়াছি ও নাম পরিবর্তন করিয়া Rohan Sk. নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Rohan Sk. ও Ashis Joddar S/o. Aloke Jodder, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইংরাজী ১৫/০৬/২০২৬ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম ক্লাস চুঁচুড়া হুগলী আদালতে ১৪৩৬০ নং এফিডেভিড বলে আমি, সামসুননাহার বেগম, স্বামী সওকাত আলি সেখ ওরফে সেখ সওকাত আলি, সাং জামপুর, পোঃ – পুইনান, থানা – দাদপুর, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২৩০৫, ঘোষনা করিতেছি যে আমি সামসুননাহার বেগম ও সামসুননেহের বেগম সওকাত সেখ, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত ইংরাজী ১৫/০৬/২০২৬ তারিখে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম ক্লাস চুঁচুড়া হুগলী আদালতে ১৪৩৫৯ নং এফিডেভিড বলে আমি, সেখ সওকাত আলি, পিতা আতিয়ার সেখ, সাং জামপুর, পোঃ – পুইনান, থানা – দাদপুর, জেলা – হুগলী, পিন – ৭১২৩০৫, ঘোষনা করিতেছি যে আমি সেখ সওকাত আলি, সওকাত আতির রহমান সেখ ও এস কে সওকাত, এক ও অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 12/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9756 নং এফিডেভিট বলে আমি Chinmoy Chowdhury S/o. Nimai Chandra Chaudhuri ও Chinmay Chowdhury S/o. Nimai Chowdhury সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/06/2026, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে 9684 নং এফিডেভিট বলে আমি Arindam Dan ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amit Kumar Dan ও A. K. Dan সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

গত 12/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14166 নং এফিডেভিড বলে আমি Lakshmi Biswas ও Lakshmi Bishwas W/o. Sukumar Biswas & D/o. Sunil Sana, R/o. Khushi Goli, Buroshibtala, Chinsurah, Hooghly-712105, W.B., সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 08/06/2026, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 17773 নং এফিডেভিড বলে আমি Amit Shingha S/o. Nanigopal Singha, Amit Shingha S/o. Nani Gopal Shingha & Amit Singha S/o. N. Singha, সাং ২নং কাপাসডাঙ্গা, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৩, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

গত 11/06/2026, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে 161 নং এফিডেভিট বলে আমি Prabir Sarkar (old name), S/o. Late Nikhil Chandra Sarkar, R/o. Dakshinpara Bye Lane, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমি Prabir Sarkar নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Prabir Kumar Sarkar (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। আমি Prabir Kumar Sarkar & Prabir Sarkar S/o. Late Nikhil Chandra Sarkar, সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি। আমার কন্যা Arthita Sarkar.

গত 11/06/2026, জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে 14054 নং এফিডেভিট বলে আমি Arthita Sarkar D/o. Prabir Kumar Sarkar, R/o. Dakshinpara Bye Lane, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, W.B., ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পাসপোর্টে আমার পিতার সঠিক নাম Prabir Kumar Sarkar-এর পরিবর্তে Prabir Sarkar লিপিবদ্ধ আছে, যাহা এই এফিডেভিট বলে পরিবর্তন করিতে চাই। আমার পিতা Prabir Kumar Sarkar ও Prabir Sarkar S/o. Late Nikhil Chandra Sarkar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৬ই জুন, ১ লা আষাঢ়। মঙ্গল বার। প্রতিপদ তিথি। জন্মে মিথুন রাশি। অষ্টোত্তরী চন্দ্র র ও বিংশত্তরী রাহু র মহাদশা কাল। মৃতে একপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবে।মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তত্অর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(মহাকবি কালিদাস র স্মৃতি তিথী, আষাঢ়স্য প্রথম দিবস, মেঘদুতম্ ।দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও বিজ্ঞান আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় র প্রয়াণ দিবস। বৈদিক ধর্মের শ্রী শ্রী কুর্ম্মদেবতার আবির্ভাব তিথি মুহূর্ত।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

আমি, Nityananda Samanta পিতা- Lt. Pulin Bihari Samanta, সাং- ১ম পার্ট কলগাছি, পোঃ- বরাকুড়ি, থানা- চণ্ডীপুর, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, এই মর্মে সশপথে ঘোষণা করিতেছি যে- আমার নাম Nityananda Samanta হিসাবে আমার আধার কার্ড, ভোটার পরিচয়পত্র, প্যান কার্ড এবং ডিজিটাল রেশন কার্ডে লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আমার পুত্রের রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট ও অ্যাডমিট কার্ডে পিতার নামের স্থলে এবং ১৯৯৯ সালের নং ২৪৫৪ রেজিস্টার্ড দলিলে (এল.আর. নন্দীগ্রাম অফিসে নিবন্ধিত) আমার নাম ভুলবশত Prabir Kumar Samanta হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নামগত অসামঞ্জস্যতা সম্পর্কে আমি 24/02/2026 তারিখে তমলুক-এ মাননীয় চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ১ম শ্রেণী, পূর্ব মেদিনীপুর আদালতের নিকট এফিডেভিট নং 4722 সম্পাদন করেছি। আমি ঘোষণা করিতেছি যে Nityananda Samanta এবং Prabir Kumar Samanta, উভয় নামেই পিতা- Lt. Pulin Bihari Samanta এর পুত্র হিসেবে যে ব্যক্তিকে নির্দেশ করা হয়েছে, তিনি একই ও অভিন্ন ব্যক্তি, অর্থাৎ আমি নিজে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমি পিউ কুন্ডু, পিতা-স্বর্গীয় বাপী সাহু ওঃ সুধাংশু সাহু, দত্তক পিতা- তাপস কুন্ডু, গ্রাম- কেলেপাড়া পোষ্ট- মোটগোদা, থানা- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া। গত ইং- ০৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৩০৮৫ নং মহামান্য খাতড়া আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এ্যাফিডেভিট বলে আমি পিউ কুন্ডু ও পিউ সাহু একই ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইলাম।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, আমি পিউ কুন্ডু, পিতা-স্বর্গীয় বাপী সাহু ওঃ সুধাংশু সাহু, দত্তক পিতা- তাপস কুন্ডু, গ্রাম- কেলেপাড়া পোষ্ট- মোটগোদা, থানা- রাইপুর, জেলা- বাঁকুড়া। গত ইং- ০৯-০৬-২০২৬ তারিখের ১৩০৮৫ নং মহামান্য খাতড়া আদালতের ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এ্যাফিডেভিট বলে আমি পিউ কুন্ডু ও পিউ সাহু একই ব্যক্তি হিসাবে গন্য হইলাম।

আমি, শ্রীমতি নিহার মিস্ত্রী, স্বামী- শ্রী নগেন্দ্রনাথ মিস্ত্রী, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। পক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার- শ্রী অজয় কুমার ঘোষ, পিতা- মৃত অজিত কুমার ঘোষ, সাং- বিষ্ণুপুর, পোঃ- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ, পক্ষে বিগত ইংরেজি 12/07/2012 তারিখে 2999/2012 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার শ্রী বাসুদেব বিশ্বাস পিতা- প্রমথ বিশ্বাস, সাং- মথুরগাছি, পোঃ- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ। তপশীল ১৫২ নং মথুরগাছি মৌজায় ১) এল. আর ও এল. আর. নং ৫৮০, ২) আর. এস. ও. এল. আর. নং ৫৮৪, ৩) আর. এস. ও. এল. আর. নং ৫৮৫, পরিমাণ ০.৫ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরুপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদাহ B.L & R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

আমরা,১) শ্রী সঞ্জিত কুমার ঘোষ ওরফে সঞ্জিত ঘোষ ২) শ্রী রঞ্জিত ঘোষ, উভয়ের পিতা মৃত পঞ্চানন ঘোষ, সাং- জগন্নাথপুর, পোঃ- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য-পশ্চিমবঙ্গ, উভয়ের পক্ষে ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার দ্বয়- ১) শ্রী রামপ্রসাদ সরকার পিতা- মৃত শ্রী রাখাল সরকার ২) শ্রী সুভাষ রায় পিতা- তারক চন্দ্র রায়, উভয়ের সাং- নিউলিয়া, পোঃ- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ পক্ষে বিগত ইংরেজি 11/03/2023 তারিখে I- 1731/23 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে নিযুক্ত আমমোক্তার, শ্রীমতি হ্যাপি অধিকারী, স্বামী- শ্রী বিশ্বজিৎ অধিকারী, সাং- জগন্নাথপুর, পোঃ- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদহ, জেলা- নদীয়া, রাজ্য- পশ্চিমবঙ্গ। তপশীল ১৬২ নং জগন্নাথপুর মৌজায় খতিয়ান এল. আর. নং ৯৪২৫, ৯৪২৭, আর. এস. নং ৩২৭, পরিমাণ ০৭.৫ শতক জমি ক্রয় করেন। মহাশয় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোনরুপ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে চাকদহ B.L & L.R.O অফিসে আপত্তি জানাবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অরুপ নন্দী পিতা- অনুকূল নন্দী বিগত ১৯-১২-২০২৩ তারিখে A.D.S.R বারাসাত রেজিস্ট্রীকৃত 0114/24 আমমোক্তার নিযুক্তীয় মনিকা দেবনাথ মৌজা বামনগাছি জে.এল. ৯৭ খতিয়ান L.R.-1936, দাগ 1309 ও 1310 (১৩ ছটাক ও ১৫ ছটাক) জমি D.S.R-3, 1353/24 দলিলমূলে প্রাপ্ত হয়। উক্ত বিষয়ে কনো আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে বারাসাত-১ B.L. & L.R.O অফিসে যোগাযোগ করুন।

Advocate
T.K Ghosh
WB/258/1920/2016
Barasat Judges Court

আমার মক্কেলদ্বয় ১) ডলি মুখার্জ্জী জনাই,হুগলী নিবাসী, ০১/১২/২০২৫ তারিখে জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১১৩০৫, ১১৩২৩ ও ১১৩২২ নং দলিলমূলে বাসন্তী ঘোষ দীগরের সাং-চিকরন্ড,চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং কার্তিক ঘোষ সাং-চিকরন্ড,চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৩৩০৯/২৩ জনাই,হুগলী) চিকরন্ড মৌজায় জে.এল ৮১ ভুক্ত, এল.আর নং ৩৮৩ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৮০৮ নং দাগে শুনা জমি কমবেশী ১৫.৫০ শতক ২) রাধেশ্যাম রায় ঘুসরি,হাওড়া নিবাসী, ১৮/০৫/২০২৬ তারিখে জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৪২৮৪ নং দলিলমূলে সন্ধ্যা দাস সাং-নৈটী,চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার মোহরলাল পাল সাং-নৈটী,চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১১৩২৫/২৫ জনাই,হুগলী) নৈটী মৌজায় জে.এল ৮৪ ভুক্ত, এল.আর নং ১১৯ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৪৩৪৭ নং দাগে শুনা জমি কমবেশী ৩.৫১ শতক ৩) স্বপন কুমার দাস ও সংযুক্তা দাস বরাট সাং-জনাই,চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী, ২২/০৪/২০২৬ তারিখে জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৩৪৮৭ নং দলিলমূলে সুদীপ্তা মুখার্জ্জী দীগরের সাং-জনাই,চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় পার্থ চ্যাটার্জ্জী দীগরের সাং-চন্ডীতলা, হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৬৭২২/২৩ জনাই,হুগলী) জনাই মৌজায় জে.এল ৫৭ ভুক্ত, এল.আর নং ২৯৩৯ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৪৬৪৮ নং দাগে ভিটি জমি কমবেশী ৩.৪৩ শতক ৪) দীনেশ পাল সাং-জনাই,চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী, ১২/০৭/২০২৪ তারিখে জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৭৭৩ নং দলিলমূলে স্বপ্না পাল দীগরের সাং-চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার আশিষ বিশ্বাস সাং-চিকরন্ড,চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৪৭৪২/২৩ জনাই,হুগলী) নৈটী মৌজায় জে.এল ৮৪ ভুক্ত, এল.আর নং ৮৪৪/১ ও ১০ ১৬/১ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৪১১৮ ও ৪১২২ নং দাগে বাস্তু জমি কমবেশী ২.৪৯১৫ শতক ৫) বাসুদেব ঘোষ সাং-কুমিরমোড়া, চন্ডীতলা, হুগলী নিবাসী, ১৬/১১/২০১৬ তারিখে জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৩৫৮ নং দলিলমূলে উত্তম পাল দীগরের সাং-চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তারদ্বয় বিমলেন্দু কুমার সাং-চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ৪১২/১১ ও ৪১২/১১ জনাই,হুগলী) চন্ডীতলা মৌজায় জে.এল ৮৫ ভুক্ত, এল.আর নং ২০, ৪৫, ৭৯, ২৩৩/১,৪৮৬, ৪৯০, ৫৪৯, ৫৫৯, ৫৭৬, ৫৮৩, ৮৩৭ ও ৮৬২ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ৭৪২ ও ৭৪১ নং দাগে শালি জমি কমবেশী ১৯.১৫ শতক ৬) শম্পা চক্রবর্তী সাং-ডানকুনি,হুগলী নিবাসী, ০৯/১২/২০২৫ তারিখে জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ১১৬১০ নং দলিলমূলে রিক্তা ঘোষ দীগরের সাং-চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার ও স্বয়ং সুমন ঘোষ সাং-ডানকুনি,হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ১১১৩৫/২৩ জনাই, হুগলী) মনবেড় মৌজায় জে.এল ১০১ ভুক্ত, এল.আর নং ৩২০৮ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ১৩ ১৩নং দাগে শালি জমি কমবেশী ৫.১৬৫ শতক ৭) পার্থ ঘোষ সাং-চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী, ২৭/০৫/২০২২ তারিখে জনাই,হুগলী অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৫৮৬৩ নং দলিলমূলে হাদু পুরকাইত দীগরের সাং-চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী এর পক্ষে নিযুক্ত আমমোক্তার অভিজিৎ কুমার সাং-চন্ডীতলা,হুগলী নিবাসী (আমমোক্তার নং- ২৩০/১৬,৩০ ১/ ১৬,৬৭০/১৭ ও ২৬২/১৬ জনাই,হুগলী) কলাছড়া মৌজায় জে.এল ৫৪ ভুক্ত, এল.আর নং ১০৮৪,১৭৫৪,২৭৪ ও ১৩৩০ খতিয়ানভুক্ত, হাল.এল.আর ২৩৩১, ২৩৬২, ২৩৬৩, ২৩৬৪ ও ২৩৫৬ নং দাগে শুনা ও ডোবা জমি কমবেশী ৫.৯৬৩০ শতক সম্পত্তি জমি খরিদ করিয়া চন্ডীতলা-২ বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও চন্ডীতলা হুগলী অফিসে মিউটেশনের জন্য আবেদন করিয়াছেন, যদি উক্ত আমমোক্তার দাতা বা অন্য কোনো ব্যাক্তির কোনো রকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপনের দিন হইতে আগামী ০১ মাসের মধ্যে উক্ত বি.এল.এন্ড.এল.আর.ও অফিসে অভিযোগ জানাইতে হইবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

Sd/-
Mousumi Mukherjee (Mustaphi)
Advocate Serampore & Chinsuraha Court
Date: 10/06/2026

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আমাদের জনৈক অন্যতম মক্কেল ভবানী শঙ্কর আগরওয়াল সংশ্লিষ্ট সকল অংশ কার পার্কিং স্পেস, পরিমাপ আনুমানিক ১৪৩৮ বর্গফুট একতলায় ভবনে নির্মিত প্লট জমির পরিমাপ ০৬ কাঠা ১৩ ছটাক, দাগ নং ১৯২৯,খতিয়ান নং ৬৯, জেএল নং ১৫, মৌজা-বালি, থানা : বালি, জেলা : হাওড়া, হোল্ডিং নং ১/৭, (বিএল-জি-১), গিরিশ ঘোষ রোড, ওয়ার্ড নং ২৪, বালি পুরসভা অধীন -এর সম্পূর্ণ মালিক এবং সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত প্রাক মূল দলিল রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর হাওড়া এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, দলিল নং ৩৭৯৩-২০০৫ সালের হারিয়ে ফেলেছেন। উক্ত দলিল এর হারিয়ে যাওয়া/স্থানান্তরিত হওয়ার বিষয়ে হেয়ার স্ট্রিট থানায় এক জেনারেল ডায়েরি উল্লেখ্য জিডিই নং ১০৫০ তারিখ ০৫.০৬.২০২৬ দায়ের করেছেন।
কোনও ব্যক্তি বা অন্য কোনও পক্ষ বা ব্যাঙ্ক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান এর কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ উক্ত সম্পত্তি সম্পর্কে থাকলে সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে ৭ দিনের মধ্যে দাবি দাখিল করতে পারেন অন্যথায় ব্যর্থ হলে কোনও দাবি গ্রাহ্য হবে না।

সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার'
রুম নং ৪৮, একতলা,
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোন : ০৩৩-৪৬০১- ৪৮৪৯/৪৬০১/৪৮৫৪
ই-মেল : supriyobasu.llp@gmail.com
partho.adhikary@sbalaw.in

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত চুঁচুড়া
২০২৫ সালের ৪৯ নং ৩৯ আইনের মোকর্দ্দমা

সেখ সামিম .... দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, বর্তমানে মৃত **সামসের আলি** পিতা মৃত মজিদ আলি সেখ ওরফে- মজিদ সেখ সাং- চন্দ্রকলোনী পোঃ শ্রীপুর বাজার, থানা- বলাগড়, জেলা- হুগলী, ব্যক্তির লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড চুঁচুড়া শাখায় ৪৩৫৩৭১০৩৪ নম্বর পলিসিতে (যাহা গত ইংরাজি ৯.২.২০২৪ তারিখে ম্যাচিওর হইয়াছে) গচ্ছিত সাম এ্যসিওরড্‌ ৬৭,০০০/- টাকা সুদ সহ রহিয়াছে। তাহার সাকসেশন সার্টিফিকেটের প্রার্থনায় অত্র দরখাস্তকারী অত্র মোকর্দ্দমা দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিল বাবুর মারফত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। নচেৎ উক্ত নং মোকর্দ্দমার একতরফা শুনানি হইবে। প্রস্তুত কারক –
বিপ্লব দে, এ্যাডভোকেট

আদালতের আদেশানুসারে
জ্যোতির্ময় সরকার, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the District Delegate, Kharagpur
Succ. Certificate Case No. 76/2020

১) **শ্রীমতী বর্ষা গায়েন,** স্বামী- ৺গৌতম গায়েন , ২) **নাবালক ইন্দ্রজিৎ গায়েন,** পিতা- ৺গৌতম গায়েন .... **দরখাস্তকারীগন**
বনাম
শ্রীমতী জয়ন্তী গায়েন ও অন্যান্য .... প্রতিপক্ষগন

এতদ্বারা সর্বসাধারনগনকে জানানো যাইতেছে যে অত্র পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন থানার অন্তর্গত দক্ষিন আরবানা গ্রামে বসবাসকারী গৌতম গায়েন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে "সিপাই" পদে কর্মরত ছিলেন। গত ০২.০৬.২০২০ তারিখে জম্মু হইতে খড়্গপুর আসার পথে উত্তর প্রদেশের কানপুরের কাছে কার্বিগান গ্রামে ট্রেন দুর্ঘটনায় তিনি মারা গিয়াছেন। তাঁহার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় P.N.B, Belda শাখায় Salary Account ছিল যাহার নং- 7547006900023595 as DSP Account। উক্ত Bank এর Rules অনুযায়ী Account holder কোন সেনাকর্মীর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হইলে তাঁহার ওয়ারীশগন PNB RAKSHAK PLUS SCHEME অনুযায়ী Rs. 30,00,000/- (ত্রিশ লক্ষ) টাকা Insurance claim পাইবেন এবং তাহা United India Insurance Co. প্রদান করিবেন। সেই কারনে দরখাস্তকারীগন অর্থাৎ মৃত সেনাকর্মীর স্ত্রী ও নাবালক পুত্র ওয়ারীশ সাব্যস্ত হইয়া Ins. Claim এ ২/৩ অংশ পাইবার নিমিত্ত মৃত সেনাকর্মীর মাতা, পিতা, PNB এবং উক্ত Ins. Co কে প্রতিপক্ষ করিয়া উপরোক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। নতুবা আপনাদের অনুপস্থিতিতে শুনানী হইবে। মোকর্দ্দমায় পরবর্তী তারিখ 17/07/2026 ।

Schedule: Personal Accident Death claim under PNB RAKSHAK PLUS SCHEME for the death of Army No. 14870773P Sepoy (Driver) Late Goutam Gayen .. **Rs. 30,00,000/- (Rupees Thirty Lakhs)** against his salary A/C No. 7547006900023595 as DSP Account with the P.N.B, Belda Branch, Dist-Paschim Medinipur

আদেশানুসারে
Nur Huda Mandal (সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, খড়্গপুর
জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **শ্রী শান্তি রুইদাস** পিতা ৺হারাধন রুইদাস, সাকিম নাকিড়াপাড়া, পোড়াবাজার, ধনিয়াখালী, হুগলী-৭১২৩০৫, মহাশয় বিগত ইং ২৩/০৮/২০২৩ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-08076/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমাদেরকে **(ক)জহির বক্স** পিতা মরহুম জাহান বক্স, সাকিম আলিপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫ ও **খ)শ্রী শুকদেব ধাড়া** পিতা ৺কানাই ধাড়া সাকিম ধেমুয়া, মাকালপুর, দাদপুর, হুগলী-৭১২৩০৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি উক্ত আমমোক্তার নামা বলে আমরা আমমোক্তারদ্বয় বিগত ইং ২৩/০৩/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-03544/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী টুম্পা সিংহ,** স্বামী শ্রী মনোজ সিংহ, সাকিম ১১/বি শিব কৃষ্ণ দাঁ লেন, নিয়ার গনেশ টকিস অটোস্ট্যান্ড, মেছুয়া, গিরিশপার্ক, কোলকাতা-৭০০০০৭, মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছি। তপশীল - জেলা হুগলী, থানা ধনিয়াখালী, মৌজা নাকিড়াপাড়া, জে.এল. নং ২০৯, হাল এল.আর. ২০৫/১ তথা বর্তমান এল.আর. ১০৫৮ নং খতিয়ান হইতে, সাবেক আর.এস. ৪৭৭ তথা হাল এল.আর. ৬১৬ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ৩৯ শতক মধ্যে ০.৫০০০ অংশে ১৯.৫০ শতক আমমোক্তারকৃত সম্পত্তির মধ্যে ০.০৬৩৫ অংশে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক বা ০২.৪৭৫ শতক বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী টুম্পা সিংহ,** স্বামী শ্রী মনোজ সিংহ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও ধনিয়াখালী ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- ক) জহির বক্স, খ) শ্রী শুকদেব ধাড়া, আমমোক্তারদ্বয়

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রীমত্যা ওমরাবতী দেবী রাই,** স্বামী ৺শিউমনি রায় ওরফে শিউমনি রাই, **২)শ্রী উত্তম কুমার রাই,** পিতা ৺শিউমনি রায় ওরফে শিউমনি রাই, **৩)শ্রীমত্যা চন্দ্রলেখা দেবী রায়,** স্বামী ৺প্রদীপ রাই, **৪)শ্রী অরুন কুমার রায় ও ৫)শ্রী আকাশ কুমার রায়,** ৪ ও ৫নং এর পিতা ৺প্রদীপ রাই, সকলের সাকিম এল.বি.এস. মার্গ, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়/মহাশয়াগণ ওয়ারিশান সূত্রে প্রাপ্ত (৺**শিউমনি রায়**-এর নামীয়) সম্পত্তি বিগত ইং ২৬/১২/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-00086/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিলমূলে আমার মক্কেল **শ্রী দেবাশীষ চৌধুরী,** পিতা ৺অবনী চৌধুরী, সাকিম শঙ্খনগর, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন ও উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্ন তপশীলভুক্ত সম্পত্তি হইতে বিগত ইং ০২/০৬/২০২৬ তারিখে ডি.এস.আর.-I, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-08065/2026 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী হরিন্দার সাউ,** পিতা রামবচন সাউ, সাকিম শঙ্খনগর, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ০৩ কাঠা ২২ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। **তপশীল:** জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা শঙ্খনগর, ৩৮ নং জে.এল. ভুক্ত, হাল এল.আর. ২৩৩ নং খতিয়ান হইতে আর.এস. তথা হাল এল.আর ৯২ নং দাগে শুনা জমি ষোল আনার মধ্যে ৩০.৭ শতক তন্মধ্যে ০৩ কাঠা ২২ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রী হরিন্দার সাউ,** পিতা রামবচন সাউ, তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন, ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগত আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য হইবে।
ইতি- মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু), চন্দননগর আদালত, হুগলী

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা,
ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail com**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সবাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ,
মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২০৬৫৯।

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে হাওড়া ব্রিজ ও বোটানিক্যাল গার্ডেনে যোগাভ্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে এক সপ্তাহব্যাপী যোগাভ্যাস কর্মসূচির অংশ হিসেবে সোমবার হাওড়া জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে হাওড়া ব্রিজ এবং শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে অনুষ্ঠিত হল বৃহৎ সামূহিক যোগাভ্যাস কর্মসূচি। এইদিন সকাল থেকেই আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে হাজারেরও বেশি মানুষ অংশ নেন। এতে স্কুল পড়ুয়া, যুবক-যুবতী, প্রাতঃভ্রমণকারী, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্য এবং সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে দুই স্থানেই ছিল উৎসবমুখর পরিবেশ। 'যোগা ফর ইউথ' থিমকে সামনে রেখে আয়োজিত কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারীরা প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন যোগাসন, প্রাণায়াম ও ধ্যানের অনুশীলন করেন।

এইদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী উমেশ রাই, বালি কেন্দ্রের বিধায়ক সঞ্জয় সিং সহ হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার, জেলাশাসক, বিভিন্ন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার, অতিরিক্ত জেলাশাসক (স্বাস্থ্য), মহকুমাশাসক-সহ প্রশাসনের একাধিক শীর্ষ আধিকারিক। তাঁদের পাশাপাশি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক-শিক্ষিকারাও যোগাভ্যাসে অংশ নেন। বিশেষ আকর্ষণ ছিল ঐতিহাসিক হাওড়া ব্রিজে আয়োজিত যোগাভ্যাস কর্মসূচি। একইসঙ্গে শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনেও ব্যাপক সাড়া মেলে। দুই স্থানেই সকাল থেকে অংশগ্রহণকারীদের ভিড় ছিল উল্লেখযোগ্য।

হরিহরণের পঞ্চাশ বছর উদ্‌যাপন, উস্তাদ-এ-গজল ২০ জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন :হরিহরণের একক গজল সন্ধ্যা উস্তাদ-এ-গজল, আগামী ২০ জুন নজরুল মঞ্চে আয়োজিত হল। আয়োজনে বেঙ্গল ওয়েব সলিউশন। নিবেদনে বোরোলিন, সহযোগিতায় খুকুমণি। গজল ভারতীয় সংগীতের এক স্বতন্ত্র ঘরানা যা সংগীতের রসিকদের কাছে বেশ পছন্দের। হিন্দি ছবির গানের পাশাপাশি এক বহমান নদীর মতো বয়ে চলেছে নিজের আপন ছন্দে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা গজলের মেহফিল চলে, শ্রোতারা বুঁদ হয়ে থাকেন তার সুরের সুবাস, কথার জাদুতে। গজল মূলত কথা প্রধান গান। প্রেম, বিরহ মানুষের নানা অনুভূতি কাব্যময় ভঙ্গিতে পরিবেশন করা হয়, যা সুরের স্নিগ্ধতায় পরিণত হয়ে ওঠে। তিরিশের বেশি গজল অ্যালবাম আছে শিল্পীর। গুলফাম, আবসর-এ-গজলে গান করেছিলেন আশা ভোঁসলের সঙ্গে, কাশ, হালকা নাশা, জশন ওঁনার অন্যতম সফল গজল অ্যালবাম।

প্রলোভনের ফাঁদে ৮৮ হাজার টাকা খুইয়ে সাইবার প্রতারণার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: অনলাইনে বিনিয়োগ ও কমিশনের প্রলোভন দেখিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৮৮ হাজার টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন হুগলির উত্তরপাড়ার বাসিন্দা মৃগাঙ্ক মৌলি সেন। পাশাপাশি জাতীয় সাইবার অপরাধ পোর্টালেও তিনি অভিযোগ দায়ের করেন।

তার অভিযোগ অনুযায়ী, প্রথমে সামান্য অঙ্কের লেনদেনের মাধ্যমে বিশ্বাস অর্জনের চেষ্টা করে প্রতারকরা। অভিযোগকারীর দাবি, প্রথমে ১ টাকার বদলে ২ টাকা এবং পরে ৫০০ টাকার বিপরীতে ১ হাজার টাকা ফেরত দিয়ে অধিক মুনাফার প্রলোভন দেখানো হয়। এরপর ধাপে ধাপে বড় অঙ্কের টাকা বিনিয়োগ করানো হয়। শেষ পর্যন্ত তাঁর সরকারি ব্যাংকের বালি শাখার অ্যাকাউন্ট থেকে মোট ৮৮ হাজার টাকা প্রতারণার মাধ্যমে হাতিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনার তথ্য ও প্রমাণ সহ উত্তরপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ জানান হয়। চলতি মাসের ১২ তারিখ এই ঘটনাটি ঘটে। প্রতারকদের পক্ষ থেকে ৯৮১৩০১৯৮৫৯ নম্বর থেকে যোগাযোগ করা হয়েছিল বলেও দাবি করেছেন অভিযোগকারী। ঘটনার পর জাতীয় সাইবার ক্রাইম পোর্টালে অভিযোগ নথিভুক্ত করা হয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। মোবাইল নম্বর, ইউপিআই লেনদেনের তথ্য এবং অর্থের গতিপথ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত অভিযুক্তদের পরিচয় বা প্রতারণার পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে চাননি তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এনসিপিআইয়ের হাওড়া কার্যালয়ে কৌতূহলী মানুষের ভিড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: রবিবার তৃণমূল কংগ্রেসের ২০ জন বিদ্রোহী সাংসদের ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই)-তে যোগদানের পর রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে হাওড়া জেলার একটি বিশেষ ঠিকানা। এনসিপিআই দলটি জাতীয় রাজনীতিতে যথেষ্টই অচেনা, তবু এই তৃণমূলের রাজনৈতিক মুষুলপর্ব জুড়ে সোমবার হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের হাটগাছা এলাকায় অবস্থিত এনসিপিআইয়ের রাজ্য কার্যালয় ঘিরে বাড়তে থাকে এলাকার সাধারণ মানুষের ভিড়। আর সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে সেই কার্যালয়ের সামনে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী।

স্থানীয় সূত্র মারফত জানা যাচ্ছে, রবিবার বিদ্রোহী সাংসদদের দলবদলের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই এনসিপিআইকে ঘিরে কৌতূহল তৈরি হয় এলাকায়। বহু মানুষ হাটগাছার ওই কার্যালয়ে গিয়ে দলের কর্মকাণ্ড এবং নেতৃত্ব সম্পর্কে জানতে চান। তবে সোমবার কার্যালয়ে গিয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা দলের কোনও দায়িত্বশীল ব্যক্তির দেখা পাননি বলে দাবি করেছেন।

এনসিপিআইয়ের পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম সাংগঠনিক দায়িত্বে রয়েছেন হাটগাছার বাসিন্দা শিউলি কুণ্ডু। স্থানীয়দের বক্তব্য, পেশায় আইনজীবী শিউলি কুণ্ডু দীর্ঘদিন ধরে সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত। তিনি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাও পরিচালনা করেন। তাঁর স্বামী উত্তীয় কুণ্ডুও সেই কাজে সহযোগিতা করেন বলে জানা গিয়েছে।

যদিও এলাকাবাসীদের দাবি, ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় প্রথমবার এনসিপিআইয়ের নাম শোনা গেলেও, সে সময় ঝোড়হাট গ্রাম পঞ্চায়েত-সহ একাধিক এলাকায় প্রার্থী দিয়েছিল দলটি। তাদের নির্বাচনী প্রতীক ছিল দোয়াত-কালি। তবে পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন কিংবা ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দলটিকে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কর্মসূচি বা প্রচারে খুব বেশি দেখা যায়নি।

একদিন

আমার শহর

কলকাতা, ১৬ জুন ২০২৬, ২ আষাঢ় ১৪৩৩, মঙ্গলবার

অন্নপূর্ণার অর্থ পেয়েছেন ৭৯ লক্ষ মহিলা: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সোমবার নন্দীগ্রামে 'জনকল্যাণ শিবির'-এ রাজ্যে 'অন্নপূর্ণা যোজনা' প্রকল্পে ৭৯ লক্ষ মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি তিন হাজার টাকা ঢুকেছে, এমনটাই দাবি করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। এর পাশাপাশি পূর্বতন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগেও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার তিনি দাবি করেন, সরকারি প্রকল্পগুলির উপভোক্তাদের তথ্য যাচাই করতে গিয়ে একাধিক অনিয়ম ও ভুয়ো অ্যাকাউন্টের খোঁজ পাওয়া গেছে।

তৃণমূল সরকারের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন জেলায় উপভোক্তাদের তালিকায় বিস্তর গরমিল ধরা পড়ছে। তাঁর দাবি, মুর্শিদাবাদের ডোমকলের একটি ব্লকেই প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভুয়ো অ্যাকাউন্টের সন্ধান পাওয়া গেছে। এমনকী পুরুষদের নামে বিধবা ভাতার টাকা পাওয়ার ঘটনাও তদন্তে সামনে এসেছে বলে মুখ্যমন্ত্রী এই দিন জানান।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, আগের সরকারের আমলে বহু অযোগ্য ব্যক্তি সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। তাই প্রকৃত ও যোগ্য ব্যক্তিদের চিহ্নিত করে তাঁদের হাতে সরকারি পরিষেবার সুবিধা পৌঁছে দেওয়াই বর্তমান প্রশাসনের অন্যতম লক্ষ্য। তিনি স্পষ্ট করে বলেন, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অধিকার শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিকদের।

সোমবার অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়েও তথ্য দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই ৭৯ লক্ষ মহিলার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এই প্রকল্পের টাকা ইতিমধ্যেই পৌঁছে গেছে। পাশাপাশি সোমবার রাজ্যে আগামী ১ জুলাই থেকে ১২৫ দিনের কর্মসংস্থান প্রকল্প চালুর কথাও ঘোষণা করেন তিনি।

উল্লেখ্য, রাজ্যজুড়ে ১৫ থেকে ১৭ জুন পর্যন্ত প্রায় ১,১০০টি জনকল্যাণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পে আবেদন, নথিভুক্তকরণ এবং উপভোক্তাদের তথ্য যাচাইয়ের কাজ এই শিবিরগুলিতে করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের দাবি, স্বচ্ছ ও নির্ভুল প্রকৃত প্রাপকদের তালিকা তৈরি করাই এই কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্য।

আরজি কর মামলার তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে সিবিআই

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ২০২৬-এর বঙ্গে রাজনৈতিক পালাবদলের পর 'আরজি কর ফাইলস' খুলতেই ফের তৎপর সিবিআই। ধর্ষণ ও খুনের মামলায় ফের আরজি কর হাসপাতালে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার সিটের আধিকারিকরা। এই মামলার তদন্তে নতুন করে সিট গঠনের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। সেই নির্দেশ মেনে ইতিমধ্যে তৈরি হয়েছে সিট। এরপরেই সোমবার ৬ সদস্যের একটি দল হাসপাতালে যান। মামলার তদন্তের অগ্রগতি খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা।

এর পাশাপাশি হাসপাতালের সুপার সপ্তর্ষি চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গেও বৈঠক করেন সিটের তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ফের নতুন করে আরজি কর ফাইলস খোলেন। এরপরেই তৎকালীন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল, তৎকালীন ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায়, তৎকালীন ডিসি নর্থ অভিষেক গুপ্তাকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী কিংবা কোনও মন্ত্রী তাঁদের মেসেজে কিংবা ফোনে কোনও নির্দেশিকা জারি করেছিল কিনা, তা খতিয়ে দেখবেন তদন্তকারীরা। প্রয়োজনে সেই মতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। গত ২০২৪ সালের ৮ অগস্ট, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের তরুণী চিকিৎসক নাইট শিফট করতে যান। ওই রাতেই সেমিনার হলে তাঁকে ধর্ষণ ও খুন করা হয়। এই ঘটনার তদন্তে নেমে সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ। পরবর্তীকালে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে ঘটনার তদন্তভার নেয় সিবিআই। তবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এই ঘটনায় জড়িত সন্দেহে নতুন করে আর কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। শেষমেশ শিয়ালদহ আদালত ধৃত সঞ্জয় রায়কে দোষী সাব্যস্ত করে। তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দেয়। তবে এই তদন্তে সন্তুষ্ট নন অভয়ার বাবা-মায়েরা। তাঁদের দাবি, এই ঘটনায় আরও অনেকেই জড়িত রয়েছে। যারা এখনও তদন্তের আড়ালে রয়ে গিয়েছে।

এরমধ্যেই সিবিআইয়ের পূর্বাঞ্চলীয় যুগ্ম অধিকর্তার নেতৃত্বে তিন সদস্যের সিট গঠনের নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। ঘটনার রাত থেকে শেষকৃত্য পর্যন্ত কী হয়েছিল, সেই ঘটনাক্রম নির্দিষ্ট করে খতিয়ে দেখবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। শুধু তাই নয়, তদন্তের জন্য মামলার প্রয়োজনীয় সবদিক সিবিআই খতিয়ে দেখতে পারবে বলেও জানানো হয়। এরপরেই এদিন আরজি কর হাসপাতালে পৌঁছে যান সিটের আধিকারিকরা। নতুন করে মামলার তদন্ত কোনদিকে মোড় নেয় সেদিকেই নজর সবার।

শাহজাহান শেখ-সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন ইডির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতায় ইডির বিশেষ আদালতে শাহজাহান শেখ-সহ ৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। সন্দেশখালিতে জমি দখলের মামলায় এই চার্জ গঠন করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। জানা গিয়েছে, শাহজাহান ছাড়াও আরও ৩ জনের নাম ইডির চার্জশিটে রয়েছে। তাঁরা হলেন, আলমগির, শিবপ্রসাদ হাজরা ও দিদার বক্স মোল্লার। ইডির এই মামলায় ৭ জুলাই সাক্ষ্য গ্রহণ শুরু হবে। জানা গিয়েছে, এই মামলায় ৩০ জন সাক্ষী রয়েছেন। ইডির অভিযোগ, সন্দেশখালিতে ভয় দেখিয়ে জমি জবরদখল করা হত। এরপর সেই সব জমি থেকে টাকা উপার্জন চলত। এভাবে উপার্জন করা মোট ৫ কোটি টাকা শনাক্ত করেছেন তদন্তকারীরা।

উল্লেখ্য, রেশন দুর্নীতি মামলায় ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে সন্দেশখালিতে শাহজাহান শেখের বাড়িতে অভিযান চালাতে গিয়েছিল ইডি। কিন্তু শাহজাহানের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছনোর আগেই তদন্তকারী আধিকারিক ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের উপর হামলা হয়। এরপর থেকে বেপাত্তা হয়ে যান শাহজাহান। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁকে তুলে দেওয়া হয় সিবিআইয়ের হাতে। তাঁর বিরুদ্ধে সন্দেশখালিতে গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার-সহ, নারী নির্যাতন, জমিদখল, দুর্নীতির একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সিবিআইয়ের হেপাজতে থাকাকালীনই দুর্নীতির অভিযোগে শাহজাহানকে হেপাজতে নেয় ইডি।

তৃণমূল কাউন্সিলর অনন্যার অফিস থেকে মিলল রেটচার্ট-সহ নানা সামগ্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুকুন্দপুরে অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিস থেকে মিলল রেটচার্ট। সেই রেটচার্ট লেখা এক-এক ক্লায়েন্টের নাম। কোন প্রোমোটারের থেকে কত টাকা নিতেন, কোন চাকরিপ্রার্থীর কাছ থেকে কত টাকা নিয়েছেন, সব নাম-ঠিকানা দিয়ে সাব-সেকশন করে পরপর লেখা সেই ডায়েরিতে। কেবল তাই নয়, সঙ্গে অনন্যার বিরুদ্ধে এ অভিযোগও রয়েছে যে বেসরকারি হাসপাতাল থেকেও টাকা তুলতেন অনন্যা। পাশাপাশি ওয়ার্ড অফিসের দোতলায় উঠতেই নজরে আসে ঝাঁ চকচকে মেক আপ রুম। উদ্ধার গাদা গাদা কন্ডোমের প্যাকেট, গর্ভ নিরোধক, রয়েছে পাঞ্জাবিও।

স্থানীয় এক বাসিন্দা এই রেট চার্ট দেখিয়ে বলেন, 'এই এলাকার প্রতিটি বিল্ডিং পিছু টাকা তোলা হয়েছে। ৫০ হাজার থেকে ১ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। লাইভে থাকতে থাকতেই দেখা যায়, এক যুবক হলুদ রঙা একটা খাতা বের করেন। খাতার প্রথম পাতা উল্টে তিনি দেখাতে থাকেন, এটা চাকরি বিক্রির টাকার খাতা। কার কাছ থেকে চাকরির নামে কত টাকা তোলা হয়েছে, তা নথিভুক্ত রয়েছে এই খাতায়। ১০৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের ক্যাডারদের চাকরি দেওয়া হত বলে দাবি স্থানীয় বাসিন্দাদের। আর এই ডায়েরিতেই সরকারি দপ্তর, স্বাস্থ্য দপ্তর- এভাবে দপ্তর ভাগ করে পাশে চাকরিপ্রার্থীদের নাম লেখা রয়েছে।

তৃণমূল আমলে রাজ্যের ২৯টি পিছিয়ে পড়া ব্লক বঞ্চিত, অভিযোগ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূলের সরকারের সময়ে নীতি আয়োগ পরিচালিত অ্যাসপিরেশনাল ব্লকস প্রোগ্রামে অংশ নেয়নি পশ্চিমবঙ্গ, সোমবার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে অভিযোগ করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কেন্দ্রের এই কর্মসূচিতে রাজ্যের ১০টি জেলার ২৯টি পিছিয়ে পড়া ব্লককে চিহ্নিত করা হয়েছিল, যেখানে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, কৃষি ও পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়ার সুযোগ ছিল। রাজ্যের দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট থেকে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, ঝাড়গ্রাম ও পুরুলিয়ার মতো এলাকার বাসিন্দারা এখন প্রশ্ন তুলছেন, কেন তাঁরা অতিরিক্ত উন্নয়নের এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। যদিও শমীকের দাবি, কেন্দ্রের নীতি আয়োগ একাধিকবার রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও সেই প্রকল্পে অংশ না নেওয়ার কোনও যথাযথ কারণ তৃণমূলের সরকার জানাতে পারেনি।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, রাজনৈতিক অবস্থান যদি মানুষের উন্নয়নের পথে বাধা হয়, তবে তার সবচেয়ে বড় মূল্য দিতে হয় সাধারণ মানুষকেই। বছর পর বছর চলা এই অব্যবস্থা এই নতুন রাজ্য সরকারের সময় পরিবর্তন হবে। মানুষের ভরসার যথাযথ মর্যাদা দিয়ে উন্নয়নকেই রাজ্যের নতুন সরকার অগ্রাধিকার দেবে বলেই শমীক জানান।

তৃণমূলের পার্টি অফিসে সিআইডি তল্লাশি, মামলা ছাড়লেন হাইকোর্টের বিচারপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কালীঘাটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি সংলগ্ন তৃণমূলের পার্টি অফিসে সিআইডি তল্লাশিকে চ্যালেঞ্জ করা মামলা ছাড়লেন হাইকোর্টের বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য। সূত্রে খবর, অভিষেকের রক্ষাকবচ মামলার জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের মামলা ছেড়ে দিলেন বিচারপতি। মামলাটি পাঠানো হল প্রধান বিচারপতির কাছে। এখন নির্দিষ্ট বেঞ্চে মামলা পাঠাবেন প্রধান বিচারপতি।

জানা গিয়েছে, 'তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হেয়ার স্ট্রিট থানার মামলার প্রেক্ষিতে তল্লাশি প্রক্রিয়া ও সিআইডি পদক্ষেপ নিয়ে একটি ফৌজদারি মামলা করেন। গত ৯ জুন সিআইডি তল্লাশি অভিযান চলে কালীঘাটের তৃণমূল কংগ্রেস অফিসে। সেদিন সমন পাঠানো সত্ত্বেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানী ভবনের সিআইডি দপ্তরে হাজিরা না দেওয়ায় কালীঘাটে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ি সংলগ্ন তৃণমূল কার্যালয়ে এসে পৌঁছয় সিআইডির ৩০ জনের একটি দল। এই তল্লাশি প্রক্রিয়া ও সিআইডি পদক্ষেপ, দুই ঘটনা একই বিষয়ের এবং এটি হয় হেয়ার স্ট্রিট থানায় বিধানসভার সই জালিয়াতি কাণ্ডে বিধানসভা সচিবের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে। যার প্রেক্ষিতে একটি ফৌজদারি মামলার শুনানি হয় কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি কৌশিক চন্দ বেঞ্চে। ওই আদালতের নজরে রয়েছে পুরো বিষয়টি। সম্ভবত, সেই কারণেই তৃণমূলের করা এই মামলার ছেড়ে দিচ্ছে আদালত। আদালত সূত্রে খবর, প্রধান বিচারপতি কাছে মামলাটি পাঠানো হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, বিধানসভার বিধায়কদের সই জাল-কাণ্ডের তদন্তে গত ৯ জুন ভবানীপুরে তৃণমূলের কার্যালয়ে পৌঁছয় সিআইডি-র একটি ৩০ জনের দল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির একদম বিপরীতেই এই পার্টি অফিস। প্রথমবার এই অফিসে হানা দেয় সিআইডি। ৩০বি হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট, এই ঠিকানা থেকেই চিঠি লেখা হয় বিধানসভার স্পিকারকে। লেটার হেডেও এই ঠিকানাই ছিল বলে জানা যায়। তাই সেখানে গোয়েন্দারা অভিযান চালান বলে মনে করা হয়।

বাংলাকে বিশ্ব পর্যটন মানচিত্রে উজ্জ্বল নক্ষত্র করতে চান পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের পর্যটন শিল্পকে নতুন করে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার পরিকল্পনার কথা জানালেন পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ। দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি স্পষ্ট করেই বলেন, পশ্চিমবঙ্গের পর্যটন শিল্পের নীতি ও মূল লক্ষ্য হবে সমাজের সব স্তরের মানুষকে এই পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করা। শুধু তাই নয়, বাংলাকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে আরও শক্তিশালী জায়গাতে তুলে ধরা। সোমবার এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে শঙ্কর ঘোষ বলেন, আমাদের লক্ষ্য 'ট্যুরিজম ফর অল ক্লাসেস'। অর্থাৎ উচ্চবিত্ত থেকে নিম্নবিত্ত, সমাজের সব আর্থিক শ্রেণির মানুষ যাতে পর্যটনের সুযোগ পান, সেই ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। তাঁর দাবি, পর্যটন শুধু বিনোদনের বিষয় নয়, এটি কর্মসংস্থান, অর্থনীতি ও স্থানীয় সংস্কৃতির উন্নয়ন ও বিকাশের অন্যতম মাধ্যম।

মন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পর্যটন ভাবনার মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গকে বিশ্বের পর্যটন মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ গন্তব্য হিসেবে তুলে ধরতে চায় রাজ্য সরকার। বাংলার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং ঐতিহাসিক সম্পদকে কাজে লাগিয়ে পর্যটন শিল্পকে আরও মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উপর জোর দেওয়া হবে বলেই মন্ত্রী জানান। গত ১২ জুন পর্যটন দপ্তরের দায়িত্বভার গ্রহণের পর শঙ্কর ঘোষ বলেছিলেন, বাংলার পর্যটনের অসীম সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়নের নতুন দিগন্ত খুলে দেওয়াই তাঁর অগ্রাধিকার। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে সঙ্গে নিয়েই এই উন্নয়নের যাত্রা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। ছাব্বিশের নির্বাচনে রেকর্ড ভোটে শিলিগুড়ি কেন্দ্রে গৌতম দেবকে হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর মন্ত্রিসভার মন্ত্রী হন তিনি এবং পর্যটন দপ্তরের দায়িত্ব পান। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই রাজ্যের পর্যটন পরিকাঠামো, পর্যটন কেন্দ্রগুলির উন্নয়ন এবং নতুন পর্যটন সার্কিট তৈরির বিষয়ে সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার ইঙ্গিত দেন মন্ত্রী।

পর্যটন দপ্তরের এই নতুন রূপরেখা বাস্তবায়িত হলে রাজ্যের পর্যটন শিল্পে নতুন বিনিয়োগ বৃদ্ধি, একে কেন্দ্র করে নতুন কর্মসংস্থান তৈরি এবং দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে আকর্ষণ স্থল হিসাবে এই রাজ্য পর্যটন হাব হয়ে ওঠার মতো গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসনিক মহল।

এবার কুণাল ঘোষকে লক্ষ্য করে ছোড়া হল পচা ডিম

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার কালীঘাটে এবার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। তৃণমূল সুপ্রিমোর বাড়ি থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় আচমকাই এক যুবক তাঁর দিকে ডিম নিক্ষেপ করে বলে অভিযোগ।

সূত্রের খবর সোমবার সন্ধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনে গিয়েছিলেন বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ। সেখান থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হওয়ার সময় এক যুবক তাঁর মাথা লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ে। কুণাল ঘোষ নিজেকে সরানোর চেষ্টা করলেও ডিমটি তাঁর মাথায় লাগে বলে ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যায়। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত যুবক দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যায়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, অভিযুক্ত যুবক নিজের নাম চন্দন বলে পরিচয় দেয়। ঘটনাস্থলেই সে দাবি করে, অনেক অন্যায় করেছে, এটা ওনার প্রাপ্য ছিল। তবে অভিযোগের পক্ষে কোনও নির্দিষ্ট তথ্য বা প্রমাণ সে প্রকাশ্যে দেয়নি।

এই ঘটনার পর কুণাল ঘোষ বলেন, মমতাদির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলছিলাম। আমার একেবারে হাতের নাগালে দাঁড়িয়ে ছিল দু'জন যুবক। আমি নিরস্ত্র অবস্থায় ছিলাম। একজন ডিম ছুড়ে পালিয়ে গেল। কেউ বাধা দিল না, ধরার চেষ্টাও করল না। অত্যাচারের অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি করেছি, না মমতাদি করেছেন? যদি তার সঙ্গে কিছু হয়ে থাকে, সেটা প্রশাসন বা পুলিশের দেখার বিষয়।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল বিধায়ক। তাঁর বক্তব্য, জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা প্রাপ্ত একজন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের অদূরে কীভাবে এমন ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। তিনি বলেন, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কয়েক মিটারের মধ্যে এই ঘটনা ঘটেছে। তাহলে নিরাপত্তা কোথায়? উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে একাধিক রাজনৈতিক নেতার উপর ডিম ছোড়ার ঘটনা সামনে এসেছে।

সুজিতের অন্তর্বর্তী জামিনে 'না' আদালতের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: অন্তর্বর্তী জামিন মিলল না প্রাক্তন দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুর। তার ফলে সোমবারও অস্বস্তিতে তিনি। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, এই মামলায় পালটা যুক্তি দিতে চায় ইডি। এরপরই আর্জি মেনে আগামী ২৯ জুনের মধ্যে ইডিকে পালটা যুক্তি দিতে সময় দিল কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। আগামী ১ জুলাই দুপুর দুটোয় মামলার পরবর্তী শুনানির সম্ভাবনা। প্রসঙ্গত, ইডির তদন্তকারীদের দাবি, দমদম পুরসভায় শতাধিকের বেশি চাকরিপ্রার্থীর নাম বেআইনিভাবে সুপারিশ করেছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী। শুধু তাই নয়, এক্ষেত্রে মোটা অঙ্কের টাকাও লেনদেন হয়েছে। এই বিষয়ে যদিও আরও নিশ্চিত হতে সুজিত বসুর অ্যাকাউন্ট খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

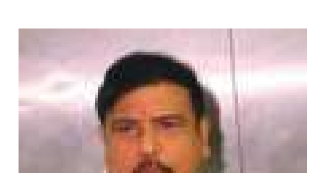

এদিকে সোমবার কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তর এজলাসে সুজিত বসু জামিনের মামলা ওঠে। ইডির তরফে জামিনের বিরোধিতা করা হয়। সুজিত বসুর হয়ে এদিন হাইকোর্টে সওয়াল করেন অভিষেক মনু সিংভি। তিনি ইডির দাবির তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর সওয়াল, 'গত ২০২৩ সালের ইডি মামলা। প্রায় সাড়ে তিন বছর তদন্তে ডাকেনি ইডি। জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব সামলেছেন মক্কেল। দক্ষিণ দমদম পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান দায়িত্ব সামলেছেন। ২০২৬ সালের মে মাসে দু'বার তাঁকে তলব করা হয়। দ্বিতীয় হাজিরার দিন গত ১১ মে গ্রেপ্তার করা হয় সুজিতকে। গ্রেপ্তারির বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে যথেষ্ট প্রশ্ন রয়েছে।' ইডির আইনজীবী ধীরজ ত্রিবেদী পালটা মামলা সংক্রান্ত জবাবদিহি দেওয়ার সময় চান। এরপরই আগামী ২৯ জুনের মধ্যে ইডিকে জবাবদিহির সময় দেয় হাইকোর্ট।

উল্লেখ্য, পুর নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় দীর্ঘদিন ধরেই ইডির স্ক্যানারে ছিলেন সুজিত বসু। অর্থের বিনিময়ে নিয়োগের অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেই মামলার তদন্তের স্বার্থে গত ৬ এপ্রিল, ভোটের মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন থেকে শুরু করে বিধানসভা ভোটপর্বের মধ্যে একাধিকবার ইডির তরফে হাজিরার নোটিস পান রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসু। তখন নির্বাচনী প্রচারের কাজে ব্যস্ত রয়েছেন বলে সময় চেয়ে হাইকোর্টের দারস্থ হযন তিনি। আদালতের নির্দেশ মেনে নির্বাচন চলাকালীন ইডির হাজিরা এড়িয়ে ছিলেন তৃণমূল নেতা। তবে ভোট মিটতেই পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলায় হাজিরা দেন তিনি। কয়েক দফায় জেরাও করা হয় সুজিত বসুকে। তল্লাশি চলে তাঁর বাড়ি এবং অফিসেও। এরপর গত ১১ মে প্রাক্তন মন্ত্রীকে দীর্ঘ জেরা শেষে গ্রেপ্তার করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। বর্তমানে জেল হেপাজতে সুজিত বসু।

আদালতের নির্দেশ অমান্য, পুলিশি তলব এড়ালেন অরূপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে তদন্তে সহযোগিতার নির্দেশ দিয়েছিল আদালত। কিন্তু আদালতের সে নির্দেশ অমান্য করে পুলিশের তলব এড়ালেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। মেসি কাণ্ডে তাঁকে তৃতীয় নোটিস দিয়ে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে থানায় হাজিরা দিতে বলেছিল পুলিশ। সোমবার বেলা ১২টায় সেই ডেডলাইন শেষ হয়েছে। কিন্তু বিকেল পেরিয়ে গেলেও তিনি হাজিরা দেননি। হাজিরা না দিয়ে আদালতের নির্দেশ অমান্য করেন অরূপ। এই নিয়ে মেসি কাণ্ডে পর পর তিনবার হাজিরা এড়ালেন প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী।

মেসি কাণ্ডে কলকাতা হাইকোর্টে শর্তসাপেক্ষে রক্ষাকবচ পেয়েছেন অরূপ। তবে তাঁকে তদন্তে সহযোগিতা করতে হবে বলে জানায় আদালত। গোটা ঘটনার জন্য প্রাক্তন মন্ত্রীকে তীব্র ভর্ৎসনাও শুনতে হয়েছে। এরপর মেসি কাণ্ডে শনিবার বেলা ১২ টায় অরূপকে তৃতীয় নোটিস দেয় বিধাননগর দক্ষিণ থানা। সেই নোটিস অনুযায়ী, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে হাজিরা দিতে হবে। কিন্তু সোমবার বেলা ১২টায় সেই সময়সীমা শেষ হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে হাজিরা দেননি অরূপ। তিনি কোথায় আছেন তা-ও জানা যাচ্ছে না। এবিষয়ে মেসির 'গোট' ইভেন্টের অন্যতম উদ্যোক্তা শতদ্রু দত্ত বলেন, 'হাইকোর্ট বলার পরেও হাজিরা দিচ্ছেন না অরূপ বিশ্বাস। কেন তিনি হাজিরা দিচ্ছেন না সেটাই প্রশ্ন। রক্ষাকবচের বিরোধিতা করে ডিভিশন বেঞ্চে আর্জি জানিয়েছি। উনি ভাবছেন হয়তো এভাবে বেঁচে যাবেন।

উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি, গরম ও অস্বস্তিতে ভুগছে দক্ষিণবঙ্গবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উত্তরবঙ্গ ভাসছে প্রবল বৃষ্টিতে। এখানেই শেষ নয়, আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস আগামী চারদিন ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে উত্তরবঙ্গে। উল্টোদিকে হা-পিত্যেশ করে বসে দক্ষিণবঙ্গবাসী। কবে থেকে বৃষ্টি শুরু হবে, এটাই এখন সবথেকে বড় প্রশ্ন তাঁদের কাছে।

এদিকে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর জানাচ্ছে, উত্তরবঙ্গে বর্ষা আগেই প্রবেশ করেছে। যার জেরে সেখানে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে। আগামী চারদিনও ভারী বৃষ্টি হবে। অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে পাহাড়েও। এদিকে, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা এলেও এখন ভারী বৃষ্টির আশা নেই। বিক্ষিপ্ত বৃষ্টিতে ভ্যাপসা গরম কমবে না দক্ষিণবঙ্গে।

এদিকে সপ্তাহের প্রথম দিনেই সকাল থেকেই গরম এবং অস্বস্তিতে ভুগেছে তিলোত্তমাবাসী। আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি থাকায় অস্বস্তি বেড়েছে প্রচুর। তবে এরই মাঝে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর এও জানাচ্ছে, আগামী কয়েকদিন বজ্রবিদ্যুৎ সহ বিক্ষিপ্তভাবে হালকা ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা। প্রতিদিন ঝড়-বৃষ্টি হবে এমন নয়, তবে বিক্ষিপ্তভাবে সামান্য ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে। পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর এও জানাচ্ছে, সোমবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রবিবার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.০ ডিগ্রি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৬৩ থেকে ৯১ শতাংশ।

উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ভারী বৃষ্টি হবে উপরের পাঁচ জেলায়। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ঝড়-বৃষ্টি চলবে সব জেলাতেই। শুক্রবার পর্যন্ত অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ির কিছু অংশে ২০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি এই পাঁচ জেলাতেই ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা। সপ্তাহ জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে উপরের এই পাঁচ জেলাতে।

দার্জিলিং থেকে মালদহ পর্যন্ত চলতি সপ্তাহে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া বইবে। এরপর মঙ্গলবার থেকে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার পর্যন্ত ভারী এবং অতি ভারী বৃষ্টির কারণে ধসও নামতে পারে কিছু এলাকায়। নদীর জলস্তর বাড়তে পারে। জলমগ্ন হতে পারে নিচু এলাকা।

উত্তরবঙ্গ বৃষ্টিতে ভাসলেও, চলতি সপ্তাহে ভারী বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই দক্ষিণে। দক্ষিণবঙ্গের বাতাসে জলীয় বাষ্প বেশি রয়েছে বলেই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তাপমাত্রা স্বাভাবিকের কাছাকাছি থাকলেও, গরম এবং অস্বস্তি থাকবে। একইসঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি রয়েছে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান জেলাতে। বজ্র-বিদ্যুৎ সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত ঝোড়ো হাওয়া বইবে।

EKDIN 16.06.2026 PAGE 4_Layout 1 6/15/2026 10:19 PM Page 1

সম্পাদকীয়

রইল বাকি আট!

তৃণমূলের ভাঁড়ারে পড়ে রইল আর মাত্র আটজন। রবিবারই আনুষ্ঠানিক ভাবে লোকসভায় তৃণমূলের বিদ্রোহী গোষ্ঠী ন্যাশনালিস্ট সিটিজেন্স পার্টি অফ ইন্ডিয়া বা এনসিপিআইতে মিশে গিয়েছে। সেই গোষ্ঠীতে রয়েছেন ২০ জন সাংসদ। ফলে দলত্যাগ বিরোধী আইন এক্ষেত্রে তাদের খাটছে না। তাদের সাংসদ পদও বহাল থাকছে। তারা এই লোকসভায় আপাতত এনডিএ সরকারের সহযোগী হিসেবে চলবেন বলেই জানিয়েছেন কাকলি ঘোষ দস্তিদার, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়রা। ফলে লোকসভায় জেডিইউ বা টিডিপির ওপর বিজেপির নির্ভরতা কমলো। মোদি সরকার চলতি লোকসভার বাকি মেয়াদ আরও নিশ্চিন্তে সরকার চালাতে পারবে। এবার তাকানো যাক উল্টোদিকে। সেখানে শুধুই হতাশা আর আতঙ্ক। তৃণমূলনেত্রীর তৈরি ইমারত তাঁরই চোখের সামনে রোজই একটু একটু ভেঙে পড়ছে। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো, এখন আর কোনও টোটকাতেই কাজ হচ্ছে না। লোকসভার ২০ জন চলে যাওয়ার ফলে তাদোর ঘরে পড়ে রইল আর মাত্র আটজন। যা বাজারের হালচাল, এই আটজনকে রাখাটাই এখন তৃণমূলনেত্রীর সামনে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এখন এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা তিনি কী ভাবে করেন, সেদিকেই তাকিয়ে সবাই। কারণ, বিদ্রোহীদের নেতা কাকলি ঘোষ দস্তিদার বলেই দিয়েছেন, সংখ্যাটা আসলে কিন্তু ২০ নয়, ২২। অতএব বোঝাই যাচ্ছে ক্ষ্মপিকচার আভি বাকি হ্যায়ক্ষ্ম। ওদিকে রাজ্যসভার অবস্থাও করুণ। ছিলেন ১৩ জন। গত দেড় মাসে চারজন ইস্তফা দেওয়ায় সংখ্যাটা এখন ৯ জনে ঠেকেছে। সংখ্যা কমে যাওয়ায় এখন ভাঙার আতঙ্ক আরও বেড়েছে। বিধানসভার কথা আর নাই বললাম। শুধু অবস্থাটা একবার ভাবুন। আজ থেকে দেড় মাস আগেও একটা দলের সরকার ছিল। ৪১টা সাংসদ ছিল। আর আজ? এখন প্রশ্ন হল, এই দলের ভবিষ্যত বলে আর কিছু রইল কী? এক কথায় এর উত্তর দেওয়া এখনই বোধহয় সম্ভব নয়। কিন্তু এটাও সত্যি, ব্যক্তি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একার ক্যারিশ্মায় গড়ে ওঠা তৃণমূল কংগ্রেসের ভবিষ্যতটা বোধহয় লেখা হয়ে গেল। কংগ্রেসে মিশে যাওয়ার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনাকে জীইয়ে রেখে এখনও তাল ঠুকছেন নেত্রী। কিন্তু বাস্তবটা আরও একটু কঠিন।

শব্দছক ১৯০

রবি দাস

১		■	২	৩		■	৪
	■	৫			■	৬	
৭	৮	■	৯		১০		
১১		১২		■		■	■
■	■		■	১৩		১৪	১৫
১৬	১৭				■	১৮	
১৯		■	■	২০		■	
	■	২১			■	২২	

পাশাপাশি: ১. ঘুম ২. বাসস্থান ৫. সত্যি বলার স্বত্ত্ব ৬. জমি কর্ষক ৭. কাকলি ৯. ব্যবহার সম্বন্ধিত নির্দেশিকা ১১. লবণের স্বাদযুক্ত ১৩. ব্যবসায় ১৬. কাব্যে থামো বা অপেক্ষা করো ১৯. মাতলামিতে দক্ষ ২০. কাজ ২১. বজ্র ২২. রঙ, জাতি বা অক্ষর

ওপর-নিচ: ১. রাত্রিকাল ২. সত্যি বলা হয়েছে ৪. হিন্দীতে বই ৪. ভারীর বিপরীত ৬. শ্রীবিষ্ণু ৮. মহাদেব ১০. ইংরাজীতে যাকে বলা হয় সার্ক ১২. সাপ্তাহিক দিনগুলির পরিচয় ১৫. রসোজ্ঞানে যা উত্তীর্ণ হয়েছে ১৬. পদ্মফুল ১৭. ধন-সম্পদ

সমাধান ১৮৯ — পাশাপাশি: ১. দীপান্বিতা ৪. ভাব ৬. পাত্র ৭. মঙ্গল ৯. অসি ১০. ক্ষমতা ১১. নবশাক ১২. অনিয়ম ১৪. রক্ষক ১৫. ধিক ১৬. রসিকা ১৭. কাশ ১৮. নীপ ১৯. রক্তরক্তি

ওপর-নিচ: ১. দীপদান ২. পাত্র ৩. তামসিক ৫. বনিতা ৮. লক্ষমাণিক ৯. অশান্তিকর ১২. অধিকার ১৩. মন্ত্রশক্তি ১৪. রজনী ১৭. কার

আজকের দিন

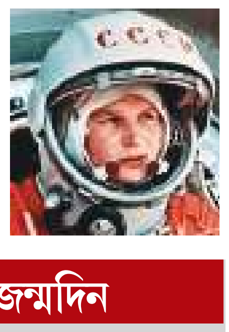

- **১৯৬৩** — ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা প্রথম নারী মহাকাশচারী হয়েছিলেন।
- **১৯০৩** — হেনরি ফোর্ড এবং আরও ১১ জন বিনিয়োগকারী মিলে ফোর্ড কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করেন।
- **১৯৭৬** — দক্ষিণ আফ্রিকায় হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী স্কুলে আফ্রিকানস ভাষা বাধ্যতামূলক করায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

জন্মদিন

১৯২০ *বিশিষ্ট শিল্পী ও সুরকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মদিন।*

১৯৫০ *চলচ্চিত্রাভিনেতা ও রাজনীতিবিদ মিঠুন চক্রবর্তীর জন্মদিন।*

১৯৭১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক ইমতিয়াজ আলির জন্মদিন।*

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

তৃণমূলের দুর্নীতিবাজ জাহাঙ্গিরদের জেলযাত্রা

আগে ছিল হুটার গাড়ি সামনে, এখন কোমরে দড়ি দিয়ে টানছে পুলিশ

প্রদীপ মারিক

একেই বলে ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কি হুঙ্কার তৃণমূলের এই চারফুট নেতার, 'আমি পুস্পা, ঝুঁকেগা নেহি'। আজ কি হল সেই দুর্নীতিবাজ জাহাঙ্গীর ফলতা ফতেপুর বাইপাসে বেলসিংহ স্কুলের পাশ থেকে হেঁটে চলেছেন। যে জাহাঙ্গীরের সামনে ছিল হুডার গাড়ি সবসময় ঘিরে থাকতো জনা দশ-বারো সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী আজ সেই পুলিশ'ই কখনো তার কোমরে কখনো তার প্রিয় সাদা অথবা কালো টি-শার্টের কলার ধরে হিরহির করে হাঁটতে হাঁটাতে নিয়ে যাচ্ছে। হাত জোড় করে ক্ষমা চাইতে চাইতে যাচ্ছে পুস্পা।

তোলামুলের সুজিত, স্বরূপ, অরূপ, শওকত, সাজাহানদের মত চার ফুটের নেতারা যে কত বড় কালপিট, সে কথা এখন বঙ্গবাসীদের কাছে জলের মত পরিষ্কার। কোটি কোটি টাকা বাজেটের দুর্গাপুজো শ্রীভূমি, সুরুচি সংঘের। কোথা থেকে আসতো এত টাকা? সিআইডি তদন্তের প্রয়োজন। যেখানে বঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি পুজোর প্রায় একমাস আগেই উদ্বোধন করে দিতেন শ্রীভুমির দুর্গাপুজো। নেতার নাম সুজিত বসু। তিনি এবার পুরনিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে দক্ষিণ দমদম পুরসভায় বেআইনি ভাবে চাকরিপ্রাপকদের নাম সুপারিশ করার অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন। সুরুচি সংঘের কর্ণধার তথা তোলামুলের আমলের প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস মেসি কাণ্ডের পুলিশ তদন্তকারীদের দেখে পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। তোলামুলের যারা জেল যাত্রা ইতিমধ্যেই করেছে তারা জেলের বিছানা ঝাড়া মোছা করে রাখছে এই বুঝি আর একজন এলো বলে। জালিয়াতি সই কান্ডে বিধানসভায় মুছে গেলেও সংশোধিনাগারে তোলামুল দলে ভারী হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

শ্রীভূমির কর্ণধার জেলে। সাধারণ বন্দিদের যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পেতে সমস্যা হয়, সেখানে প্রথম শ্রেণির বন্দি হিসেবে সুজিত বসু টুথপেস্ট ও ব্রাশ ব্যবহারের অনুমতি পাবেন। সাধারণ কয়েদিরাও জেলের নিয়ম অনুযায়ী দাঁত মাজার মাজন পেয়ে থাকেন। সবচেয়ে বড় সুবিধাটি হল খাবারের ক্ষেত্রে। আইনি আবেদনের পরিপেক্ষিতে অবশেষে প্রেসিডেন্সি জেলে প্রথম শ্রেণির বন্দির (ডিভিশন ওয়ান প্রিজনার) মর্যাদা পেলেন সুজিত বসু। তাঁর সামাজিক অবস্থান, রাজনৈতিক গুরুত্ব এবং বর্তমান শারীরিক অসুস্থতার কথা বিচার করেই আদালত ও জেল কর্তৃপক্ষ এই আবেদন মঞ্জুর করেছে। ব্রিটিশ আমলে মূলত রাজনৈতিক বন্দিদের জন্য এই বিশেষ মর্যাদার সূচনা হয়েছিল, যা স্বাধীন ভারতেও বন্দির সামাজিক ও শারীরিক পরিস্থিতি অনুযায়ী বজায় রাখা হয়েছে। প্রথম শ্রেণির বন্দি হিসেবে সুজিত বসু সাধারণ কয়েদিদের তুলনায় বেশ কিছু বাড়তি ও আরামদায়ক সুবিধা পাবেন। জেলের সাধারণ সেলের পরিবর্তে তাঁকে দেওয়া হবে একটি সম্পূর্ণ আলাদা সেল, যার সঙ্গে থাকবে অ্যাটাচড বাথরুমের সুবিধা। এছাড়া সেলে তাঁর জন্য থাকবে আলাদা খাট, ফ্যান এবং মশার উপদ্রব থেকে বাঁচতে মশারির ব্যবস্থা। সাধারণ বন্দিদের যেখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস পেতে সমস্যা হয়, সেখানে প্রথম শ্রেণির বন্দি হিসেবে সুজিত বসু টুথপেস্ট ও ব্রাশ ব্যবহারের অনুমতি পাবেন। সুজিত বসুকে লাইনে দাঁড়িয়ে খাবার সংগ্রহ করতে হবে না, দিনে তিনবার তাঁর সেলে সরাসরি খাবার পৌঁছে দেওয়া হবে, যা কার্যত হোম ডেলিভারির সমতুল্য।

তৃণমূলের আর এক হাই প্রোফাইল কয়েদি হতে চলেছেন স্বরূপ বিশ্বাস। খুনের চেষ্টা, অস্ত্র আইন-সহ একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। এক মহিলা মেকআপ আর্টিস্টের সঙ্গে অশালীন আচরণেরও অভিযোগ উঠেছে অরূপ বিশ্বাসের ভাইয়ের বিরুদ্ধে। ক্ষ্ণ্ণ(-এর ৩০৮-এর ৪ ও ৫ ধারা, ১০৯ নম্বর ধারা, ২৫/২৭ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। নিউ আলিপুর থানায় নিগ্রহ, শ্লীলতাহানি এবং তোলাবাজির অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই স্বরূপ বিশ্বাসকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। নিউ আলিপুর থানার সামনে ভিড় করেছিলেন এলাকার সাধারণ মানুষের একাংশ। স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তাঁরা। সাধারণ বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে তোলাবাজি ও অত্যাচার করেছেন স্বরূপ বিশ্বাস ও তাঁর সঙ্গীরা। সাধারণ বাসিন্দাদের দাবি, সকলের সামনে দিয়ে হাঁটিয়ে তাঁকে থানায় নিয়ে যেতে হবে। ওই ভিড় থেকে অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধেও স্লোগান দিতে শোনা গিয়েছে উত্তেজিত বাসিন্দাদের একাংশের

ইতিমধ্যেই টলিপাড়ার ফেডারেশন অফ সিনে টেকনিশিয়ানস অ্যান্ড ওয়ার্কাস অফ ইস্টার্ন ইন্ডিয়া- সংগঠনটি ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী। এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন স্বরূপ বিশ্বাস। তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ছিল আগে থেকেই। স্বরূপ বিশ্বাসের জমানায় ফেডারেশনের অন্দরে একাধিক আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছিল। টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী কথায়, 'কর্মফল ভুগতেই হবে। যাঁরা অন্যায় করেছে, তাঁদের অন্য কোনওভাবে তো রেহাই হবে না। ক্ষমতার মোহে যাঁরা অন্ধ ছিলেন, তোলাবাজি ভীষণ হয়েছে। এক একটা কার্ড কত কত টাকায় বিক্রি হয়েছে, তদন্তে এটা পরিষ্কার হবেই।'

আলিশান বাংলো আর বিলাসবহুল জীবন ছেড়ে হঠাৎই জেলের জলহাওয়া! জেলের ভাত এবার খাবে এই দুর্নীতিবাজরা। সম্প্রতি ঘটে গিয়েছে রাজ্যে পালাবদল। রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী থেকে ছোটো, বড়, মাঝারি নেতাদের দুর্নীতির দায়ে বাসা বদল হয়ে কারাবাস হয়েছে। কেউ আছেন সরাসরি জেলে আবার কেউ কেউ কেন্দ্রীয় সংস্থার হেফাজতে। কিন্তু পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে রাজার হাল থেকে জেলের জলহাওয়ায়। রাজ্যে পালাবদলের পর জেলেও অবশ্য কিছু হাওয়াবদল হয়েছে। তদন্তের অধীনে থাকা জেলবন্দী কয়েদীরা ক্ষমতার জোরে আর তেমন বিশেষ সুবিধা পাচ্ছেন না। সবটাই আইন মোতাবেক ঘটছে অর্থাৎ যদি আদালত মনে করে কাউকে গ্রেড ১ প্রোটেকশনে রাখবে সেই অর্ডার দিতে পারে এবং জেল কর্তৃপক্ষ সেই কয়েদিকে নিয়ম মেনে আলাদা সেল বা প্রোটেকশনে রাখতে পারে। সুতরাং তদন্তের স্বার্থে আলাদা কক্ষ পাওয়া গেলেও খাবারে খুব বেশি বদল নেই। স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর বাকি সাধারণ কয়েদিদের মতোই একই মেনুর খাবার খেতে হবে। শুধু খাওয়া নয়। জেলে থাকাটাও একটা ব্যাপার। বর্তমানে আর আগের মতো নেই। এখন চৌকিতে কম্বল পেতে শুতে দেয়। আর গায়ে দেবার জন্য কম্বল থাকে। কিন্তু পুলিশ লক আপ বা ক্ষ্ণঙ্গ, ঙ্খক্ষ্ণ্জ হেফাজতে যারা থাকেন তাদের চৌকি, মাথার বালিশ, বিছানা দেওয়া হয়। কখনও বা মাটিতে গদি। তবে খাবার একই রকম সহজ পাচ্য।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে এত তৃণমূলের চোর চিটিংবাজদের রাখবে কোথায়? তিনটে বড় জেল, একটা প্রেসিডেন্সি, একটা বারুইপুর টংতলা, একটা দমদম। এই জেল গুলোয় তো এমনিতেই অনেক আসামি। অনেক আসামি নূন্যতম বেলবন্ড বা উকিল ঠিক করতে পারেনা বলে জেল থেকে বেরোতে পারেনা। তার ওপর আবার অনেক উকিল আসামিকে হাতিয়ার করে জেলবন্দিদের বাড়ির মানুষের কাছ থেকে লাখ লাখ টাকা নিয়ে যায়, অথচ জামিন করায় না। কেন সেই প্রশ্ন কিন্তু কেউ আইনজীবীকে করতে পারে না, কারণ জেলবন্দি বাড়ির মানুষের বাড়ির লোকরা ভিটে মাটি বিক্রি করে সর্বশান্ত হয়। তিনটে বড় জেলে এমন জেলবন্দী অনেকেই আছেন। কলকাতায় তিনটে বড় জেলে জায়গা হবে কি দুর্নীতিবাজ তৃণমূলীদের। এবার তোলামুলের ছোট মাঝারি বড় নেতাদের জন্য একটা আলাদা জেল করার কথা ভাবুক পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কারণ বিধানসভায় জালিয়াতি সই কাণ্ডে তোলামুল নিশ্চিন্ন হয়ে গেলেও সংশোধনাগারে এই দুর্নীতিবাজরা সংখ্যাগাড়িষ্ঠতার পথে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সংশোধনাগারে তৃণমূলের দুর্নীতিবাজরা প্রবেশ করার সময় আগে থেকে জেল খাটা কয়েদিরা হয়তো বলে উঠবেন, ফলতার বেতাজ বাদশা জাহাঙ্গীর স্বাগতম--- বঙ্গবাসীদের আজ এটাই দেখা বাকি ছিল। সেই স্বাদ ও পূর্ণ হয়ে গেল দুর্নীতিবাজ তৃণামূলীদের জন্য।

মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পেছনে রয়েছে অস্ত্রের ব্যবসা

নোটন কর

গত তিন মাস ধরে চলমান যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল বনাম ইরানের যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনীতি ও বিশ্ব অর্থনীতিকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। যার প্রভাব ভারতের অর্থনীতিতেও গভীরভাবে পড়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া এই সংঘাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল অভাবনীয় মাত্রায় সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে ইরানের শীর্ষ নেতৃত্বের অনেককে হত্যা করেছে, ধ্বংস করেছে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিগুওলি। তা স্বত্বেও, ইরান তার বিদ্রোহ ও সামরিক কৌশলের মাধ্যমে এখনো টিকে রয়েছে, বিশেষকরে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথ হরমুজ প্রণালি অবরুদ্ধ করে। ইরান কার্যত বিশ্ব অর্থনীতিকে অবরুদ্ধ করেছে এই কৌশলে, যার ফলে তেলের দাম আকাশচুম্বী হয়েছে। অন্যদিকে, যুদ্ধে বিরূপ প্রভাব পড়ায় ট্রাম্প প্রশাসন এখন নিজের দেশে ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তীব্র রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপের এবং সমালোচনার মুখে পড়েছে।

মধ্যপ্রাচ্যে এই যুদ্ধের কারণ কি বুঝতে হলে আমাদের বিশ্ব তেল ভান্ডারের গুরুত্ব বুঝতে হবে।

বিশ শতকের মাঝামাঝিতে ভূ-রাজনৈতিক বিতর্কে স্থির হয়ে যায় হয়ে যায়, আগামীদিনে পৃথিবীর মূল জ্বালানি হবে তেল। আর এই তেলের প্রচুর পরিমাণ মজুদ আছে মধ্যপ্রাচ্যে। ব্রিটেন-আমেরিকাসহ পশ্চিমা দেশগুলো মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুধু তেল কিনবে আর বিনিময়ে ডলারের পর ডলার খরচ করে যাবে, তা কি করে হয়? এভাবে রাজকোষ খালি করলে চলবে কি করে? সুতরাং এমন এক উপায় তৈরি করো যা মধ্যপ্রাচ্যে আফিমের নেশার মতো কাজ করবে! আর সেই নেশা হল যুদ্ধ।

বিষয়টা বুঝতে হলে একটু ইতিহাসে ফিরে যেতে হবে। মনে করুন, ব্রিটিশরা চায়ের নেশা পেয়েছিল চীনাদের কাছ থেকে। এ নেশায় পড়ে নাকি ব্রিটিশদের রাজকোষ ফাঁকা হওয়ার জোগাড়। এদিকে চীন রৌপ্যমুদ্রা ছাড়া অন্য কিছুর বিনিময়ে চা রপ্তানি করতে রাজি নয়। ফলে, চীনারা বাক্সভর্তি চা পাতা দিচ্ছে, বিনিময়ে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাচ্ছে টনকে টন রৌপ্য। বিষয়টা ব্রিটিশদের ভাবাতে লাগলো, শুধু ব্রিটিশরাই কিনবে, চীন কিনবে না, সেটা কি হতে পারে? ব্রিটিশদের রৌপ্যমুদ্রায় চীনের রাজকোষ ভারী হবে কেন? তাই এমন ফন্দি আঁটো যাতে দুজনেই কেনাকেনি করতে পারি। আমিও কিনি, তুমিও কেনো। কিন্তু এই কেনাকেনির ব্যাপারে চীন তেমন সাড়া দেয়নি। তাহলে এমন উপায় বের করো যাতে চীন কিনতে বাধ্য হবে।

ব্রিটিশরা ধুরন্ধর ব্যবসায়িক ছিল। বুদ্ধি খাটিয়ে আয়তনে বাংলাদেশের চেয়ে ছোট একটা দেশ ইংল্যান্ড পৃথিবীর অর্ধেকটার মালিক হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশরা চীনাদের ধরিয়ে দিল আফিমের নেশা। তারপর ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশরা চীনে সাড়ে ৪ হাজার টন আফিম রপ্তানি করেছিল, যা এখনকার হিসাবে সারা পৃথিবীতে ১০ বছর ধরে উৎপাদিত আফিমের সমান! তারপর চীনের রাজকোষের রৌপ্যমুদ্রা জমতে থাকল ব্রিটেনে!

চা বনাম আফিমের নেশার এই বাণিজ্য চক্রটা বুঝলে পৃথিবীর এখনকার রাজনীতির হিসাবও সহজে বুঝতে পারা যাবে। বুঝতে পারা যাবে, 'ইসলাম', 'জঙ্গিবাদ' এসব আসলে চোখের ঠুলি। পেছনে আছে কয়েক লাখ কোটি টাকার ব্যবসা!

গত বছর গ্রিনপিসের একটি প্রতিবেদন (Data How guns and oil dominate UK-Saudi Arabia relationship) বলছে, ২০১৭ সালে ব্রিটেন সৌদি আরবের কাছ থেকে ৯০০ মিলিয়ন পাউন্ডের তেল কিনেছে। ওই বছর অক্টোবর পর্যন্ত ব্রিটেন অস্ত্র বিক্রি করেছে ৮৭২ মিলিয়ন পাউন্ড! কী অদ্ভুত ভারসাম্য, তাই না?

এখনকার 'মধ্যপ্রাচ্যের সংকট'-এর সূচনা ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘর্ষ থেকে। যার বীজটা রোপন করেছিল ব্রিটেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন জেরুজালেম ও এর সংলগ্ন অঞ্চলটা তিনটা পক্ষকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল! আরবদের বলেছিল- 'এ তোমাদেরই জায়গা, তোমরাই পাবে।' ইহুদিদের বলেছিল, 'আরে, তোমাদের স্বপ্নের স্বদেশভূমি তো এখানেই হবে। অবশ্যই তুমি পাবে।' আর ফ্রান্সকে বলেছিল, ভাগাভাগিতে তোমাকে দিলাম সিরিয়া, আর আমি এই দিকটা রাখলাম, কেমন!দ

সবকিছু ঠিকমতো চূড়ান্ত হওয়ার আগেই ইউরোপ থেকে জাহাজে করে হাজার হাজার ইহুদি চলে আসতে থাকে এই অঞ্চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যা কয়েক লাখে পৌঁছায়। এই ইহুদিদের সঙ্গী ছিল ইউরোপে ভয়াবহ বিভীষিকার শিকার হওয়ার টাটকা স্মৃতি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নাৎসিরা ৬০ লাখ ইহুদিকে হত্যা করেছিল।

নিজেদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি, একটা দেশের স্বপ্ন; একটা নিরাপদ মানচিত্র তাদের টেনে এনেছিল ইসরায়েল নামের নতুন গঠিত এই রাষ্ট্রে। সেখানে হাজার হাজার বছর ধরে আরব-ইহুদিরা সুখে-শান্তিতেই ছিল। এই এলাকায় নতুন ভিড় করা এই জনগোষ্ঠীর জন্য মধ্যপ্রাচ্যে বিষয়টা জটিল আকার ধারণ করলো। নতুন ভিড় করা এই জনগোষ্ঠীর জন্য আরবদের বাধ্য করা হলো জমি ছেড়ে দিতে। ফিলিস্তিনিদের ভিটেমাটি ছাড়া করা হলো। কোণঠাসা হতে হতে এখন তারা কেবল গাজা আর পশ্চিম তীরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। ফিলিস্তিনিরা পাল্টা প্রতিরোধ হিসেবে শুরু করল গুপ্ত হামলা। বিশ্বজুড়ে আজকের দুনিয়ার ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদের পেছনে বড় ভূমিকা আছে এই অধ্যায়টির। যেটা কার্যত ছিল জমি-জমা নিয়ে বিরোধ, যার সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্কই নেই। ফিলিস্তিনিদের সেই আন্দোলনে শুরুর দিকে ছিল জমি হারানোর বিরুদ্ধে!

এবার এল দ্বিতীয় অধ্যায়, তআমেরিকা কি তেল শুধু কিনেই যাবে, মধ্যপ্রাচ্য কিছু কিনবে না? মধ্যপ্রাচ্যের তেল সম্পদ হস্তগত করতে শুরু হল আবার ফন্দি আঁটা! মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য আরব দেশগুলোকে গিয়ে আমেরিকা বলল - তোমরা 'সুন্নি' তারা 'শিয়া' ভুলে যাচ্ছ কেন? ইরান কখনোই তোমাদের বন্ধু হবে না! আগামীকাল তারা যে তোমাদের দেশ আর তেলখনিগুলো দখল করে নেবে না, তার গ্যারান্টি কি? তোমাদের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সুরক্ষিত কি? এবার আমেরিকা আরব দেশগুলোকে বলল - আমার কাছে ভালো যুদ্ধ বিমান আছে, স্বয়ংক্রিয় রাইফেল, মিসাইল, লঞ্চার, হেলিকপ্টার, ড্রোন, ট্যাংক ইত্যাদি আছে। দেশের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে আমার কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কেনো? স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেব!

ঐতিহাসিক অ্যান্ড্রু মারে 'হিস্ট্রি অব দ্য ওয়ার্ল্ড' বইতে বলেছেন, 'সাম্রাজ্যবাদ আসলে শান্তি চায় না, যুদ্ধ চায়। কারণ যুদ্ধই হচ্ছে আসল ব্যবসা!' সারা বিশ্বে যুদ্ধ বনাম শান্তি বনাম বাণিজ্যের এ এক অদ্ভুত এক চক্র। এ নিয়ে গবেষণায় সবচেয়ে বিখ্যাত সংস্থা হলো স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইন্সটিটিউট। তাদের এক প্রতিবেদনের সূত্র ধরে ইউএসএ টুডে (10 companies profiting the most from war) দেখিয়েছিল, তঽ০১৬ সালে পৃথিবীর বড় ১০০ অস্ত্র ব্যবসায়ী মিলে ৪১০ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করেছে। মাত্র ১০টি কোম্পানি পৃথিবীর অস্ত্র ব্যবসার ৫০ শতাংশ (২০৮ বিলিয়ন ডলার) নিয়ন্ত্রণ করে। এর মধ্যে ৭টি কোম্পানি আমেরিকার (লকহিড মার্টিন, বোয়িং, জেনারেল ডায়নামিকস, রেথিওন ডায়নামিকস, নর্থ্রপ গ্রুমান, এলথ্রি কমিউনিকেশন, ইউনাইটেড টেকনোলজিস)। ব্রিটেনের বা ইউরোপের তিনটি (বিএই সিস্টেম, এয়ারবাস, ফিনমেকানিকা)। এরা শুধু যুদ্ধের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করে না, যুদ্ধও নিয়ন্ত্রণ করে। যুদ্ধ বাঁধায়। রাজনীতিবিদদের ব্যবহার করে। এই কোম্পানিগুলো ২০১০ সালে ১৬৬.৪ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে মার্কিন রাজনীতিবিদদের সঙ্গে লবিবাজি ও অনুদান নামে ঘুষের পেছনে।দ এখন এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে, বুশ প্রশাসন চাপিয়ে দিয়েছিল ইরাক যুদ্ধ। আল কায়দার সঙ্গে সাদ্দাম হোসেনের কল্পিত যোগসূত্র তৈরি করে ইরাক দখল করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। এর পেছনেও তেল আর যুদ্ধের ব্যবসা। কীভাবে?

ইরাক যুদ্ধের সময় সবচেয়ে বড় আর্থিক লাভজনক প্রতিষ্ঠান হয়েছিল যার নাম 'হলিবার্টন'। সে সময় ৪০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র বিক্রির বরাত (কন্ট্রাক্ট) পেয়েছিল তারা। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের ভাইস প্রেসিডেন্ট 'ডিক চেনি' ১৯৯৫ সাল থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত এই হলিবার্টনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ছিলেন। ২০০১ সালে ভাইস প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর সেই পদ ছাড়েন। যদিও সিএনএন নিউজ চ্যানেল পরে ফাঁস করে দেয়, চেনি ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকার সময়ও বছরে দেড় লাখ ডলার হিসেবে পেতেন হলিবার্টনের কাছ থেকে! বর্তমান মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও একই পথে হাঁটছেন। গত কিছুদিন ধরে যা ঘটছে, তাতে মধ্যপ্রাচ্যে আরও বড় যুদ্ধের আভাষ পাওয়া যাচ্ছে। মুসলিমদের গালমন্দ করে ক্ষমতায় আসা ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রথম বিদেশ সফর ছিল মুসলিম দেশ সৌদি আরব। সেখানে মুসলিম দেশগুলোর সম্মেলনে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানে এরপর তিনি ১১০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র চুক্তি করেন সৌদি আরবের সঙ্গে। লকহিড মার্টিনের সঙ্গে সৌদি সরকারের এই চুক্তির দর-কষাকষি করেছেন ট্রাম্পের জামাই জ্যারেড কুশনার (সিএনএন Trump signs Kushner-negotiated $100B (audi arms deal)। হু হু করে মার্কিন অস্ত্র বিক্রি বাড়ছে মধ্যপ্রাচ্যে, এশিয়ায়। দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকা জানাচ্ছে, গত পাঁচ বছরে সৌদি আরবের অস্ত্র ক্রয় ২৭৫ শতাংশ বেড়েছে। আর ২০১৫ সালের ১৮ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সংবাদমাধ্যম নিউইয়র্ক টাইমসের একটি খবরের শিরোনাম ছিল- Sale of U.S. Arms Fuels the Wars of Arab States। তপৃথিবীতে শান্তি থাকলে অস্ত্র বিক্রি হবে না। পৃথিবীকে অশান্ত করা তাই খুব জরুরি।দ আরও অনেক হিসাব-নিকাশ আছে। আছে অনেক গুটি চালাচালি। আছে দূর থেকে কলকাঠি নাড়া। যাকে বলে ছায়া যুদ্ধ বা প্রক্সি-ওয়ার। এখন মধ্যপ্রাচ্যে এই যুদ্ধাস্ত্র ব্যবসায়ীরাই কাজে লাগাচ্ছে ধর্মকে! যে মানুষটা জিহাদের জন্য নিজের প্রাণ উৎসর্গ করছে, সে জানছেও না, দাবার ছকে সে আসলে সামনের সারির গুটি!! আমরা জানি না, পৃথিবীর এই দৃশ্যপট কবে বদলাবে?

কোট-আনকোট

এ-পক্ষ, ও-পক্ষ নয়, আমি-আমি নই, আমরা-আমরা নীতিতে বিশ্বাস রেখে আমরা যেন আমাদের কলকাতাকে সাজিয়ে তুলতে পারি।

শুভেন্দু অধিকারী, মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই nicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মালদহ জেলা পরিষদের তৃণমূল সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের সভাধিপতি ও সহকারি সভাপতির বিরুদ্ধে দলেরই একদল নির্বাচিত সদস্যরা অনস্থা আনতে ডিভিশনাল কমিশনারের দপ্তরে চিঠি দিলেন। সোমবার দুপুরে এই অনাস্থার বিষয়ে জানাজানি হতেই তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এসেছে। দলের ভাঙনের বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও এদিন অনাস্থা প্রস্তাবের স্বপক্ষে থাকা ১৭ জন জেলা পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা জানিয়েছেন, তারা তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই রয়েছেন। কিন্তু মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সরকারি কাজ নিয়ে অনিয়ম করেছেন। দলে নির্বাচিত সদস্যদের কোনরকম যোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয় নি। সেইসব পরিপ্রেক্ষিতেই অনাস্থার মাধ্যমে নতুনভাবে জেলা পরিষদের বোর্ড গঠনের দাবি জানানো হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদা জেলা পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ৪৩। যার মধ্যে তৃণমূল পেয়েছিল ৩৪টি আসন। বিজেপির দখলে ছিল ৪টি আসন এবং কংগ্রেসের দখলে ছিল ৫টি আসন। গত ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জেলা পরিষদ দখল করে তৃণমূল। সভাধিপতি হন লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং সহকারি সভাধিপতি হন এটিএম রফিকুল হোসেন। রাজ্যে তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকার পর থেকেই সভাধিপতি এবং সহকারি সভাধিপতির কাজকর্ম

নিয়ে কোনরকম অভাব অভিযোগ ওঠেনি। কিন্তু রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদল হতেই এবারেই সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের তৃণমূলের একদল নির্বাচিত সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাবের স্বপক্ষে দাঁড়িয়ে প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছে। এদিন বিক্ষুব্ধ মালদা জেলা পরিষদের নির্বাচিত সদস্য সাগরিকা সরকার জানিয়েছেন, আজকে ১৭ জন নির্বাচিত সদস্য একজোট হয়েই অনাস্থা প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেছেন। আশা করছি ১৪ দিনের মধ্যেই এই অনাস্থা প্রস্তাব ডাকবে প্রশাসন। মালদা জেলা পরিষদের শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ তথা তৃণমূল নেত্রী প্রতিভা সিংহ বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই একচ্ছত্রভাবে সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতি কাজ করে চলেছেন। তাদের পছন্দের চার থেকে পাঁচজনকে জেলা পরিষদের সমস্ত কাজ বন্টন করে দেওয়া হচ্ছে। কোনরকম জেনারেল মিটিং করা হয় না । বাজেট পেশের আগেও জেনারেল মিটিং হয় নি। অন্যান্য নির্বাচিত সদস্যদের কোনরকম ভাবেই গুরুত্বই দেওয়া হচ্ছিল না। তাই দলেরই সিংহভাগ নির্বাচিত সদস্যরা অসন্তোষ প্রকাশ করেই সভাধিপতি ও সহকারি সভাধিপতির বিরুদ্ধেই অনাস্থা এনেছেন। যদিও এ প্রসঙ্গে মালদা জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন বলেন, 'এখন যে যার মতোন সুযোগ নিচ্ছে। যেসব অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। দীর্ঘদিন ধরেই জেলা পরিষদের সমস্ত নিয়ম মেনে কাজ করা হয়েছে।' মালদা জেলা পরিষদের কংগ্রেসের বিরোধী দলনেতা আধুল হান্নান জানিয়েছেন, তৃণমূল দলের নিজেদের এখন গোলমাল শুরু হয়েছে। যার ফলে অনাস্থা প্রস্তাব আনার বিষয়টি শুনেছি। কংগ্রেস এব্যাপারে কোনও হস্তক্ষেপ করবে না। এদিকে বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক সভাপতি অজয় গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, মালদা জেলা পরিষদের তৃণমূল দলের গোষ্ঠী কোন্দলের জেরেই ভাঙনের মুখে জেলা পরিষদ। তবে এখানে বিজেপি নির্বাচিত সদস্যরা মাথা ঘামাতে যাবেন না।

স্কুলের পঠনপাঠন লাটে, প্রধান শিক্ষককে ডিম ছুড়ে প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: স্কুলের পঠন পাঠন ব্যবস্থা লাটে উঠে যাওয়ার অভিযোগ তুলেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ডিম ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানালেন সংশ্লিষ্ট এলাকার গ্রামবাসীরা। সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে মানিকচক থানার নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয় চত্বরে। রীতিমতো ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক-সহ মোট পাঁচজন শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্কুলে ঘর বন্দী করে ঘণ্টাখানেক ধরে বিক্ষোভ দেখান শতাধিক গ্রামবাসীরা। তাঁদের অভিযোগ, এই প্রাথমিক স্কুলে ১০০'র বেশি পড়ুয়া থাকলে ১০ থেকে ১৫ জনের বেশি আসে না। কারণ, নিয়মিত স্কুল হয় না। শিক্ষক ও শিক্ষিকারা ঠিকমতো হাজিরা দেন না। মিড ডে মিলও নিয়মিত পাওয়া যায় না। এরকম নানান অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। এবিষয়ে আগেও সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করা হয়েছিল। কিন্তু স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কোনরকম ভাবে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেয় নি। দিনের পর দিন এই স্কুলের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা অবহেলিত হয়ে পড়ার কারণেই ক্ষোভের সঞ্চার হয় গ্রামবাসীদের মধ্যে। অবশেষে এদিন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ডিম ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানিয়ে ঘরবন্দী করে রাখা হয়। পরে অবশ্যই এই ঘটনার খবর পেয়ে ওই এলাকায় পৌঁছায় মানিকচক থানার পুলিশ। বিক্ষোভকারী গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ। এদিন বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করেন, দিনের পর দিন এই স্কুলে পড়াশোনা হয় না। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এসে গল্পে ব্যস্ত থাকেন। মাঝেমধ্যেই ক্লাস ঘরের আশেপাশে আজেবাজে সব জিনিস পড়ে থাকছে। কখনো উদ্ধার হচ্ছে মদের বোতল, তো কন্ডমের

প্যাকেট। এর থেকে আর লজ্জার কি হতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে এই অনিয়মের জেরেই অসন্তোষ তৈরি হয়েছে গ্রামবাসীদের মধ্যেই। এদিন স্কুলে অনেক দেরিতেই ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এসে পৌঁছায়। আর তারপরেই শুরু হয় বিক্ষোভ। তাদের প্রথমে একটি ক্লাস ঘরে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর প্রধান শিক্ষককে লক্ষ্য করে একাধিক মহিলারা একের পর এক ডিম ছুঁড়ে প্রতিবাদ জানান। এবিষয়ে হরিপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়েরর ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আমরুল হোসেন বলেন, 'রীতিমতো পরিকল্পনা করেই আমার ওপর ডিম ছুঁড়ে হামলা চালানো হয়েছে। এই ঘটনার পিছনে এই নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দেবাশিস মণ্ডলের ষড়যন্ত্র রয়েছে। কারণ স্কুলের কিছু কাজ যেটা পঞ্চায়েত থেকে করা হচ্ছিল তা নিম্নমানের হাওয়ায় প্রতিবাদ করেছিলাম। তারই প্রতিশোধ নিতেই এই ভাবেই কিছু গ্রামবাসীদের উস্কে দিয়েই আমার উপর হামলা চালানো হয়েছে।' পুরো বিষয়টি নিয়ে পুলিশকে অভিযোগ জানানো হবে। নাজিরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল দলের প্রধান দেবাশিস মণ্ডল বলেন, 'স্কুলের পঠন-পাঠন ব্যবস্থা লাটে উঠেছে। মিড ডে মিলের অনিয়ম-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভ দেখিয়েছে। আর নিজেদের দোষ ঢাকতেই এখন আমার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন দোষারোপ করা হচ্ছে।'

দলের রাশ অন্নদের হাতে দিতে চান না এনসিপিআই প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: এনসিপিআই-এর ফাউন্ডার পরিষ্কার বললেন, তিনি জানতেনই না বিক্ষুব্ধ সাংসদেরা তার দলে যোগ দিতে চাইছেন। পরে তিনি জেনেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়, সংবাদমাধ্যম সহ অন্যান্যদের কাছ থেকে। পরবর্তীতে আলোচনার মাধ্যমে তাদের দলে নিতে আপত্তি নেই বলে তিনি জানিয়েছেন। তবে দলের রাশ অন্যদের হাতে তিনি দিতে চাননা। দলের কেউ কেউ সেই কৌশল করছে বলেও এদিন অভিযোগ করেছেন ফাউন্ডার শান্তনু দে। শুধু তাই নয়, দলে আগে তাদের আলোচনা হতে হবে, তারপর পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তাদের দলের মধ্যে প্রেসিডেন্ট শিউলি কুণ্ডু একতরফাভাবে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সে একতরফা কাউকে যোগ দেওয়াতে পারবে না। দল তৈরি হওয়ার পর ত্রিপুরা নির্বাচনে তারা লড়াই করেছিলেন তারপর থেকে আর্থিক কারণে আর লড়াই করতে পারেননি কোনও নির্বাচনে। এই সাংসদরা এসে গেলে তাদের দলের গুরুত্ব বাড়বে তারা যে মানুষের অধিকার নিয়ে কাজ করে সেই অধিকার নিয়ে কাজ করার পরিসর বাড়বে সে কথা মানলেও এখনো পর্যন্ত আলোচনা পর্যাপ্ত না হলে পরিষ্কার করে বলতে পারছেন না আগামীতে কি হবে।

জনকল্যাণ শিবির পরিদর্শনে বিরাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, গঙ্গারামপুর: সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্প ও পরিষেবাগুলো ঠিকঠাকভাবে পৌঁছাচ্ছে কিনা এবং তার পরিকাঠামো কেমন রয়েছে, তা খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সফরে এলেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। সোমবার জেলার গঙ্গারামপুর ব্লকের ঠেঙ্গাপাড়া এবং কুশমন্ডি ব্লকের জামবাড়ি এলাকায় আয়োজিত জনকল্যাণ শিবিরে উপস্থিত হন তিনি। সেখানে পৌঁছে শিবিরের বিভিন্ন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি, পরিষেবা নিতে আসা সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন মন্ত্রী। সরকারি প্রকল্পগুলো পেতে তাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা, সে বিষয়েও খোঁজখবর নেন তিনি। ঠেঙ্গাপাড়া এলাকায় এদিনের এই পরিদর্শন কর্মসূচিতে প্রতিমন্ত্রীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন গঙ্গারামপুরের মহকুমা শাসক (এসডিও) অভিষেক শুক্লা, গঙ্গারামপুর ব্লকের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল এবং কুশমন্ডির বিধায়ক তাপস চন্দ্র রায়-সহ প্রশাসনের অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা।

বউ চুরির অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাড়োয়া: অভিনব চুরির অভিযোগ তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। এতদিন চাল চুরি, চাকরি চুরি, কয়লা চুরি, গোরু চুরি-সহ একাধিক চুরির অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে। এবার বৌ চুরির মত বিরলতম চুরির অভিযোগ উঠলো ঘাস ফুলের নেতা হাড়োয়ার ফিরোজ মোল্লা'র বিরুদ্ধে। এমন ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ধিক্কার জানিয়ে বিজেপি থেকে অন্যান্য দলের সকল নেতারাই। অভিযোগ আইএসএফ কর্মীর স্ত্রীকে জোর করে চুরি করে নিয়ে নিয়েছে ওই তৃণমূল নেতা। প্রতিবাদ করায় মারধর করে রক্তাক্ত করা হয়েছে আইএসএফ কর্মী আব্বাস আলিকে। আক্রান্ত আইএসএস কর্মীকে হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করানো হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার সোনাপুকুর শংকরপুর এলাকায়। আইএসএফ কর্মী আব্বাস আলির অভিযোগ, 'তৃণমূল জামানায় ক্ষমতার আস্ফালনে স্থানীয় তৃণমূল নেতা ফিরোজ মোল্লা তাঁর স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে রেখে দিয়েছে। ঘটনাটি প্রায় ১৪ মাস হয়ে গেছে। সেই সময় বারবার আব্বাস আলি স্ত্রীকে আনতে গেলে তাকে খালি হাতেই ফিরতে হয়েছে। তৃণমূল জামানায় তৃণমূল নেতার ভয়ে কিছুই করতে পারেনি। সরকার বদলের পর রবিবার সন্ধ্যায় তৃণমূল নেতার বাড়ি গিয়ে প্রতিবাদ করে নিজের স্ত্রীকে আনতে গেলে তাকে ধরে মারধর ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ।' আইএসএফ কর্মী আব্বাস আলী এই ঘটনায় ফিরোজ মোল্লার কঠোরতম শাস্তির দাবি করেছে। এবং নিজের স্ত্রীকে ফিরে পেতে চাইছে। যদিও এই ঘটনায় অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা ফিরোজ মোল্লার কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। ঘটনায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে রাজ্যের শাসক দল বিজেপির হাড়োয়া মণ্ডলের ভাইস প্রেসিডেন্ট পার্থ চ্যাটার্জি। তিনি জানান, 'প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নিলে, আমাদের কাছে আসলে আমরা দলগতভাবে তার পাশে থেকে সবরকম আইনি সাহায্য দেব।'

রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে আগুন জ্বালিয়ে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাসনাবাদ: বেহাল রাস্তা সারাইয়ের দাবিতে রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো টোটো ও অটো চালকদের সাথে নিত্যযাত্রীরাও। ঘটনাটি হাসনাবাদ ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, হাসনাবাদ থেকে শুলকুনি পর্যন্ত যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা দীর্ঘ ৪-৫ বছর ধরে বেহাল দশা। এলাকার মানুষ থেকে শুরু করে নিত্যযাত্রীরা এবং গাড়ি চালকরা বহুবার স্থানীয় তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতকে জানিয়েও কোন সূরা হয়নি। নতুন সরকারও কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না।

নদীতে স্নানে নেমে আরামবাগ মৃত ২ ছাত্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আবারও দুই স্কুল ছাত্রের এক সাথে দ্বারকেশ্বর নদীর জলে ডুবে মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া এলাকায়। স্কুল যাওয়ার নাম করে নদীতে স্নান করতে যায় তিন জন স্কুল ছাত্র। তারা তিন জনই বন্ধু। এর মধ্যে দ্বারকেশ্বরে ডুবে মৃত্যু হয় দুই ছাত্রের। আর আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি হয় এক বন্ধু। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুরে আরামবাগের কালীপুর রেল ব্রিজ সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদীতে। মৃত দুই কিশোরের নাম দেবরাজ ধারা, নবম শ্রেণির ছাত্র। সে আরামবাগ সিবিএসই স্কুলের ছাত্র এবং সুমন ভক্ত, সে ক্লাস দশম শ্রেণির ছাত্র। সে আরামবাগ হাই স্কুলের ছাত্র। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন শুভদীপ টুডু ক্লাস। সে সিবিএসই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্র। তিনজনেরই বাড়ি আরামবাগের কোটপাড়া এলাকায়। জানা গিয়েছে, প্রবল গরমের কারণে এদিন তারা স্কুলে না গিয়ে ঘোরাঘুরি করতে বের হয়। পরে কালীপুর রেল ব্রিজ সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদীর ধারে বসে ছিল তারা। একসময় দেবরাজ ও সুমন নদীতে স্নান করতে নামে। নদীতে নামার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা তলিয়ে যেতে শুরু করে। বন্ধুদের বাঁচাতে নদীতে ঝাঁপ দেয় শুভদীপও।

চাষের কাজ সামলেই মানুষকে পরিষেবা দিতে অনড় মোস্তাফিজুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমকল: নির্বাচনে জিতে বিধানসভার চৌকাঠ ডিঙিয়ে দলের শূন্য কাটিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় সিপিএমের প্রতীকে একমাত্র জয়ী প্রার্থীও হয়েছেন তিনি। কিন্তু গা থেকে মাটির গন্ধ যায়নি। বরং বলা যেতে পারে মাটির গন্ধ মুছতে দেননি। সকাল হলেই লুঙি পড়ে গামছা কাঁধে চলে যাচ্ছেন মাঠে। একবেলা নিজের কলাবাগানে ঘাম বের করেই বাড়ি ফিরছেন ডোমকল থেকে জয়ী সিপিএম প্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমান ওরফে রানা। 'মেহনতি মানুষের প্রতিনিধি' এই শধবন্ধ যে লাল দুর্গের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে নিজের কর্ম দিয়েই বুঝিয়ে দিচ্ছেন ডোমকলের 'কাছের মানুষ' রানাভাই। নিজের বসত বাড়ির দরজা চব্বিশ ঘন্টা খোলা রেখেছেন। কোনও নিরাপত্তার ঘেরা টোপ নেই। চৌকাট ডিঙোতে অনুমতিরও প্রয়োজন নেই। যেকোন সমস্যায় বিধানসভার মানুষকে সাহায্য করতে কারও রাজনৈতিক রঙ দেখছেন না। মহিলাদের অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম ফিলাপ করে দিচ্ছেন বাড়িতে বসেই। ডোমকলে থাকলে রোজ সকাল সন্ধ্যা চায়ের দোকানে আড্ডা দিচ্ছেন বাম বিধায়ক। একসময় মুর্শিদাবাদ জেলায় ডোমকল বিধানসভা বাম দুর্গ হিসেবেই পরিচিত ছিল। এই ডোমকল থেকে পাঁচ বারের জয়ী সিপিএম বিধায়ক আনিসুর রহমান বামফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীও ছিলেন। ২০২১ সালে ডোমকল থেকে প্রথমবার বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন মোস্তাফিজুর রহমান। কিন্তু তৃণমূল প্রার্থী জাফিকুল ইসলামের কাছে ৪৭ হাজার ২০৫ ভোটে পরাজিত হন। জাফিকুল পেয়েছিলেন ১লক্ষ ২৭ হাজার ১৭৩ ভোট। প্রদত্ত ভোটের ৫৬.৫৪ শতাংশ। মোস্তাফিজুর রহমানের প্রাপ্ত ভোট ৭৯ হাজার ৯৬৮। শতাংশের হিসেবে ৩৫.৫৭ শতাংশ। ২০২৬ সালে ফের মোস্তাফিজুরকে টিকিট দেয় সিপিএম। তৃণমূল প্রার্থী হুমায়ুন কবীর (আইপিএস)কে ১৬ হাজার ২৯৬ ভোটে পরাজিত করে নির্বাচিত হন। মোস্তাফিজুরের প্রাপ্ত ভোট ১লক্ষ ৭ হাজার ৮৮২। পাঁচ বছর পর ফের ডোমকল সিপিএমের দখলে আসে। শুধু তাই নয় ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএমের প্রতীকে একমাত্র জয়ী প্রার্থী হন তিনিই। মোস্তাফিজুর ডোমকল শুধু পুনরুদ্ধার করেছেন তাই নয়। একমাসেই মানুষের মনেও জায়গা করে নিয়েছেন। বিধায়কের সাহায্য নিতে এসে কেউ হতাশ হচ্ছেন না। ডোমকলে থাকলে বাড়িতে, চায়ের দোকানে দেখা মিলছে। বিধায়কের কাছে এসেছিলেন মিলন শেখ। তিনি বলেন, 'কোনও বাধা নেই। দেখা করলাম। সমস্যার কথা বললাম। স্থানীয় বিধায়ক পেয়ে আমরা খুশি।' গাজি রহমান বলেন, 'আগের সরকারের আমলে ডোমকল বোমকল হয়ে উঠেছিল। এবার শান্তি ফিরবে। আমরা খুশি।' বাম বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'চব্বিশ ঘণ্টা রাজনীতি করি। পৈতৃক কিছু জমি আছে। শ্রমিক দিয়ে কাজ করাই। নিজেও কৃষি কাজে হাত লাগাই। জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধি আমি। তাই জনগণের পাশে থাকায় আমার দায়িত্ব কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

ফর্ম নং ইউআরসি-২

আইনের XXI অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে নিবন্ধনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন

[কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ৩৭৪(খ) এবং কোম্পানি (নিবন্ধনের জন্য অনুমোদিত) বিধিমালা, ২০১৪-এর বিধি ৪(১) অনুসারে]

১. এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া যাচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব- সেকশন (২) অনুসারে, এই বিজ্ঞপ্তির পনেরো দিন পরে কিন্তু ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার আগে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিনকোড- ১২২০৫০-এ অবস্থিত নিবন্ধকের কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যাতে মেসার্স ভিজিপিএল নেভিগেশন এলএলপি (LLPIN AAK 7055), একটি সীমিত দায়বদ্ধতা অংশীদারি প্রতিষ্ঠানকে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর XXI অধ্যায়ের পার্ট ১-এর অধীনে শেয়ার দ্বারা সীমিত একটি কোম্পানি হিসেবে নিবন্ধন করা যায়।

২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিচে দেওয়া হলো-

এই কোম্পানিটি মেসার্স ভিজিপিএল নেভিগেশন এলএলপি-র রূপান্তরের ভিত্তিতে গঠিত হচ্ছে, যার নিবন্ধিত কার্যালয় হলো ইউএনএফ-২৬, ২য় তলা, উন্নয়ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা- ৭০০০৭৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত এবং এর ব্যবসা, এর সমস্ত সম্পদ, দায়, অধিকার, লাইসেন্স, বাধ্যবাধকতা এবং সম্পত্তি সহ এনটাইটেলমেন্টগুলি একটি চলমান ব্যবসা হিসেবে কোম্পানিতে স্থানান্তরিত এবং ন্যস্ত হচ্ছে।

শিপিং এবং অন্যান্য শিল্প জুড়ে ভারত এবং আন্তর্জাতিকভাবে, আইটি-সক্ষম পরিষেবাগুলি যেমন ব্যাক-অফিস সমর্থন, ওয়েব সমর্থন, আর্থিক এবং ব্যবসায়িক বিশ্লেষণ, বাজার গবেষণা, অ্যাকাউন্টিং, পেরোল, ইনভেন্টরি ম্যানেজমেন্ট, কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট, শিপিং এবং লজিস্টিক সাপোর্ট সহ সমস্ত প্রক্রিয়া, উপ-প্রক্রিয়া, লেনদেন এবং ব্যবসায়িক কার্যকলাপ সহ আউটসোর্সিং পরিষেবা প্রদানের ব্যবসা পরিচালনা করা এবং বিশেষ বিশ্লেষণাত্মক দক্ষতা এবং শিল্পের দক্ষতা প্রয়োজন এমন পরামর্শ এবং ডোমেন-ভিত্তিক পরিষেবা প্রদান করা।

৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি কপি ইউএনএফ-২৬, ২য় ফ্লোর, উন্নয়ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ১০৫০/১, সার্ভে পার্ক, সন্তোষপুর, কলকাতা-৭০০০৭৫, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত-এ অবস্থিত অফিসে কাজের দিনগুলিতে সকাল ১০.০০ টা থেকে দুপুর ০২.০০ টার মধ্যে পরিদর্শন করা যেতে পারে।

৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, এই আবেদনে আপত্তিকারী কোনো ব্যক্তি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড- ১২২০৫০-এ অবস্থিত নিবন্ধকের কাছে লিখিতভাবে তাদের আপত্তি জানাতে পারেন, যার একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে পাঠাতে হবে।

ভিজিপিএল নেভিগেশন এলএলপি-এর পক্ষে ও নিমিত্তে
স্বা/-
কল্যাণ ব্যানার্জী
মনোনীত অংশীদার
DPIN: 05128654

তারিখ: ১৬.০৬.২০২৬
স্থান: কলকাতা

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

কেন্দ্রীয় সরকার,
কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে

সংশ্লিষ্ট **আইশী ভিনট্রেড এলএলপি** এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ এবং ধারা ১৩(৩) বিষয় সম্পর্কিত- রেজিস্টার্ড অফিস সন্দীপ অ্যাপার্টমেন্ট ৩ আরডি-এফআর, এফএল -০৬, ৭৯এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, কালীঘাট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৬

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, রেজিস্টার্ড অফিস আরওসি কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন ''পশ্চিমবঙ্গ'' রাজ্য থেকে আরওসি ব্যাঙ্গালোর অধিক্ষেত্র অধীন 'কর্নাটক' রাজ্যে স্থানান্তর জন্য ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) অধীনে কোম্পানি রেজিস্ট্রার , কলকাতা এর নিকট এলএলপি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

যেকোনও ব্যক্তির এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বয়ং বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে **কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা** সমীপে এবং একটি কপি আবেদনকারী এলএলপির রেজিস্টার্ড অফিসে উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

আইশী ভিনট্রেড এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
জ্যোতি কাঁদোই
(ডেজিগনেটেড পার্টনার)
ডিপিআইএন : ০৮৯৪৮৮১৬

তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

কেন্দ্রীয় সরকার,
কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা সমীপে

সংশ্লিষ্ট **ইন্দুজা কমোসেলস এলএলপি** এবং ২০০৯ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ রুলসের রুল ১৭ এবং ধারা ১৩(৩) বিষয় সম্পর্কিত- রেজিস্টার্ড অফিস সন্দীপ অ্যাপার্টমেন্ট ৩ আরডি-এফআর, এফএল -০৬, ৭৯এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি, কালীঘাট, কলকাতা , পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০২৬

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, রেজিস্টার্ড অফিস আরওসি কলকাতা অধিক্ষেত্র অধীন ''পশ্চিমবঙ্গ'' রাজ্য থেকে আরওসি ব্যাঙ্গালোর অধিক্ষেত্র অধীন 'কর্নাটক' রাজ্যে স্থানান্তর জন্য ২০০৮ সালের লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ আইনের ধারা ১৩(৩) অধীনে কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা এর নিকট এলএলপি এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।

যেকোনও ব্যক্তির এলএলপি এর রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে স্বয়ং বা রেজিস্টার্ড ডাকে হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১(একুশ) দিনের মধ্যে **কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা** সমীপে এবং একটি কপি আবেদনকারী এলএলপির রেজিস্টার্ড অফিসে উক্ত ঠিকানায় পাঠাতে পারেন।

ইন্দুজা কমোসেলস এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
নরান্দর কাঁদোই
(ডেজিগনেটেড পার্টনার)
ডিপিআইএন : ০৮৯০৮৫১৬

তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা

শালিমার ওয়ারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি.
CIN : L74140WB1996PLC081521
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৫, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ, কলকাতা - ৭০০০১৩
ফোন : ৯১-৩৩-২২৩৪৯৩০৮/০৯/১০, **ফ্যাক্স** - ৯১-৩৩-২২১১ ৬৮৮০
ই-মেল আইডি : secretarial@shalimarwires.com
ওয়েবসাইট : www.shalimarwires.com

ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা সংক্রান্ত শেয়ারহোল্ডারদের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 এবং ৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের সার্কুলার নং SEBI/HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026-এর পরিপ্রেক্ষিতে, কোম্পানির সকল শেয়ারহোল্ডারকে জানানো যাচ্ছে যে, ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের আবেদন পুনরায় জমা দেওয়ার জন্য একটি 'বিশেষ উইন্ডো' খোলা হয়েছে। এই সুবিধাটি ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত; অর্থাৎ এক বছরের জন্য কার্যকর থাকবে। এই সুযোগটি সেইসব আবেদনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যা ১ এপ্রিল, ২০১৯-এর সময়সীমার আগে জমা দেওয়া হয়েছিল এবং নথিপত্র বা প্রক্রিয়াজনিত ত্রুটি কিংবা অন্য কোনো কারণে তা প্রত্যাখ্যান বা ফেরত পাঠানো হয়েছিল অথবা যার ওপর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। যেসব বিনিয়োগকারী ৩১ মার্চ, ২০২১ (হস্তান্তর দলিল পুনরায় জমা দেওয়ার চূড়ান্ত সময়সীমা বা 'কাট-অফ ডেট') এবং ৬ জানুয়ারি, ২০২৬-এর সময়সীমা অতিক্রম করেছেন, তাঁদের এই সুযোগটি কাজে লাগানোর জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। এর জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট; মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রা. লি. ২৩, আর. এন. মুখার্জি রোড, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০০১ ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

এই বিষয়ে শেয়ারহোল্ডারদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকলে তাঁরা কোম্পানির নিবন্ধিত কার্যালয়ে চিঠি পাঠিয়ে অথবা kejriwal@shalimarwires.com-এ ইমেল করে কোম্পানি সচিবের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

শালিমার ওয়্যারস ইন্ডাস্ট্রিজ লি. -এর পক্ষে
এস. কে. কেজরিওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি
এসিএস ১০০৩১

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫ জুন, ২০২৬

ডব্লিউপিআইএল লিমিটেড
CIN : L36900WB1952PLC020274
রেজি. অফিস : গদরেজ জেনেসিস, অফিস নং ১৪০৪, ১৫তম তল
সল্টলেক, সেক্টর ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
ফোন : +৯১ ০৩৩ ৪০৫২ ৬০০০
ইমেল : uchakravarty@wpil.co.inওয়েবসাইট : www.wpil.co.in

শেয়ার হস্তান্তর অনুরোধের নতুন নথিভুক্তি/ পুনরায় নথিভুক্তির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সেবি সার্কুলার নং এইচও/৩৮/১৩/১১(২)২০২৬- এমআইআরএসডি- পিওডি/১/৩৭৫০/২০২৬ তারিখ ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ অনুযায়ী কোম্পানিকে শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ এর নতুন নথিভুক্তি/পুনরায় নথিভুক্তির জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বিশেষ ব্যবস্থা ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে কেবল ১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে দাখিল করা হয়েছিল হস্তান্তর অনুরোধ করে এবং যেগুলি ১ এপ্রিল ২০১৯ এর পূর্বে দাখিলকৃত না হয়ে থাকলেও এবং মূল শেয়ার সার্টিফিকেট এর জন্য সুবিধা পাওয়া যাবে। উপযুক্ত শেয়ারহোল্ডারগণ শেয়ার হস্তান্তর অনুরোধ প্রয়োজনীয় নথি সহ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড, ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ২য়তল, কলকাতা ৭০০০৪৫ এর নিকট পাঠাতে পারেন।

অনুগ্রহ করে অবগত হোন যে সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহ বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণকারীর নিকট কেবল ডিমাট আকারেই জমা হবে এবং হস্তান্তর নথিভুক্তির তারিখ থেকে এক বছরের জন্য লক ইন মেয়াদে থাকবে। সংশ্লিষ্ট শেয়ারসমূহ হস্তান্তর/লিয়েন মার্কড/দায়বদ্ধ করা যাবে সংশ্লিষ্ট লক ইন মেয়াদের সময়ে।

সক্ষম নিবেশক- দ্বিতীয় ১০০ দিনের অভিযান - আইইপিএফ কর্তৃপক্ষের তরফে

ইনভেস্টর এডুকেশন অ্যান্ড প্রোটেকশন ফান্ড অথরিটি দ্বিতীয় ১০০ দিনের ''সক্ষম নিবেশক'' প্রচারাভিযানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে ১ এপ্রিল ২০২৬ থেকে ৯ জুলাই ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত যেসকল শেয়ারহোল্ডার যাদের ডিভিডেন্ড(সমূহ) অপ্রদেয়/অদাবিকৃত এবং আপনার গ্রাহককে জানুন (কেওয়াইসি)/অন্যান্য বিস্তারিত এখনও হালনাগাদ করেননি তাদের সচেতনতার জন্য।

এর সঙ্গে কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণ ডিভিডেন্ড অপ্রদেয়/অদাবিকৃত বা কেওয়াইসি বিস্তারিত হালনাগাদ নেই তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে কোম্পানির আরটিএ এর নিকট উল্লিখিত ঠিকানায় জানাতে। বিকল্পভাবে, স্বাক্ষর করা নথিগুলি ইমেল করতে হালনাগাদ করা আরটিএ এর ইমেল আইডি - 'mcssta2012@gmail.com' পাঠাতে পারেন।

ডব্লুপিআইএল লিমিটেডের পক্ষে
স্বা/-
ইউ চক্রবর্তী
জেনারেল ম্যানেজার (ফিনান্স)
এবং কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫ জুন ২০২৬

ফর্ম জি
উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান
চেন্নাই, বেঙ্গালুরু, মুম্বই, এরনাকুলম, কানপুর, দিল্লি, গুরুগ্রাম, কলকাতায়
মাল পরিবণ এবং ফরওয়ার্ডিং
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সেনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত		
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**মেসার্স উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড** CIN: U61100TN2001PTC046793
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	রেজি ঠিকানা এবং মূল ঠিকানা : নং ৫৬/৫৭ ৪র্থ তল, রাজাজি সালাই, চেন্নাই, তামিলনাড়ু, ভারত ৬০০০০১ ব্যবসার অতিরিক্ত স্থান (জিএসটিআইএন অনুযায়ী) ১. চেন্নাই ২. বেঙ্গালুরু ৩. মুম্বই ৪. এরনাকুলম ৫. কানপুর ৬. দিল্লি ৭. গুরুগ্রাম ৮. কলকাতা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা উল্লিখিত ক্ষেত্রগুলিতে ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	প্রযোজ্য নয়
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত তার বিস্তারিত	নং ৫৬/৫৭, ৪র্থ তল, রাজাজি সালাই, চেন্নাই, তামিলনাড়ু ভারত ৬০০০০১
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/ পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	প্রযোজ্য নয়
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	১০২
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী ইউআরএল প্রাপ্ত :	https://tinyurl.com/y8d75dak
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে ইউআরএল প্রাপ্ত	https://tinyurl.com/ycx5bzwn
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	০১.০৭.২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	১১.০৭.২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬.০৭.২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৬.০৭.২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	৩১.০৭.২০২৬
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৩০.০৮.২০২৬
১৬.	ইওআই দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	wizlogtechptltd.ibc@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাসের বিস্তারিত	UDYAM-TN-02-0049488

স্বা/-
আর. ভেঙ্কটাকৃষ্ণান
প্রস্তাব পেশাদার
IBBI/IPA-001/IP-P00115/2017-18/10250
রাজপরিস ত্রিমেনি টাওয়ারস, ২য় তল, ১৪৭, জি এন চেট্টি রোড, চেন্নাই - ৬০০ ০১৭
যোগাযোগ নম্বর - ৯৮৪০৮১৩৯১৮
উইজ লগটেক ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
তারিখ : চেন্নাই | স্থান : ১৫.০৬.২০২৬

‘জনতার দরবারে’ বৃদ্ধ দম্পতির আবেদনে সাড়া উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের

মৃণালজিৎ গোস্বামী ● সিউড়ি

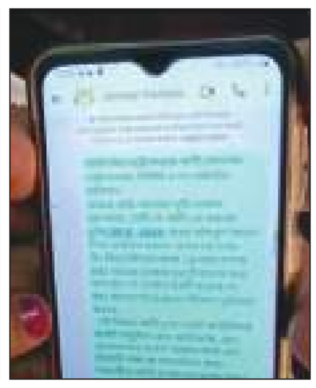

পৌরসভার থেকে প্রশাসনিক দপ্তর, কাউন্সিলর থেকে থানা সর্বত্রই ছুটেছেন। কিন্তু কোনও সুরাহা পাননি বৃদ্ধ দম্পতি, অবশেষে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রী তথা সিউড়ির বিধায়কের তৈরি করে দেওয়া ‘জনতার দরবারে’ হোয়াটসঅ্যাপে নিজেদের সমস্যার কথা লিখে সমাধানের আবেদন জানালেন রিনা চট্টোপাধ্যায় এবং সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় নামে বৃদ্ধ দম্পতি। সিউড়ি ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা রিনা চট্টোপাধ্যায় এবং সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগ করে বলেন, ‘২০১০ সালে তাঁরা হাঁড়ি সংলগ্ন দুটি দোকান ঘর স্থানীয় হাসিবুর রহমান নামে ব্যক্তিকে ভাড়াও দেন ২০২৪ সাল পর্যন্ত চুক্তির মেয়াদ ছিল। ১৪ বছরের চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও তারা দোকান ঘর দুটি জবরদখল করে রাখে বলে বৃদ্ধ দম্পতির অভিযোগ। বারবার দোকান ঘর ছেড়ে দেওয়ার কথা জানালে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয় বলে অভিযোগ জানান বৃদ্ধ দম্পতি। ওই ব্যাপারে অসহায় বৃদ্ধ দম্পতি প্রথমে স্থানীয় পরিচিতদের মাধ্যমে সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেও, কোনও কাজ হয়নি। বৃদ্ধ দম্পতি এক প্রকার বাধ্য হয়ে সিউড়ি পৌরসভার পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কাজি ফরজউদ্দিনকে পুরো বিষয়টি জানালেও, সমস্যার সুরাহা তো করেননি তিনি বিরোধী পক্ষের হয়েও সওয়াল করেন বলে অভিযোগ। পরে দোকান ঘর উদ্ধারের আশায় আইনি সহায়তা চেয়ে সিউড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। কিন্তু সেখানেও তারা বিফল হন, থানা থেকে সমস্যার সমাধানের জন্য গড়িমসি করা হয় বলে অভিযোগ দম্পতির। ইতিমধ্যেই রাজ্যে পালাবদল হয়েছে, তাই নতুন আশায় বুক বেঁধে দোকান ঘর উদ্ধারে বিধায়কের কাছে সমস্যার কথা জানাবেন ঠিক করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু তার আগেই রাজ্যের উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী তথা সিউড়ির বিধায়ক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বিধানসভার এলাকার জনসাধারণের কথা মাথায় রেখেই বিধানসভা এলাকার যেকোনো সমস্যা অভিযোগ সরাসরি জানাতে ও দ্রুত সমাধানের জন্য খুলেছেন হোয়াটসঅ্যাপ হেল্প লাইন ‘জনতার দরবার’। সূত্র মারফত হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে (৮০০১১১১২৮৫) নিজেদের সমস্যার জানানোর কথা জানতে পেরে বিধায়কের উদ্দেশ্যে সমস্যার সমাধানের জন্য হোয়াটসঅ্যাপে বুকে একরাশ আশা নিয়ে ‘জনতার দরবারে’ লিখিত অভিযোগ জানান এই বৃদ্ধ দম্পতি। মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় অভিযোগটি পেয়ে ভাড়াটিয়া এবং মালিকের সমস্যা জেনে পুলিশকে বিষয়টি দেখার নির্দেশ দিয়েছেন বলে সূত্রের খবর। এখন দেখার জনতার দরবারের মাধ্যমে বৃদ্ধ দম্পতির মূল সমস্যার সমাধান কবে হয়।

রাজনীতি খুব কঠিন জিনিস: সৌমিত্র খাঁ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: রবিবার পূর্ব বর্ধমানের বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে সংবাদ মাধ্যমে মুখোমুখি হন বিষ্ণুপুরের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। তিনি বলেন, ‘রাজনীতি খুব কঠিন জিনিস। বুঝতে পারলে খুবই ভালো, নাহলে জীবনকালেও আর বোঝা যায় না।’ তৃণমূল প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, ‘তৃণমূল প্রসঙ্গ এবং দুর্নীতি এটা হচ্ছে সমার্থক শব্দ। মানুষ বুঝে গিয়ে বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। অতিরিক্ত টাকা-টাকা করলে একটা দলের শেষ পরিণতি হবে।’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রসঙ্গে সৌমিত্র বলেন, ‘১৬ সালে যখন দেখলেন যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দলের ব্যাটন নিয়েছেন, এই ব্যাটনটা একটা ব্যবসায়ীর ব্যাটন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে জেলে যাওয়া উচিত। এইবার প্রশাসন এবং আদালত গোটা ব্যাপারটা দেখছে।’ সৌমিত্র খাঁর আরও বলেন, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে মুড়ির-টিনে করে অনুব্রত মণ্ডল টাকা পাঠিয়ে দিত। কে পয়সা ভাগাভাগি খায়নি? বর্ধমানের খোকন সেও কাঁরি টাকার মালিক। বাকি হলো রবি, স্বপন দেবনাথ, তাঁদেরও একই অবস্থা।’ তিনি এও বলেন, ‘অদ্ভুত একটা পশ্চিম বাংলায় রাজনীতিবিদদেরকে বিশ্বাস করা খুব কঠিন একটা সময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা জিনিস যেটা বোঝা যাচ্ছে,ভারতীয় জনতা পার্টি নিশ্চিত করে বলতে পারে ভারতীয় জনতা পার্টি কোনও তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীকে জয়েন করায়নি এবং দুর্নীতিগ্রস্ত কাউকে জয়েন করাবে না।’ সৌমিত্র জানান, ‘বিধায়কদের প্রশিক্ষণ হচ্ছে, কার্যকর্তাদের প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে। দল সাংগঠনিক দল, ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত একই কথা বলে।’

ডানকুনিতে আবর্জনা ফেলার বিরোধিতায় স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ স্থানীয় লোকজন তৃণমূল পরিচালিত ডানকুনি পুরসভায় একাধিক বার অভিযোগ জানানোর পরেও অস্থায়ী ভ্যাট বন্ধে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। লোকালয়ের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে জমছিল আবর্জনার ভ্যাট। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হতেই ডানকুনি পুরসভার ১১, ১২ নম্বর ওয়ার্ডে দিল্লি রোড চৌমাথা লাগোয়া এলাকায় আবর্জনা ফেলা বন্ধ করে দেন স্থানীয়রা। দলমত নির্বিশেষে স্থানীয়রা এগিয়ে এসে আবর্জনা ফেলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। রবিবার স্থানীয় মানুষের বাধার মুখে পড়ে ভ্যাট ফেলতে এসে ফিরে যায় বেশ কয়েকটি ট্রাক। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, অনেক বছর ধরে লোকালয় ও বাজারের মধ্যে অস্থায়ী ভ্যাট চলছে। আশপাশে বাজার, দোকান, স্কুল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও দমকল কেন্দ্র রয়েছে। ফলে, নিত্য মানুষের ভোগান্তি বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাতাসে দূষণ ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ। কয়েক দিন আগে ভ্যাটে আগুন লেগে যায়। তাতে লোকালয়ে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। দমকলের দু’টি ইঞ্জিন এসে আগুন আয়ত্তে আনে। সাধারণ মানুষের অভিযোগ, নানা সময়ে স্থায়ী বর্জ্য ফেলার কেন্দ্র তৈরির বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিলেও, সেটা পূরণ করেননি কেউ। তাঁরা দূষণমুক্ত পরিবেশের দাবি তুলেছেন। শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সহ-সভাপতি তথা ডানকুনি পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান দেবাশিস মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত মাজি এদিন ডানকুনি থানায় গিয়ে পুলিশের সঙ্গে কথা বলেন।

খড়্গপুরে পিআইবি-র কর্মসূচি

পরিকাঠামো, স্বাস্থ্য ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বার্তা দিলীপের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীন প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)-র উদ্যোগে সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুরে একটি ‘বার্তালাপ’ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প, পরিকাঠামো উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এই অনুষ্ঠানে বিশদ আলোচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ও খড়্গপুরের বিধায়ক দিলীপ ঘোষ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পিআইবি পূর্বাঞ্চলের মহা-নির্দেশক, পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক বিজিন কৃষ্ণ, অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌরভ পাণ্ডে, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. সৌম্য শঙ্কর সারেঙ্গী-সহ প্রশাসনের বিভিন্ন উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানের সূচনায় পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে ‘এক পেড় মা কে নাম’ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। উপস্থিত অতিথিরা বৃক্ষরোপণ ও পরিবেশ সংরক্ষণের গুরুত্ব তুলে ধরে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ তথ্য প্রচার ও জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প ও জনকল্যাণমূলক উদ্যোগ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কাছে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য পৌঁছে দিতে পিআইবি গুরুত্বপূর্ণ সেতুবন্ধনের কাজ করে চলেছে।’ অনুষ্ঠানে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, স্বাস্থ্য পরিষেবার সম্প্রসারণ এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হয়। বক্তারা সরকারি প্রকল্পের সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রশাসন, সংবাদমাধ্যম এবং নাগরিক সমাজের সমন্বিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতামত ও প্রশ্ন তুলে ধরেন। সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেন এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেন।

এসবিএফসি ফিনান্স লিঃ

রেজিস্টার্ড অফিস: ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯। টেলিফোন: ৯১২২৬৭৮৭৫৩০০। ফ্যাক্স: ৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪।

জনবিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক আগামী **২৩.০৬.২০২৬ তারিখ সকাল ১০:৩০ টায়** বন্ধক রাখা স্বর্ণালঙ্কারের নিলাম অনুষ্ঠিত হবে নিচে শাখার ঠিকানায়। নিলামযোগ্য সোনার গয়নাগুলি আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের ঋণ অ্যাকাউন্টের অন্তর্গত যারা তাদের বকেয়া পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। উক্ত ঋণগ্রহীতাদের প্রতি যথানিয়মে আমাদের নিলামের নোটিশ জারি করা হয়েছে। নিলাম হতে যাওয়া এই স্বর্ণালঙ্কারগুলি আমাদের বিভিন্ন গ্রাহকদের সকল সংযুক্ত মেয়াদোত্তীর্ণ ঋণ অ্যাকাউন্ট নিচে শাখার নাম সহ উল্লেখ করা হয়েছে।

বারাসত শাখা: ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, পোঃঅঃ থানা - বারাসাত, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, বারাসাত-৭০০১২৪ – AP00604118, AP00625736, AP00711175, AP00712951, AP00721510, AP00726863, AP00727705, AP00729886, AP00758784, AP00767216, AP00787927, AP00875588

ডালহৌসি শাখা - ঠিকানা : স্টিফেন হাউজ, ইউনিট নং ৬ই, আর এন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা - ৭০০০০১ – AP00757372

দুর্গাপুর শাখা - ঠিকানা : সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর - ৭১৩২১৩ (কোহিনূর রেস্তোরাঁ-র বিপরীতে)। – AP00391644, AP00438219, AP00695995, AP00714293, AP00779116

গড়িয়া শাখা - ঠিকানা : ৩ নং বোরাল মেইন রোড, ফার্স্ট ফ্লোর, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ, AP00340470, AP00511284, AP00625069, AP00702149, AP00708873, AP00729151, AP00759082, AP00771604, AP00773701

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-আই, কলকাতা

ই-নিলামের মাধ্যমে বিমান বিক্রয়ের জন্য সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেড বনাম মেসার্স পাথব্রেকিং প্রজেক্টস লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত) (পূর্বনাম অভিজিৎ প্রজেক্টস লি.) ও অন্যান্য; ওএ নং ১২৪/২০১৬

ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল-আই (ডিআরটি - আই), কলকাতা কর্তৃক নিযুক্ত রিসিভার, পাথব্রেকিং প্রজেক্টস লিমিটেডের মালিকানাধীন বিমানটি ই-নিলামের মাধ্যমে ক্রয়ের জন্য প্রস্তাব আহ্বান করছেন। এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি ‘‘যেমন আছে যেখানে আছে’’, ‘‘যেমন আছে’’এবং ‘‘যা কিছু আছে’’ ভিত্তিতে এবং ‘‘কোনো প্রকার দাবি বা প্রতিকারের সুযোগ ছাড়া’’ সম্পন্ন হবে; এতে কোনো প্রকার প্রতিনিধিত্ব, নিশ্চয়তা বা ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হবে না।

সম্পত্তির বিবরণ	**এয়ারক্র্যাফট-মডেল -বিওএমবিএআরডি আইইআর-** চ্যালেঞ্জার-৬০৫, রেজিস্ট্রেশন-ভিটি এমকেজে, এমএসএন-৫৮৪৮, নির্মাণ বর্ষ-২০১০, ইঞ্জিন -জেনারেল ইলেক্ট্রিক, এপিইউ-হনিওয়েল, নির্মাতা - মোম্বার্ডিয়ার (বর্তমানে অবস্থিত নাগপুর বিমানবন্দরে, (মহারাষ্ট্র)।
সংরক্ষিত মূল্য এবং ইএমডি পরিমাণ	**সংরক্ষিত মূল্য :** মার্কিন ডলার ২৯,২০,০০০ (সমপরিমাণ ভারতীয় মুদ্রা বিনিময় হার সংশ্লিষ্ট বিক্রির তারিখে আইডিবিআই ব্যাঙ্ক কর্তৃক নির্ধারিত) **ইএমডি :** মার্কিন ডলার ২,৯২,০০০(সমপরিমাণ ভারতীয় মুদ্রা ইএমডি (ইএমডি) দাখিলের তারিখে বিনিময় হার অনুযায়ী)
ন্যূনতম ডাক বর্ধিতকরণ	মার্কিন ডলার ৫০০০ প্রতি ডাকে
বিক্রয় নোটিশের তারিখ	১৬ জুন ২০২৬
বায়ুযান পর্যবেক্ষণের তারিখ	১১ জুলাই ২০২৬ (শনিবার), দুপুর ১২ থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত
ইএমডি সহ প্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ	২৩ জুলাই ২০২৬ সন্ধে ৫ টা পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ	২৪ জুলাই ২০২৬
ই-নিলামের সময়	দুপুর ১২ টা থেকে দুপুর ২ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে আইএসটি অনুযায়ী)

১. এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি **https://www.bankeauctions.com** ওয়েবসাইটে ই-অকশন প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এবং ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা **‘সি১ ইন্ডিয়া প্রা. লি.’**-এর সহায়তায় সম্পন্ন করা হবে।

২. আগ্রহী পক্ষগণ নির্ধারিত শেষ তারিখের মধ্যে ইএমডি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ তাদের শর্তহীন ও অসংকোচ প্রস্তাব জমা দিতে পারেন।

৩. আগ্রহী দরদাতারা বিক্রয় প্রক্রিয়ার শর্তাবলী নিম্নলিখিত আধিকারিকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন শ্রী বাসুদেব মুখার্জি, অ্যাডভোকেট/রিসিভার - মোবাইল ৯৮৩০০৩৩০৮২, ই-মেইল basudebmukherjee86@yahoo.in; শ্রী দুর্গা প্রসাদ চানাপতি, ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার - টেলিফোন ০২২-৬৬২৬৩৫৬৫, মোবাইল ৯২৮২৩২২৫৫২, ই-মেইল durgaprasad_chanapati@idbi.co.in; এবং শ্রী সমীর কুমার, ম্যানেজার, - টেলিফোন ০২২-৬৬২৬৩৬৩১, মোবাইল ৮৩৪০৫০২২৬২, ই-মেইল samir.kumar@idbi.co.in। ১৬ জুন ২০২৬ থেকে ২৩ জুলাই ২০২৬ পর্যন্ত যেকোনো কর্মদিবসে (ব্যাঙ্কের ছুটির দিন ছাড়া) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে তাঁদের সাথে যোগাযোগ করা যাবে। এছাড়া আইডিবিআই -এর ওয়েবসাইট (www.idbi.com) এবং ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা (সি১ ইন্ডিয়া প্রা. লি.)-এর ওয়েবসাইট https://www.bankeauctions.com থেকেও এই তথ্য ডাউনলোড করা যাবে।

৪. আগ্রহী ক্রেতারা বিমানটি সরেজমিনে দেখার জন্য ব্যাঙ্কের উল্লিখিত আধিকারিকদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৫ জুন ২০২৬

রিসিভার
ডিআরটি-১, কলকাতা

বিওবি কাকদ্বীপ শাখা

‘‘ললিত ভিলা’’ গ্রাম এবং পোস্ট - কাকদ্বীপ, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - ২৪ পরগনা (দ), পিন - ৭৪৩৩৪৭
ইমেল আইডি : kakdwi@bankofbaroda co in

পরিশিষ্ট ৪ রুল [৮(১)]
দখল নোটিশ
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব বরোদা, কাকদ্বীপ শাখা,** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১০.০২.২০২৬** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী দীপঙ্কর পাল গ্রাম - গান্ধিনগর, থানা - এইচপি কোস্টাল, পো - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪৩৩৪৭** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৭,৮৪,৯৯৫.০০ টাকা (সাত লাখ চুরাশি হাজার নশো পঁচানব্বই টাকা) ১০.০২.২০২৬** অনুযায়ী অধার্য সুদ এবং চার্জ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/ জামিনদাতা এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১২ জুন ২০২৬** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব বরোদা** নিকট বকেয়া **৭,৮৪,৯৯৫.০০ টাকা (সাত লাখ চুরাশি হাজার নশো পঁচানব্বই টাকা) ১০.০২.২০২৬ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং তাৎক্ষণিক ব্যয় সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ পর্যন্ত।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত সংশ্লিষ্ট সকল অংশ **৩ ডেসিমেল** বাস্তু জমি তদস্থিত একতলা বসবাসের ভবন, অবস্থিত মৌজা- কাকদ্বীপ, জেএল নং ৩৯, বর্তমান বিএল এবং এলআর খতিয়ান নং ৫৪৫৭ (নথিভুক্ত বর্তমান **জমির মালিক শ্রী দীপঙ্কর পাল**) আরএস খতিয়ান নং ২৯৪ এবং সিএস খতিয়ান নং ২৩৯, বর্তমান বিএল এবং এলআর দাগ নং ২২৫, আরএস দাগ নং ২৫১ এবং সিএস দাগ নং ১০৯, পরগনা-সুন্দরবন, তৌজি নং ২৭৩২, স্থানীয় স্বামী বিবেকানন্দ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং এডিএসআর অফিস -কাকদ্বীপ, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : আদিদেব ত্রিপাঠী এভং অন্যান্যর জমি। **দক্ষিণে :** আদিদেব ত্রিপাঠী এবং অন্যান্যর জমি। **পূর্বে :** আদিদেব ত্রিপাঠী এবং অন্যান্যর জমি। **পশ্চিমে :** ০৮ লিঙ্ক চওড়া সাধারণ চলার পথ।

তারিখ : ১২.০৬.২০২৬
স্থান : কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

রেজি. অফিস: ১২তম তল, টাওয়ার এ, পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই ৪০০ ০১৩
রিজিওনাল অফিস ঠিকানা: ১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০০৯১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) আর/ডব্লিউ রুল ৯(১) এর অধীনে)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) আর/ডব্লিউ বিধি ৯(১) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।

ঋণ অ্যাকাউন্ট নং TCFLA0540000011062542 মেসার্স বি জি এ রিয়েলটরস

এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) একটি নন-ব্যাংকিং ফাইন্যান্স কোম্পানি এবং কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এর বিধান অনুসারে গঠিত এবং এর নিবন্ধিত অফিস পেনিনসুলা বিজনেস পার্ক, টাওয়ার এ, ১২ তম তল, গণপতরাও কদম মার্গ, লোয়ার পারেল, মুম্বই-৪০০০১৩ এবং এর একটি আঞ্চলিক অফিস ১২ তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা - ৭০০০৯১ **পশ্চিমবঙ্গ** (‘শাখা’) অবস্থিত। উল্লেখ্য ২৪.১১.২০২৩ তারিখের আদেশের মাধ্যমে, ন্যাশনাল ল’ কোম্পানি ট্রাইব্যুনাল, মুম্বই বেঞ্চ, স্থানান্তরকারী কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস লিমিটেড (টিসিএফএসএল) এবং অধিগ্রহণকারী কোম্পানি অর্থাৎ টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (টিসিএল) এর মধ্যে একত্রীকরণের পরিকল্পনা অনুমোদন করে, যার মধ্যে সমস্ত সম্পত্তি, সম্পদ, অধিকার, সুবিধা, সুদ, কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা, দায়, চুক্তি, চুক্তি, সিকিউরিটি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা উক্ত প্রকল্পে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে, ১ জানুয়ারী, ২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকর মতে। উপরে উল্লিখিত কোম্পানিটি এখন থেকে **‘‘টাটা ক্যাপিটাল লি’’** (টিসিএল) নামে পরিচিত হবে। উক্ত আদেশ এবং প্রকল্প অনুসারে, টিসিএফএসএল দ্বারা সম্পাদিত সমস্ত সুবিধা নথি এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত বকেয়া টিসিএল-এর কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে এবং এইভাবে টিসিএল ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধককারীদের কাছ থেকে একই দাবি করার অধিকারী।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড (সুরক্ষিত ঋণদাতা/টিসিএল)**-এর কাছে বন্ধক রাখা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার ভৌত দখল টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের অনুমোদিত কর্মকর্তা (সুরক্ষিত ঋণদাতা) দ্বারা নেওয়া হয়েছে, **৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে ‘যেখানে যেমন আছে, যেখানে যা আছে, যেমন অবস্থায় আছে এবং কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।**

যেহেতু সুরক্ষিত ঋণ আদায়ের জন্য সুরক্ষিত সম্পত্তি বিক্রি করতে হবে এবং **২২ নভেম্বর ২০২৩ তারিখের ১৩(২) ধারা অনুসারে** দাবি করা হয়েছে যে ঋণ অ্যাকাউন্ট নং **TCFLA0540000011062542**-তে **ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের** কাছ থেকে পরবর্তী সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ **২,৪৪,৭০,০০১/- টাকা (দুই কোটি চুয়াল্লিশ লক্ষ সত্তর হাজার এক টাকা) বকেয়া, অর্থাৎ (১) মেসার্স বিজিএ রিয়েলটরস; (২) শ্রী রাজীব ঘোষ; (৩) শ্রীমতী শম্পা ঘোষ এবং (৪) শ্রীমতী প্রদীপ্তা ঘোষ, উপরে উল্লিখিত সকলের অফিস/বাসস্থান পি ৩৯৯, কেয়াতলা লেন, ৪র্থ তল, পো- শরৎ বোস রোড, থানা-রবীন্দ্র সরোবর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০২৯।**

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, বিক্রয় স্থগিত/অসমাপ্ত না হলে, উক্ত সম্পত্তিটি **৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০ টায়** ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে, যার আঞ্চলিক অফিস **১২তম তল, থানা সৃজন টেক পার্ক, ডিএন ৫২, সেক্টর - ৫, সল্ট লেক, কলকাতা -৭০০০৯১।**

সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য সিল করা ই-নিলাম এবং ইএমডি ডিমান্ড ড্রাফ্ট **টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **৮ জুলাই ২০২৬ তারিখে বিকাল ৫.০০ টা** পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে।

জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	দখলের ধরন	সংরক্ষিত মূল্য (টা.)	বায়না জমা ইএমডি (টা.)
	কার্যকরী/স্বত্ব		
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ২৩৬৯ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি সমুদয় ৪র্থতল, জি-৪ তলা ভবনে অবস্থিত বা জমির পরিমাপ আনুমানিক ৫ কাঠা ৮ ছটাক ৪৪ বর্গফুট কমবেশি বর্তমান পুরসভা প্রেমিসেস নং পি-৩৯৯ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সরণি (পূর্বতন পি-৩৯৯ কেয়াতলা লেন), কলকাতা -৭০০০২৯, পুরসভা ওয়ার্ড নং ৮৬, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : রবীন্দ্র সরোবর (পূর্বতন লেক) জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, অবিভক্ত অবিচ্ছেদ্য অংশ উক্ত প্রেমিসেস এর সকলের ব্যবহারের সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ।	স্বত্ব দখলীকৃত	২,২৭,৪০,০০০ টাকা (দুই কোটি সাতাশ লাখ চল্লিশ হাজার টাকা)	২২,৭৪,০০০ টাকা (বাইশ লাখ চুয়াত্তর হাজার টাকা)

বিক্রয়ের জন্য রাখা সম্পত্তির বিবরণ তফসিলে রয়েছে। উপরে বর্ণিত সুরক্ষিত সম্পত্তির ভিতরে এবং ভিতরে থাকা অস্থাবর জিনিসপত্র/বাড়ির মালিকানার তালিকা, যদি নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণিত না হয়, তাহলে সুরক্ষিত সম্পত্তির সাথে বিক্রয়ের জন্য উপলব্ধ থাকবে না। যদি উপরে বর্ণিত পরিমাণ, সুদ এবং খরচ (বিক্রয়ের খরচ সহ) ‘অনুমোদিত কর্মকর্তা’-এর কাছে জমা দেওয়া হয় অথবা তার সন্তুষ্টির জন্য প্রমাণ দেওয়া হয় যে এই সুরক্ষিত ঋণ, সুদ এবং খরচ পরিশোধ করা হয়েছে, তাহলে বিক্রয়ও বন্ধ করা হবে। বিক্রয়ের সময়, জনসাধারণকে সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে এই বিক্রয়ের সাথে সম্পর্কিত কোনও দায়িত্ব পালনকারী কোনও কর্মকর্তা বা অন্য কোনও ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিক্রিত সম্পত্তির জন্য কোনও স্বার্থের জন্য দরপত্র, অধিগ্রহণ বা অর্জনের চেষ্টা করবেন না। বিক্রয়টি সারফেসি আইন, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে। ই-নিলামটি **https://BidDeal.in** পোর্টালের মাধ্যমে **৯ জুলাই ২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০ টা থেকে ৩.০০ টা পর্যন্ত** অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতিটির জন্য ১০ মিনিটের সীমাহীন সময়সীমা থাকবে। সম্পত্তি ক্রয়ের জন্য জমা দেওয়া সমস্ত দরপত্রের সাথে উপরে উল্লিখিত বায়না জমা জমা দিতে হবে, যা **‘‘টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড’’** এর পক্ষে কলকাতায় প্রদেয় একটি ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। সম্পত্তির পরিদর্শন **২৭ জুন ২০২৬ তারিখে বেলা ১২টা থেকে দুপুর ৩টে** পর্যন্ত করা যেতে পারে। টিসিএল-এর কাছে জানা কোনও দায়বদ্ধতার বিবরণ, যার জন্য সম্পত্তিটি দায়বদ্ধ এস.এ/১৭২/২০২৫ সংযুক্ত আইএ সহ কলকাতার ডিআরটি-১-এর কাছে বিচারাধীন।

দ্রষ্টব্য : আগ্রহী দরদাতারা টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেডের সাথে মোবাইল নম্বর +৯১-৮৬৯১০০৫২৩৮ / অনুমোদিত কর্মকর্তা শ্রী সাহেব মজুমদার; ইমেল আইডি sahab.majumder@tatacapital.com এবং মোবাইল নম্বর +৯১-৯০৫১২৮৭৫৫৫ এ যোগাযোগ করতে পারেন।

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত ঋণদাতার ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, অর্থাৎ, **http://www.tatacapital.com/content/dam/tata-capital/pdf/e-auction/tcl/04th-E-Auction-Newspaper-Publication-BGA-Realtors-TCFLA0540000011062542.pdf**

স্থান - কলকাতা
তারিখ - ১৬.০৬.২০২৬

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
টাটা ক্যাপিটাল লিমিটেড

চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

Chola — Enter a better life

কর্পোরেট অফিস :
‘‘চোলা ক্রেস্ট’’, সি৫৪ ও ৫৫, সুপার বি-৪, থিরু Vi কা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এস্টেট, গুন্ডি, চেন্নাই - ৬০০ ০৩২, ভারত
রিজিওনাল অফিস : ৫৫ ও ৫৫/১, চৌরঙ্গী রোড, ৫ম তল, চৌরঙ্গী কোর্ট
রবীন্দ্র সদনের কাছে নেহরু চিলড্রেনস মিউজিয়ামের বিপরীতে, কলকাতা - ৭০০ ০৭১, পশ্চিমবঙ্গ

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর বিধান এবং ‘সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২’-এর (রুল ৮ এবং ৯), আর/ডব্লিউ রুল ৯(১)-এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

সর্বসাধারণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা হয়েছিল এবং ‘**চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড**’-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা এর **ভৌত দখল** গ্রহণ করেছেন। উক্ত সম্পত্তিটি **১০.০৭.২০২৬ তারিখে** ই-নিলামের মাধ্যমে ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যেখানে যা আছে’’ এবং ‘‘যেমন অবস্থায় আছে’’ ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।

সর্বসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, আমরা **https://bankauctions.in/** এবং **https://cholamandalam.com/news/auction-notices** ওয়েবসাইটগুলোর মাধ্যমে একটি সর্বজনীন ই-নিলাম পরিচালনা করতে যাচ্ছি।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতার নাম এবং অ্যাকাউন্ট নং	১৩(২) অধীনে দাবি নোটিশে তারিখ এবং পরিমাণ	জামিনদত্ত সম্পদ (স্থাবর সম্পত্তি) এর বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য (আরপি) খ) বায়না জমা (ইএমডি) গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ	ক) ই-নিলামের তারিখ এবং সময় খ) ইএমডি জমার শেষ তারিখ গ) পর্যবেক্ষণের তারিখ ঘ) দখলের তারিখ (দখলের প্রকৃতি)
১.	লোন এ/সি নং : **HE02GKL00000000563** এবং **XOHEGKL00003123404** **ঋণগ্রহীতা/সহ ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা : ১: জেএসভিএম প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড (আবেদনকারী),** ৫, পান্নালাল ব্যানার্জি লেন, ৮মতল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭০০০০১। **২. চন্দ্রকান্ত পেরিওয়াল (সহ আবেদনকারী),** ১২ই, জাজেস কোর্ট রোড, লক্ষ্মীপথ জিঙঘানিয়া স্কুল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন -৭০০০২৭। **৩. পীযূষ পেরিওয়ালের (সহ আবেদনকারী)** সকল আইনি উত্তরাধিকারীগণ : ১২ই, জাজেস কোর্ট রোড, লক্ষ্মীপত জিঙঘানিয়া স্কুল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০২৭। **৪. মালবিকা পেরিওয়াল (সহ আবেদনকারী),** ১২ই, জাজেস কোর্ট রোড, লক্ষ্মীপত জিঙঘানিয়া স্কুল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০২৭। **৫. মণিরাম শর্মা (সহ আবেদনকারী),** জেএসভিএম জয়রামপুর, জয়রামপুর, জয়রামপুর সার্কেল, চাঙ্গলাঙ,অরুণাচল প্রদেশ, পিন- ৭৯২১২১। **৬. নন্দ কিশোর জেনা (সহ আবেদনকারী),** ৫৪, অনিমা নিবাস হিগ ৩, মিমবিনি বিহার চন্দ্রশেখরপুর, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা, পিন ৭৫১০২১। **৭. মধুলিকা পেরিওয়াল (সহ আবেদনকারী),** ১২ই, জাজেস কোর্ট রোড, লক্ষ্মীপত জিঙঘানিয়া স্কুল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭০০০২৭	১০.০২.২০২৩ ৬,৬২,৫২,৬৬৫.০০ টাকা ০৭.০২.২০২৩ অনুযায়ী	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ৪০ বছরের পুরানা বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট ভবন বিভাজিত এবং চিহ্নিত সমঝোতার সম্পত্তিতে সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৩৯০০ বর্গফুট অবস্থিত চতুর্থতলে ভবনের অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১২ই, জাজেস কোর্ট রোড, (পূর্বতন ১২বি, জাজ কোর্ট রোড) কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৭৪ অধীন, অ্যাসেসি নং ১১-০৭৪-১৬-০০৮৬-৯, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা : আলিপুর। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১২ডি, জাজ কোর্ট রোড, পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১৪/২, জাজ কোর্ট রোড, পশ্চিমে : ৭ সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : প্রেমিসেস নং ১২/১, জাজেস কোর্ট রোড। **আরও বিজ্ঞাপিত হয় যে, মামলা নং এসএ/৪৮৬/২০২৩, এসএ/৭৩১/২০২৩ এবং এসএ/৮৬৬/২০২৩ ডিআরটি ৩, কলকাতায় মামলা অমীমাংসিত, সিও৪৪৩৯-২০২৪ সালের হাই কোর্টে এবং টিএস ১৬৩৭-২০২৩,-১ম সিভিল জজ, সিনি। ডিভি., আলিপুর, অমীমাংসিত- এবং যেখানে কোনও অন্তর্বতীকালীন/স্থায়ী স্থগিতাদেশ নেই।**	ক) ৫,০০,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৫০,০০,০০০.০০ টাকা গ) ১,০০,০০০.০০ টাকা	ক) ১০.০৭.২০২৬ (সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত) (৩ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ) খ) ০৯.০৭.২০২৬ (বিকেল ৫টা পর্যন্ত) গ) ০২.০৭.২০২৬ এবং ০৩.০৭.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত) ঘ) ০৩.০১.২০২৫ (স্বত্ব দখলীকৃত)

১. আগ্রহী অংশগ্রহণকারী/নিলামে অংশগ্রহণকারীদের অনুরোধ করা হচ্ছে **শ্রী প্রকাশ ভার্মা (অনুমোদিত অফিসার) : মোবাইল নং ৯৯৮১৩ ৪৩১৯১ এবং শ্রী শুভ্রাংশু রক্ষিত-এর সাথে ৯৬৭৪৪ ৫৮৫৫৫ নম্বরে যোগাযোগ করতে এবং পাশাপাশি https://bankauctions.in/ এবং https://cholamandalam.com/news/auction-notices** ওয়েবসাইটগুলো দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।
বিস্তারিত তথ্য ও সহায়তার জন্য সম্ভাব্য নিলাম-অংশগ্রহণকারীরা **শ্রী মুহাম্মদ রাহিস-এর সাথে ৮১২৪০ ০০০৩০ / ৬৩৭৪৮ ৪৫৬১৬** নম্বরে অথবা **CholaAuctionLAP@chola.murugappa.com** ই-মেইল ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন। শুধুমাত্র ই-নিলাম বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য যোগাযোগ করুন **মেসার্স ৪ক্লোজার রেখা - ৮১৪২০ ০০০৬২।**

২. ই-নিলামে অংশগ্রহণের নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে **https://bankauctions.in/** এবং **https://cholamandalam.com/news/auction-notices** ওয়েবসাইটগুলো দেখুন।

এটি ‘সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস ২০০২)’-এর ৯(১) বিধি অনুযায়ী ১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ১৬.০৬.২০২৬
স্থান : কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)

অনুমোদিত অফিসার
চোলামণ্ডলম ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

IDBI BANK

রিটেইল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট, ৪৪, শেক্সপিয়র সরণি, ২য় ফ্লোর, কলকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন নং: (০৩৩)-৬৬৫৫৭৮৮১, ৭৭৯৭৮৪২৬৬২ ওয়েবসাইট: www idbibank in,
CINéôéL65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট -৪-এ]
[রুল ৮(৬) -এর বন্দোবস্ত দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর বন্দোবস্তের অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণ এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং গ্যারান্টার(গণ)-কে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সিকিউরড ক্রেডিটর-এর কাছে বন্ধক/চার্জ করা আছে, যার বাস্তবিক দখল আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, সিকিউরড ক্রেডিটর-এর অনুমোদিত আধিকারিক গ্রহণ করেছেন, তা ১৭-০৭-২০২৬ তারিখে ‘‘যেখানে যেমন আছে’’, ‘‘যা আছে তা আছে’’ এবং ‘‘সেখানে যা কিছু আছে’’ ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক্র. নং.	১) ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)/ গ্যারান্টার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)-এর নাম ২) শাখার নাম	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দাবির পরিমাণ	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) বায়না অর্থ জমা (ইএমডি) গ) বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	১) সুকান্ত দত্ত (ঋণগ্রহীতা), রেখা দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) এবং প্রশান্ত দত্ত (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) হাবড়া শাখা	ক) ২১-০২-২০২৩ খ) ১৬-০৬-২০২৫ গ) ২৩,৭৯,৮৮৮.২৯ টাকা (তেইশ লক্ষ উনআশি হাজার আটশত অষ্টআশি টাকা এবং উনত্রিশ পয়সা মাত্র)	আই-২২০৮/২০১৪ নম্বর যুক্ত টাইটেল ডিড জমা দিয়ে বন্ধক, সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্থাবর সম্পত্তি যার পরিমাপ ২ কাঠা এবং বিল্ডিং যা মৌজা-হানরিয়া, দাগ-১/১৬৬৫ (এলআর), প্লট নং ২৬৩ ও ২৬৪ (পি), আরএস খতিয়ান নং ৮৮৬ (এলআর) ৮৪২/১০, এজি কলোনি, জেএল নং ৮৫, হাবড়া, সাব রেজিস্ট্রি বারাসাত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪৩২৬৩-এ অবস্থিত। পৃথিবীর সাথে সংযুক্ত বা পৃথিবীর সাথে যুক্ত যে কোনও কিছুর সাথে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ সমস্ত বিল্ডিং এবং কাঠামো সহ। উক্ত জমি নিম্নরূপভাবে বেষ্টিত ও সীমাবদ্ধ :- **উত্তরে**- এলওপি নং ৮৪২ এ, **দক্ষিণে**- প্রভাবতী কর্মকারের বাড়ি, **পূর্বে**- মিউনিসিপ্যালিটি রাস্তা দ্বারা, **পশ্চিমে**- হরি পদ দত্তের বাড়ি	ক) ২৬,৫৯,০০০.০০ টাকা খ) ২,৬৫,৯০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা
২.	১) তনুশ্রী কুণ্ডু (ঋণগ্রহীতা) এবং অশ্রুকণা দে (সহ-ঋণগ্রহীতা) ২) রাজারহাট শাখা	ক) ২৬-০৮-২০২৫ খ) ০৬-০২-২০২৬ গ) ১৭,২৯,৮৯২.৩৬ টাকা (সতেরো লক্ষ উনত্রিশ হাজার আটশ বিরানব্বই টাকা এবং ছত্রিশ পয়সা মাত্র)	একটি আবাসিক ফ্ল্যাট নম্বর ৫এ এর সকল যা পঞ্চম ফ্লোরে অবস্থিত যার পরিমাপ ৬০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া গ্যালাক্সি টুইনস নামক জি ৫ তলা ভবনে, যা মৌজা গোপালপুর, জেএল নং ২, রে সা নং ১৪০, তৌজি নং ১২৫বি/১, দাগ নং ৫৪৫৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৬৮৭, আরএস খতিয়ান নং ১৯৭৪/১, ৫৬৮৫, ৫৬৮৬, ৫৬৮৭, ৫৬৮৩-এ অবস্থিত প্রায় ৩ কাঠা ৬ ছটাক ৩৫ বর্গফুট পরিমাপের বাস্তু জমির প্লটে, রাজারহাট গোপালপুর মিউনিসিপ্যালিটি বর্তমানে বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৫ বর্তমানে ২ -এর সীমানার মধ্যে, নারায়ণপুর নরেন্দ্রনগর রোড, থানা নারায়ণপুর (পূর্বে বিমানবন্দর), জেলা উত্তর ২৪ পরগনা-এ অবস্থিত। নিম্নরূপভাবে বেষ্টিত ও সীমাবদ্ধ:- **উত্তরে**- দাগ নং ৩৬৮৭ -এর জমি দ্বারা, **দক্ষিণে**- ৪ ফুট চওড়া সাধারণ প্যাসেজ দ্বারা, **পূর্বে**- দাগ নং ৩৬৮৭-এর জমি দ্বারা, **পশ্চিমে**- ৩০ ফুট চওড়া পি.ডব্লিউ.ডি. রোড/নারায়ণপুর নরেন্দ্রনগর রোড দ্বারা।	ক) ১৬,৯১,১০০/- টাকা খ) ১,৬৯,১১০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা

সারফেসি অ্যাক্ট ২০০২ এর রুল ৮(৬) এর অধীনে ৩০ দিনের সংবিধিবদ্ধ বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

বিড ডকুমেন্ট কলকাতা জোনাল অফিস, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক, হাবড়া এবং রাজারহাট শাখা থেকে কার্যদিবসে (সকাল ১১.০০ টা থেকে বিকেল ৪.০০ টা) বা ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া যেতে পারে- ওয়েবসাইট: https://www.bankeauctions.com (সি১ইন্ডিয়া (প্রাঃ) লিঃ দ্বারা | www.c1india.com) এবং আইডিবিআই ব্যাঙ্ক -এর ওয়েবসাইট: https://www.idbibank.in ০৮.০৭.২০২৬ থেকে ১৬.০৭.২০২৬ পর্যন্ত।

বিড ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ -	১৬-০৭-২০২৬
পরিদর্শনের তারিখ এবং সময় -	১৫-০৭-২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ২.০০ টা
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় -	১৭-০৭-২০২৬ সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত

তারিখ: ১৬.০৬.২০২৬;
স্থান: পশ্চিমবঙ্গ

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক,
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড

স্লোভাকিয়ায় রুটি-লবণ দিয়ে বরণ করে নেওয়া হল নরেন্দ্র মোদীকে

ব্রাতিস্লাভা, ১৫ জুন: ইউরোপ সফরের দ্বিতীয়ধাপে সোমবার স্লোভাকিয়ায় পা রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ১৯৯৩ সালে স্লোভাকিয়া স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর পা পড়ল এখানে। দেশটির রাজধানী ব্রাতিস্লাভায় প্রধানমন্ত্রীর বিমান অবতরণের পর তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান স্লোভাকিয়ার বিদেশমন্ত্রী জুরাজ ব্লানার। ঐতিহ্য মেনে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রুটি ও লবণে বরণ করে নেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, দু'দিনের স্লোভাকিয়া সফরে স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট পিটার পেলেগ্রিনি এবং প্রধানমন্ত্রী রবার্ট ফিকোর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন মোদী। সেখানকার শিল্পপতিদের সঙ্গেও বৈঠক করবে প্রধানমন্ত্রী।

এই সফর প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, দুই দেশের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে উচ্চপর্যায়ের আলোচনার পর এই সফর হতে চলেছে। পাশাপাশি কেন্দ্রের তরফে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে, ২০২৫ সালে দেশটিতে গিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এবং ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে যোগ দিতে ভারতে এসেছিলেন স্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট পিটার পেলেগ্রিনি। এরপর প্রধানমন্ত্রীর স্লোভাকিয়া সফরকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কতা আরও জোরদার করার বড় সুযোগ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জানা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর এই সফরের মূল লক্ষ্য হল ভারত ও স্লোভাকিয়ার মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করা। বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, অটোমোবাইল শিল্প, রেল উৎপাদন এবং অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মতো ক্ষেত্রগুলোতে দুই দেশের সহযোগিতা আরও জোরদার করা। স্লোভাকিয়ায় পা রাখার পর সোশাল মিডিয়ায় বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী। স্লোভাকিয়া সফর শেষ করে মোদী ১৬-১৭ জুন এভিয়ানে হতে চলা জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে ফ্রান্সে যাবেন। এরপর ১৮ জুন প্যারিসে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে ভারতে ফিরবেন তিনি।

প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদ

কোটায় বিক্ষোভের আহ্বান রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: প্রশ্নফাঁসের কারণে পরীক্ষা বাতিল এবং লাখ লাখ তরুণ-তরুণীদের ভবিষ্যতকে অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই অভিযোগকে কেন্দ্র করে দেশের দিকে দিকে বিক্ষোভ কর্মসূচি চলছে। আগামী বুধবার রাজস্থানের কোটায় প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে ডাকা প্রতিবাদ কর্মসূচিতে যুবসম্প্রদায়কে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানালেন কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি মনে করেন, সরকার যখন কোনও কথা শুনতে রাজি হয় না, তখন জনগণকে আরও জোরালো আওয়াজ তুলতে হবে। ১৭ জুন কোটা থেকে শুরু হবে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি। ওই দিন কোটার দশেরা ময়দানে জমায়েতের ডাক দেওয়া হয়েছে। 'শিক্ষা বাঁচান, আপনার ভবিষ্যৎ বাঁচান'- এই ব্যানারে দেশব্যাপী আন্দোলনের প্রথম ধাপ শুরু হবে কোটায়। পরে ১০ জুলাই ইলাহাবাদ, ১১ জুলাই পটনা এবং ১৪ জুলাই দিল্লিতে হবে এই আন্দোলন। এই আন্দোলনকে যুবসমাজের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই বলে উল্লেখ করেছেন রাহুল। এক্স পোস্টে এক বার্তায় তিনি লিখেছেন, 'আসুন আমরা একত্রিত হয়ে এমন একটা আওয়াজ তুলি, যা উপেক্ষা করতে পারবে না। সেই আওয়াজ কোটা থেকে উঠেও পৌঁছে যাবে দেশের কোণায় কোণায়।' প্রশ্নফাঁসের কারণে পরীক্ষা বাতিল, চাকরিতে বিলম্ব- নানা কারণকে সামনে রেখে প্রথম থেকেই নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে সরব কংগ্রেস এবং রাহুল।

TENDER NOTICE

E Tender is invited through online Bid System vide NIeT No: **-01/En/15TH/RAM-I/2026-2027** With Vide Memo No.**92 (14)/RAM-I GP, dated: - 15-06-2026,** The Last date for online submission of tender **29-06-2026 up to 12.00 HRS.** For details, please visit website: - **https://wbtenders.gov.in**

Sd/ Prodhan Rampara-II Gram Panchayat

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরতেই ১২০০ পয়েন্টের লম্বা লাফ সেনসেক্সের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: সাড়ে তিন মাসের যুদ্ধ শেষে অবশেষে শান্তি ফিরেছে মধ্যপ্রাচ্যে। ১৯ জুন ইরানের সঙ্গে শান্তিচুক্তির ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই খবর পেয়েই খুশির জোয়ার ভারতের বাজারে। দীর্ঘ সময় ধরে ধুঁকতে থাকা শেয়ার বাজার ঘুরে দাঁড়াল সোমবার সকালে। প্রায় ১২০০ পয়েন্টে বেশি উঠল সেনসেক্সের সূচক। পাল্লা দিয়ে বেড়েছে নিফটি ও ব্যাঙ্ক নিফটি। অচলাবস্থা কাটিয়ে এই শেয়ার বাজারের এই উত্থানে স্বস্তিতে বিনিয়োগকারীরা।

রবিবার রাতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ইরানের সঙ্গে তাদের শান্তি চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সই-সাবুদ হবে আগামী শুক্রবার অর্থাৎ ১৯ জুন। এরপরই আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজ চলাচল শুরু হবে হরমুজের পথ ধরে। ট্রাম্পের এই ঘোষণার পর সোমবার সকালে শেয়ার বাজার খুলতেই দেখা যায় সেনসেক্স ১২০০ পয়েন্ট পেরিয়ে গিয়েছে। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত সেনসেক্স ১১৩৫.০৩ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.৫০ শতাংশ বেড়ে পৌঁছে গিয়েছে ৭৬,৬৬২.৯৮তে। পিছিয়ে নেই নিফটিও। রিপোর্ট বলছে, নিফটি ৩৪৫.৫৫ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.৪৬ শতাংশ বেড়ে পৌঁছে গিয়েছে ২৩,৯৬৮.৪৫তে। ব্যাঙ্ক নিফটিতেও বিরাট বৃদ্ধি দেখা গিয়েছে। ৬৪২.৯০ পয়েন্ট অর্থাৎ ১.১৩ শতাংশ বেড়ে বর্তমানে ব্যাঙ্ক নিফটির অবস্থান ৫৭,৪৫৭.৭০-তে।

বিশ্লেষকদের মতে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অস্থিরতা কমার ইঙ্গিত মিলতেই আবার বাজারে বিনিয়োগ করার সাহস পেয়েছেন বিনিয়োগকারীরা। একদিনেই প্রায় কয়েক লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ হয়েছে ভারতের বাজারে। প্রায় সমস্ত ভারতীয় শেয়ারের দাম বেড়েছে সোমবার। কেবল ভারত নয়, এদিন জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া-সহ একাধিক দেশের বাজারই উর্ধ্বমুখী হয়েছে। উল্লেখ্য, ভারতের বাজার বিগত কয়েকদিন থেকেই একটু একটু করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি ঘোষণা ও হরমুজ খোলার ইঙ্গিত মিলতেই একেবারে তরতরিয়ে এগিয়েছে দালাল স্ট্রিট।

দিল্লি বিমানবন্দরে জটিলতা

দেশে ফিরে গেলেন তারেকের উপদেষ্টা

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন: নজরদারি তালিকায় নাম থাকার জেরে দিল্লি বিমানবন্দরে জটিলতায় পড়েন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের উপদেষ্টা জাহিদ উর রহমান। সূত্রের খবর, যাচাই প্রক্রিয়ার জন্য অভিবাসন আধিকারিকরা তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। তারপর জাহিদকে বিমানবন্দর থেকে বেরোনোর অনুমতিও দেওয়া হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশে ফিরে যান বলে খবর।

একাধিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি সরকারি বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য দিল্লিতে আসার কথা ছিল জাহিদের। সেই মতো রবিবার বিকেলে দিল্লি বিমানবন্দরে পা রাখেন। কিন্তু সূত্রের খবর, নজরদারি তালিকায় নাম থাকার কারণে যাচাইকরণের জন্য সেখানে উপস্থিত অভিবাসন আধিকারিকরা তাঁকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সমাজমাধ্যম সংক্রান্ত একটি বিষয়ে কালো তালিকাভুক্ত ছিলেন জাহিদ। যদিও পরে সেখান থেকে তাঁর নাম সরে যায়। কিন্তু তবুও তা অভিবাসন নজরদারি তালিকায় রয়ে গিয়েছিল। এর ফলে নয়াদিল্লি বিমানবন্দরে পা রাখতেই তিনি জটিলতায় পড়েন। যদিও কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং দিল্লি বিমানবন্দর থেকে বেরোনোরও অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু জানা গিয়েছে, অজ্ঞাতকারণে তিনি আর ভারতে প্রবেশ করতে রাজি হননি। দিল্লি থেকেই তিনি শ্রীলঙ্কার বিমান ধরেন। সেখান থেকে তিনি বাংলাদেশ ফিরে গিয়েছেন বলে খবর।

এই বিষয়ে ঢাকায় ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার পবন বঢেকে তলব করেছে বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রক। তাদের এক শীর্ষ আধিকারিককে উদ্ধৃত করে এ কথা জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো।

ময়দান

আলজেরিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে কে হচ্ছেন নাম্বার নাইন!

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আগামী বুধবার সকালে আলজেরিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা। ম্যাচ শুরুর আগে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় রয়েছে দলের আক্রমণভাগের নাম্বার নাইন পজিশন, যেখানে লিওনেল স্কালোনিকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আর্জেন্টাইন টিভি চ্যানেল টিওয়াইসি স্পোর্টস জানিয়েছে, দীর্ঘ সময় ধরে এই পজিশনে লাওতারো মার্তিনেজই ছিলেন স্কালোনির প্রধান ভরসা। কারণ হুলিয়ান আলভারেজ তখন চোটে ছিলেন। হন্ডুরাস ও আইসল্যান্ডের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচেও লাওতারোকে সামনে রেখে দল সাজানো হয়। হন্ডুরাস ম্যাচে তিনি একটি গোল করেন এবং আরেকটি গোল করিয়ে নিজের কার্যকারিতা প্রমাণ করেন। কিন্তু পরিস্থিতি এখন ভিন্ন। চোট কাটিয়ে দলে ফিরেছেন হুলিয়ান আলভারেজ। তিনি এখন পুরোপুরি ফিট হওয়ার জন্য অনুশীলনও শুরু করেছেন। এতে করে আক্রমণভাগের পরিকল্পনায় নতুন করে ভাবতে হচ্ছে কোচ লিওনেল স্কালোনিকে। টিওয়াইসি স্পোর্টসের মতে, যদি আলভারেজ ফিটনেস পরীক্ষায় সফল হন, তাহলে শুরুর একাদশে তাঁর সম্ভাবনাই বেশি। দুই ফরোয়ার্ডই বর্তমান ফর্মে শক্ত অবস্থানে আছেন। অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের হয়ে আলভারেজ ৪৯ ম্যাচে ২০ গোল করেছেন। অন্যদিকে ইন্টার মিলানের হয়ে লাওতারো মার্তিনেজ ৪১ ম্যাচে ২২ গোল করে এগিয়ে আছেন সংখ্যার হিসেবে। তবে বিশ্বকাপ অভিজ্ঞতায় আলভারেজ এগিয়ে, কারণ কাতার বিশ্বকাপে তিনি ৭ ম্যাচে ৪ গোল করেছিলেন এবং একটি অ্যাসিস্টও করেছিলেন। লাওতারো মার্তিনেজ সেই আসরে ৬ ম্যাচ খেলে গোলের দেখা পাননি। ফলে আর্জেন্টিনার জন্য সিদ্ধান্তটা সহজ নয়। স্কালোনির সামনে এখন বড় পরীক্ষা, আলজেরিয়ার বিপক্ষে প্রথম ম্যাচে আক্রমণভাগে কাকে ভরসা করবেন তিনি;লাওতারো মার্তিনেজ নাকি হুলিয়ান আলভারেজ।

জটিলতা কাটিয়ে মায়ামিতে উরুগুয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচের আগে ভয়াবহ যাত্রা জটিলতার পর অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে পৌঁছেছে উরুগুয়ের জাতীয় ফুটবল দল। মেক্সিকো থেকে যাত্রা করে ফ্লাইট সমস্যার কারণে দীর্ঘ বিলম্বের মুখে পড়ে দলটি এবং মাত্র ২৪ ঘণ্টারও কম সময় আগে তারা গ্রুপ এইচ-এর প্রথম ম্যাচের শহরে পৌঁছয়। উরুগুয়ের দল ও সাপোর্ট স্টাফ রবিবার মায়ামিতে অবতরণ করে। এর আগে তারা মেক্সিকোর প্লায়া দেল কারমেনে অনুশীলন ক্যাম্পে ছিল এবং সেখানেই প্রস্তুতি চালাচ্ছিল। ম্যাচের আগের দিন দলটি ক্যানকুন বিমানবন্দরে পৌঁছলে তারা জানতে পারে যে প্রশাসনিক জটিলতার কারণে তাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছে। প্রায় ৭২ কিলোমিটার দূরের ক্যানকুন থেকে যাত্রা শুরু করার কথা থাকলেও প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে ঘাটতির কারণে মূল ফ্লাইটটি ছাড়তে পারেনি। পরিস্থিতি সামাল দিতে উরুগুয়ে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন জানায়, একটি নতুন বিমান দক্ষিণ ফ্লোরিডা থেকে পাঠানো হচ্ছে। এ সময় খেলোয়াড়দের ক্যানকুনের একটি রিসর্টে রাখা হয়। ফিফা জানায়, বিমান সংস্থার প্রশাসনিক ত্রুটির কারণে এই দেরি হয়েছে এবং তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে সমন্বয় করেছে। এই জটিলতার কারণে উরুগুয়ের কোচ মার্সেলো বিয়েলসা এবং অধিনায়ক হোসে মারিয়া জিমেনেজ নির্ধারিত সংবাদ সম্মেলনে অংশ নিতে পারেননি। পরে জানান, যাত্রা নিয়ে বড় কোনও সমস্যা হয়নি এবং তাঁরা পরিস্থিতিকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন।

রবীন্দ্র সরোবরে বেঙ্গল রোয়িং ক্লাব আয়োজিত ২২তম স্টুডেন্টস রোয়িং চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের যুবকল্যাণ ও ক্রীড়ামন্ত্রী ড. ইন্দ্রনীল খাঁ। ৪৩টি স্কুলের প্রায় আড়াইশো পড়ুয়ার অংশগ্রহণে জমে ওঠে প্রতিযোগিতা। উপস্থিত ছিলেন চন্দন রায়চৌধুরীও। দীর্ঘদিন ধরে কলকাতার ঐতিহ্যবাহী ক্যালকাটা রোয়িং ক্লাবে সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে এই টুর্নামেন্ট সফলভাবে করে আসছেন চন্দন রায়চৌধুরী।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৬২০, তারিখ ঃ ১২.০৬.২০২৬। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ এসডিএসটিই/এসআইজি/টি/১০/২৬-২৭/সিএপি। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিসনে রিলে রুম, লোকেশন বক্স ইত্যাদি পুনরায় কার্যোপযোগী করা এবং অ্যাক্সেল কাউন্টার সিস্টেমের শক্তি বৃদ্ধি। **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৪,৪০,৪২,৫২৮.১৮ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ৮,৮০,৯০০ টাকা। **কার্য সম্পাদনের সময়সীমাঃ** ৯ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ২৬.০৬.২০২৬। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ১০.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.০০টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ১০.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ২.৩০ মিনিট। **বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in। কারিগরি যোগ্যতামানঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সম্পূর্ণ হওয়া গত ০৭ (সাত) বছর সময়কালে টেন্ডারদাতাকে নিম্নোক্ত ক্যাটিগরিভুক্ত কাজগুলির যে কোন একটির সফল সম্পাদন বা উল্লেখযোগ্য সম্পাদন করে থাকতে হবে ঃ (১) তিনটি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর কম নয়, বা (২) দু'টি অনুরূপ কাজ যাদের প্রত্যেকের ব্যয় বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর কম নয়, বা (৩) একটি অনুরূপ কাজ যার ব্যয় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর কম নয়। **আর্থিক যোগ্যতামানঃ** টেন্ডারদাতার ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার V/N বা 'V', যেটি কম হবে, তার সমতুল্য হবে, যেখানে V-টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান কোটি টাকায়, N-যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হয়েছে তা সম্পাদনের নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার গণনা করা হবে "পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট অনুসারে পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরের মোট চুক্তিভিত্তিক প্রাপ্ত অর্থের" গড় হিসাবে। এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শীট প্রস্তুতি/পরীক্ষা না হয়ে থাকলে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট-কে গড় বার্ষিক চুক্তিভিত্তিক টার্নওভার হিসাবের ক্ষেত্রে গণ্য করা হবে। টেন্ডারদাতাকে অ্যানেক্সার-VIB অফ জিসিসি ২০২২ (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬) অনুসারে প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে ও তৎসহ চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা যথাযথভাবে শংসয়িত পরীক্ষিত ব্যালান্স শীটের প্রতিলিপি/পরীক্ষিত ব্যালান্স শীট দ্বারা যথাযথভাবে সমর্থিত চাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট-এর শংসাপত্র জমা দিতে হবে। **জমাযোগ্য অন্যান্য নথিঃ** টেন্ডার নথিতে যেরূপ উল্লিখিত। **অনুরূপ কাজ ঃ** ডেটা লগার অথবা আরটিইউ সরবরাহ, স্থাপন ও কার্যনিয়োগ অথবা ইআই বা আরআরআই বা পিআই সম্পর্কিত সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজ অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড মডিফিকেশন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি বা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সেল কাউন্টার (এসএসডিএসি বা এমএসডিএসি বা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা অটোম্যাটিক সিগন্যালিং সম্পর্কিত কাজ। **দ্রষ্টব্যঃ** টেন্ডারদাতাকে টেন্ডার প্রস্তাবের সাথে টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত যোগ্যতামান পূরণের ক্ষেত্রে তাঁর/তাঁদের দাবীর সমর্থনে নথি জমা দিতে হবে। টেন্ডারদাতা কর্তৃক জমা দেওয়া যোগ্যতাসূচক তথ্যের সমর্থনে প্রদত্ত নথি/শংসাপত্রের প্রতিলিপির প্রতিটি পাতা টেন্ডারদাতা কর্তৃক বা টেন্ডার প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধি কর্তৃক স্ব-প্রত্যয়িত/ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বাক্ষরিত হতে হবে। স্ব-প্রত্যয়ন স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পাতায়) সমন্বিত হতে হবে।

(SDAH-79/2026-27)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in**-এও পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway easternrailwayheadquarter

শিয়ালদহ ডিভিশনের মাটনিয়া অনন্তপুর হল্ট স্টেশনে হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ সিডব্লু/৩০৯/হল্ট/মাটনিয়া অনন্তপুর তারিখ ঃ ১৫.০৬.২০২৬

পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনের **মাটনিয়া অনন্তপুর হল্ট** স্টেশনে নির্ধারিত কমিশনের ভিত্তিতে টিকিট বিক্রির উদ্দেশ্যে ০৫ (পাঁচ) বছরের জন্য (প্রাথমিক পর্যায়) হল্ট কন্ট্রাক্টর নিয়োগ করতে, পশ্চিমবঙ্গের **উত্তর ২৪ পরগনা** জেলার যোগ্য ব্যক্তিদের থেকে সাদা কাগজে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। হল্ট স্টেশনের নাম এবং সিকিউরিটি ডিপোজিটের বিশদ নিচে দেওয়া হল ঃ

• **হল্ট স্টেশনের নাম ঃ** মাটনিয়া অনন্তপুর। • **হল্ট স্টেশনের দায়িত্ব নেবার পূর্বে মনোনীত প্রার্থী কর্তৃক প্রদেয় সিকিউরিটি মানির পরিমাণ ঃ (১)** ২,০০০ টাকা (এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে ডিমান্ড ড্রাফ্ট/এফডিআর রূপে প্রদেয়), **(২)** টিকিটের জন্য অগ্রিম জমা (৭ দিনের গড় বিক্রয়ের সমতুল), **(৩)** ব্লুটুথ এনেবলড পোর্টেবল থার্মাল প্রিন্টারের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিটের পরিমাণ ৩৭,৫০০ টাকা (এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট রূপে প্রদেয়), **(৪)** টিকিট রোলের জন্য সিকিউরিটি ডিপোজিটের পরিমাণ ২৫,০০০ টাকা (এফএ অ্যান্ড সিএও/পূর্ব রেলওয়ে/কলকাতার অনুকূলে ডিম্যান্ড ড্রাফ্ট রূপে প্রদেয়)। • **আবেদনপত্র জমার স্থান ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ-এর কার্যালয়, ডিআরএম বিল্ডিং, রুম নং-৪৪, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০১৪। • **আবেদনপত্র জমার তারিখ ঃ** ১৭.০৬.২০২৬ তারিখ থেকে ০৭.০৭.২০২৬ তারিখ পর্যন্ত প্রতিটি কাজের দিনে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা অবধি এবং ০৮.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টো অবধি। • **আবেদনপত্রের বাক্স খোলার তারিখ ঃ** ০৮.০৭.২০২৬ তারিখে দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। • **নোটিস বোর্ডের অবস্থান এবং ওয়েবসাইটের বিবরণ যেখানে সম্পূর্ণ বিশদ (আবেদনপত্রের বয়ান, নিয়ম ও শর্তাবলী সহ) দেখা যাবে ঃ** সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ-এর কার্যালয়ে এবং **www.er.indianrailways.gov.in**-তে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ

পূর্ব রেলওয়ে

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন ৯৮৩১৯১৯৭৯১

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD CORRIGENDUM NOTICE
Superintending Engineer, P.W.D, Southern Electrical Circle invites online e-Tender for the work :- Construction of New Building (G + 4) with foundation of (G + 8) in the Court Premises of Bongaon in the District of North-24-Parganas ---- External El Work (Sub-Station and Compound Light). NIT No : WBPWD/SESEC/eNIT-01/26-27. Tender Id : 2026_WBPWD_5015099_1. Bid Submission Closing date (Online) : 23/06/2026. Instated of Bid Submission Closing date (Online) : 22/06/2026. Details of NIT & tender documents may be downloaded from **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- Senior Superintending Engineer, P.W.D, Southern Electrical Circle.

ICA- T10222(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
eNIQ is invited by the Assistant Engineer P.W.D. Dhanadhanya Electrical Sub-Division. eNIQ No. 29 Q 2nd Call of AE/DDESD 2026-27, Memo No: 400 Date: 12/06/2026, Tender ID: 2026_WBPWD_5014055_2. Name of Work: Supply and installation of Air conditioner machine at South Calcutta Girls College, 72, Sarat Bose Road, Kolkata-700025. Last Date of bid submission: 25/06/2026. Intending bidder may download the Quotation documents from the website: www.pwd.wb.in, http://wbtenders.gov.in Sd/- S.K.Das, Assistant Engineer, PWD, Dhana Dhanya Electrical Sub-Division

ICA- T10210(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
AE/PWD/Bidhannagar West Sub-Division-II invites Online e-tender for 05 (Five) No. works related to Civil Works under Bidhannagar West Division, PWD. **N.I.e.T. NO. 03/AE/BNWSD-II of 2026-2027.** Bid submission start date (Online) : 12/06/2026. Bid submission closing date (Online) : 25/06/2026. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and documents may be downloaded from: **http://wbetenders.gov.in** Tender Id no : 2026_WBPWD_5015442_1, 2026_WBPWD_5015442_2, 2026_WBPWD_5015442_3, 2026_WBPWD_5015442_4 & 2026_WBPWD_5015442_5. Sd/- Assistant Engineer, PWD, Bidhannagar West Sub-Division-II.

ICA- T10212(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Corrigendum for Time Extension
Corrigendum for Time Extension for the Online tender is invited by the undersigned for the works: "Electrical renovation works for Campus & Road Illumination and installation of a new LED Glow sign Board at the top of Academic Building of Aliah University campus, New Town, Kolkata -700160". Tender No: WBPWD/EE/BED/e-NIQ-48/2026-27 & e-Tender ID No. 2026_WBPWD_5014033_1. Bid submission Closing Date (Online) : 12.06.2026 up to 15:00 Hrs. & 25.06.2026 up to 15:00 Hrs. Technical Bid Opening Date : 15.06.2026 at 15:05 Hrs. & 29.06.2026 at 15:05 Hrs. Details may be downloaded from **tenders.wb.gov.in** Sd/- Executive Engineer, PWD Bidhannagar Electrical Division.

ICA- T10215(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
KMDA TENDER NOTICE
e-NIT No. 03/e-NIT/EE/CSD/E&AM/ KMDA of 2026-27
Online e-NIT is invited by Executive Engineer, Common Service Division, E&AM Sector, KMDA, 1st Floor, Block-B, Unnayan Bhavan, Salt Lake City, Kolkata-700091, from bonafide reliable and resourceful experienced agency/firms / companies / individual contractors, for the work **Description of Work, Estimated Amount, Earnest Money Deposit, Time of Completion in Days.** General pest control, Eradication of Mosquitoes, flies, Cockroach, Bed Bugs, Anti termite chemical treatment, Rodent control treatment at different floor, blocks of Unnayan Bhavan complex **12 (Twelve) Months.,** Rs. 3,88,679/-, Rs.7,774/- to be paid through online on per the system, 365 days **Last date & time of Online Bid submission: 24.06.2026 Time 15:00hrs.,** for details contact the above office or visit both websites. **KMDA-129), www.kmda.wb.gov.in, www.wbtenders.gov.in**

ICA- T10180(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
HALDIA DEVELOPMENT AUTHORITY
City Centre, P.O. Debhog, Haldia
Dist. Purba Medinipur, PIN-721657
Toll Free No. 1800-345-3224
NOTICE INVITING TENDER
NIT No. 06/HDA/EC-ELECT/2026-27
Online (E-Tender) tender in a two bid system is hereby invited for **"SUPPLY & DELIVERY OF 90WATT LED STREET LIGHT FITTINGS FOR REPLACEMENT OF DEFECTIVE LED STREET LIGHT FITTINGS AT DIFFERENT LOCATIONS UNDER TAMLUK SUB-DIVISION." Estimated Cost of work :** Rs.4,95,034/- **Document downloading date :** from 16.06.2026 to 23.06.2026. **Starting date of bid submission :** from 19.06.2026 to 23.06.2026. For detailed information and further update kindly visit the office and/or the website of HDA: **www.hda.gov.in** E-Tender can be submitted through: **www.wbtenders.gov.in** Sd/- Chief Executive Officer, HDA.

ICA- T10176(1)/2026

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Executive Engineer, N. H. Division No III, P.W. (Roads) Directorate invites online e-Quotation for the work of "Consultancy Services for Preparation of Detailed Project Report for Proposed Construction of 4Lane new 1. Major Bridge at ch. 28.312 km. 2. Minor bridge at ch. 25.808 Km. 3. Minor bridge at ch. 36.776 km and 4. 1 no Culvert at ch. 25.900 km. of NH-114 in the district of Purba Bardhaman, West Bengal under National Highway Division-III, P.W.(Roads) Dte. during the year 2026-27." e NIQ No.05 of 2026-27. Tender ID: 2026_WBPWD_5015448_1. Bid submission start date (online) : 12.06.2026 at 06:55 P.M. Bid submission closing date (online) : 04.07.2026 up to 11:00 A.M. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.A. and Tender documents may be downloaded from : **http://tenders.wb.gov.in** Sd/- EE, NHD-III, PWRD, GOVT OF W.B.

ICA- T10217(3)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD e-QUOTATION NOTICE
NIeQ vide Tender Reference No: WBPWD/AE/LB/NIeQ-01/2026-2027 of AE, PWD, Lalbazar Sub-Division, has been invited through Online mode. Tender ID : 2026_WBPWD_5015419_1/ 2026_WBPWD_5015419_2. 1. Shifting of removable office documents & furniture from O/O THE Finance (Internal Audit) department, presently located at 8th floor, Todi Mansion Bldg, P-15, IE Place Extn. Kolkata-700 073 to the 9th floor of Govind Bhawan Bldg., Kolkata- 700 001, during the year 2026-27. 2. Shifting whole office documents & furniture from Resources division No-I, PWD, located at 4th & 5th floor, 67 Bentick Street, Kolkata-700 069 to the 5th floor of KIT Bldg., Kolkata- 700 073, during the year 2026-27. Date of Submission start : 16-06-2026 (from 02:00 pm onwards) Date of Submission end : 23-06-2026 (up to 02:00 p.m.). Sd/- Assistant Engineer, Lalbazar Sub-Division., Public Works Directorate.

ICA- T10226(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM
All other terms & conditions of NIT and BOQ will remain unchanged except last date of submission of bid will be upto 19/6/26 upto 12.00 Noon instead of 12/06/26 at 12.00 Noon and bid opening date will be on 22/06/26 at 12.00 Noon instead of 15/06/26 at 12.00 Noon for "Electrical Installation work including SITC of AC Machines in 1st Floor and Vertically extended 2nd Floor of IPD Building for ART centre at MR Bangur Hospital, Tollygunge, Kolkata." vide Tender ID - 2026_WBPWD_5014473_1 invited by the E.E.-II, KSHED, PWDte. All documents can be seen / obtained from the websites https://tenders.wb.gov.in / www.pwdwb.in and office Notice Board. Sd/- Executive Engineer-II, Kolkata South Health Electrical Division, PWDte.

ICA- T10230(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Assistant Engineer, Dum Dum Sub-Division, PWDte. invites online 01(one) no e-tender for the work of 1) Various repairing work (S&P) in different building within the compound of Baranagar State General Hospital under kolkata North Division, P.W.Dte., during the year 2026-27, Estimate Amount Rs. 4,66,227.00, Tender ID: 2026_WBPWD_5015451_1, NIeT No: WBPWD/AE/DDSD/NIeT-02/2026-2027. Bid Submission upload start date 20.06.2026 from 12.00 Hours, Bid Submission upload end date: 29.06.2026 up to 12.00 Hours. The details of NIeT and Tender document may be downloaded from http://tenders.wb.gov.in Sd/- AE, DDSD, PWDte., GOVT. OF W.B.

ICA- T10234(1)/2026

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites Electronic Quotation No.- 01 of 2026-27 of Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division. **Name of Work** : Preparation of Detailed Project Report with all necessary Survey, Field Works, Traffic Census, Soil Investigation, Pavement Design including Conducting Falling Weight Deflectometer (FWD) Test and Analysis for Overlay Design and with necessary Estimate and with necessary Power Point Presentation for upcoming project work of "Kanki Goagaon Road, from 10.00 km to 27.40 km, Widening (from intermediate lane to double lane carriageway road) and Strengthening Work, under Uttar Dinajpur Highway Division in the District of Uttar Dinajpur." Tender ID : 2026_WBPWD_5015443_1. Bid Submission start date (online) on **17.06.2026 from 10:00 A.M.** Closing date of Bid Submission on **23.06.2026 up to 5:00 P.M. Corrigendum, if any, will be published in website only.** Details may be seen from the following website- **http://etender.wb.nic.in** Sd/- Executive Engineer, Uttar Dinajpur Highway Division, P.W. (Roads) Directorate.

ICA- T10223(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

FIRE AUDIT AT DIFFERENT POWER PLANT & CORPORATE OFFICE OF WBPDCL

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/CORP/CC-5646, Dtd.: 12/06/26
NIT No: WBPDCL/CORP/NIT/E2249/26-27/E1396229/S-1177(ES)
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by GENERAL MANAGER (M&C), Corporate Office, WBPDCL from eligible Agencies / Companies in 2 Part bid system for **"FIRE AUDIT AT DIFFERENT POWER PLANT & CORPORATE OFFICE OF WBPDCL". Tender Document Download Start Date:** 15-JUNE-2026, 02:00 PM., **Bid Submission End Date:** 06-JULY-2026, 11:00 AM. **Contact Person:** Smt. Ayantika Sil, Sr. Manager (M&C). **Contact No.:** 9474973379. **E-mail:** asil@wbpdcl.co.in. For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T10192(3)/2026

WBPDCL Corp. Id. No. U40104WB1985SGC039154

REPAIRING OF REJECTION SILO & SUPPORT STRUCTURES OF U#5 & U#6 MRS, AT KTPS

Notice Inviting E-Tender
Ref No. WBPDCL/Tend-Adv/26-27/KTPS/CC-5638, Dtd: 12/06/26
NIT No: WBPDCL/KTPS/NIT/E-3892/26-27
E-Tenders in prescribed format are invited at https://wbtenders.gov.in by the General Manager, KTPS, WBPDCL from eligible Agencies/Companies in 2 Part bid system for: **"Repairing of Rejection Silo & Support Structures of U#5 & U#6 MRS, at KTPS". Tender Document Download Start Date:** 18.06.2026 at 10.30 AM., **Bid Submission End Date:** 10.07.2026 up to 16.00 PM. **Contact Person:** Mr. Utpal Chakraborty. **Contact No.:** 9874189135. **E-mail:** uchakraborty@wbpdcl.co.in.
For details please visit: **https://wbtenders.gov.in**

ICA- T10196(3)/2026

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

EKDIN 16.06.2026 PAGE 8 TARGET_Layout 1 6/15/2026 10:23 PM Page 1

টার্গেট

মঙ্গলবার ● ১৬ জুন ২০২৬ ● পেজ ৮

এবার শিল্পের খরা কাটতে চলেছে রাজ্যে!

৬০০ কোটি ব্যয়ে হাওড়ায় বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানা খুলছে আমুল

বড় শিল্পের খরা কাটতে চলেছে রাজ্যে! ৬০০ কোটির মেগা প্রকল্প হাওড়ায়। পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বের বৃহত্তম দই কারখানা তৈরি করতে চলেছে আমুল। বৃহৎ প্রকল্পের ফলে জেলায় প্রচুর কর্মসংস্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্পটি তৈরি হতে চলেছে হাওড়ার সাঁকরাইল ফুড পার্কে।

কলকাতা থেকে মাত্র ২৫-৩৫ কিলোমিটার দূরত্বে ১৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন সাঁকরাইল ফুড পার্কে এই কারখানা গড়ে তোলা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, এই কারখানা থেকে ১০ লক্ষ কিলোগ্রাম দই, লস্যি, ঘোল উৎপাদন হবে বলে। আমুল দেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং নির্ভ যোগ্য একটি ব্র্যান্ড। অমূলের বৃহৎ প্রজেক্ট তৈরি হওয়াকে কেন্দ্র করে জেলার সাধারণ মানুষও দারুণ উচ্ছ্বসিত এবং নতুন কর্মসংস্থানের দিক থেকে আশাবাদী।

দুধ উৎপাদনে দেশে সর্বোচ্চ স্থানে আমূল। ১৯৪৬ সালে আনন্দ মিল্ক ইউনিয়ন লিমিটেড (AMUL)। কোম্পানির হাত ধরে দেশের বড় অংশের গোয়ালারা উপকৃত হচ্ছে। নতুন প্রজেক্টের মাধ্যমে হাওড়া জেলায় বড় কর্মসংস্থানের সুযোগ সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বড় অংশের গোয়ালা উপকৃত হবে।

২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আমুলের মোট টার্নওভার ১১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১ লক্ষ কোটি টাকার মাইলফলক অতিক্রম করেছে। আমুল ব্র্যান্ডের অধীনে দুগ্ধজাত পণ্য বিক্রয় করে। গুজরাট কো-অপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন (জিসিএমএমএফ)। গত অর্থবর্ষে জিসিএমএমএফ-এর টার্নওভার ১১.৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৭৩,৪৫০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে, যা তার পূর্ববর্তী অর্থবর্ষে ছিল ৬৫,৯১১ কোটি টাকা। জিসিএমএমএফ বিশ্বের বৃহত্তম কৃষক-মালিকানাধীন দুগ্ধ সমবায়। এটি ৩৬ লক্ষ কৃষকের সমন্বয়ে গঠিত এবং ৫০টিরও বেশি দেশে আমুল দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য বিপণনের দায়িত্বে রয়েছে। এটি প্রতিদিন ৩ কোটি ১০ লক্ষ লিটার দুধ সংগ্রহ করে।

বছরে ২৪০০ কোটিরও বেশি আমুল পণ্যের প্যাকেট বিতরণ করে। যার মধ্যে দুধ, মাখন, পনির, ঘি এবং আইসক্রিম ইত্যাদি রয়েছে।

শিশুর সেন্টিমেন্ট, বাস্তবজীবনে তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ডাঃ শামসুল হক

সেন্টিমেন্ট হল একটা ইংরেজী শব্দ। তার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় নির্দিষ্ট কোন বিষয়সমূহ সহ ঘটমান পরিস্থিতির উপর মানুষের গভীর অনুভূতির ই একটা বহির্প্রকাশ মাত্র। সোজা কথায় বলা যেতে পারে, মানুষের তাৎক্ষণিক চিন্তা এবং আবেগের একটা যৌথ প্রকাশের ই নাম হল সেন্টিমেন্ট। সকলের ক্ষেত্রে তার পরিমাপ ও আবার সমান হয় না। সেটা আবার অনেকক্ষেত্রে নির্ভর করে তার ব্যক্তিগত আবেগ বা চিন্তাভাবনার ই উপর।

একটা শিশু যখন একটু একটু করে বড় হতে থাকে তখন একটু একটু করে প্রকাশ পেতে থাকে তার অনুভূতির ছটাও। একসময় আবার সেই বোধ ই তাকে মুখোমুখি করে হরেক ধরণের প্রশ্নমালারও। তারপর সেই প্রশ্নের উত্তর ও সে খুঁজতে চায় নিজের মনের কাছে। সেন্টিমেন্টের চমকপ্রদ কিছু সুড়সুড়ি তখন তাকে ভীষণভাবে ভাবিত ও করে তোলে । সেইসময় ই আবার তার মনের মাধ্যে উঁকি দিতে পারে নানান ধরণের জিজ্ঞাসাও। বলাই বাহুল্য, সেন্টিমেন্টের শুরুর সময় কিন্তু সেটাই। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গুণীজনেরা সেন্টিমেন্ট নামক এই অনুভূতিকে আবার গুরুত্ব দিয়েছেন সবার আগে। তাঁদের তালিকা থেকে বাদ যায়নি শিশুরাও । তাঁরা মনে করেন , একটা শিশুর ব্যক্তিসত্তা গঠনের ক্ষেত্রে এই সেন্টিমেন্ট ই হল তার অন্যতম একটা অবলম্বনও।

একটা শিশুর বয়স যত বাড়তে থাকে উত্তোরত্তর ভাবে বাড়তে থাকে তার সেন্টিমেন্টের মাত্রাও। আর সেই ব্যাপারে তার শিক্ষার প্রধান কেন্দ্রভূমি হলেন তার বাবা মা এবং অন্যান্য আপনজনেরা। অবশ্য তার শিক্ষক, সহপাঠী বা খেলার সঙ্গীদের ভূমিকাও কম নয়। সুতরাং একটা শিশু বিশেষ কোন ধরণের মানসিক শক্তির অধিকারী হয়ে উঠবে সেটা তার দৈনন্দিন পরিক্রমার উপর যে পুরোপুরিভাবেই নির্ভরশীল সেটা স্বীকার করেন বিশেষজ্ঞরাও।

আমরা সকলেই জানি যে, একটা শিশুর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সমতা রক্ষা করেই সমান এবং সমান্তরালভাবে গড়ে উঠতে থাকে তার নৈতিক সেন্টিমেন্টের ভিতটাও। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের মতামত অনুযায়ী সেটা সবার ক্ষেত্রেই সমান না হলেও সেটা তাদের ব্যক্তিসত্তাকে সুনিয়ন্ত্রিত রাখার পক্ষে সহায়ক হয়ে উঠতেই পারে। আর সেটাকে কেন্দ্র করেই গঠিত হয় তাদের মানসিক বিকাশ এবং মানবিকতার ধারাও। তার উপর ই আবার নির্ভর করে তাদের ভালো লাগা বা ভাল থাকাও । শুধু তাই নয় , খারাপ থাকার ইঙ্গিত ও কিন্তু অনেকটাই নির্ভর করে সেই অনুভূতির স্পর্শ।

এই আত্মবোধের গুরুত্ব যে সত্যিই অপরিসীম সেটা স্বীকার করে নিয়েছেন সকলেই। দিন যত সামনের দিকে এগিয়ে চলে, পাশাপাশি জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে যখন মেলে পরিপূর্ণতার ই ছোঁয়া, ঠিক তখনই জীবনের সবটুকু উত্তাপ শোষণ করার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন সকলে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, সেই মুহূর্তে সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রণ করে সেই আত্মবোধই।

এই এত কথা বলার প্রয়োজন এই কারণেই যে, একটা শিশুর মানুষের মতো মানুষ হয়ে ওঠার প্রয়োজনে এবং সেইসঙ্গে জনমানসে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারের জন্য এই সেন্টিমেন্ট টাই হয়ে ওঠে অতি প্রয়োজনীয় একটা অবলম্বনও।

বড় চমক! হোয়াটসঅ্যাপে শিডিউল করা যাবে মেসেজ

নিজস্ব প্রতিবেদন: মেসেজে কথা বলার জন্য এখন সবার পছন্দের অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ। বিশ্বজুড়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহার করেন। খুব তাড়াতাড়িই এই জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপে বড় পরিবর্তন আসতে চলেছে। এবার শুধু তৎক্ষণাৎ মেসেজই নয়, ব্যবহারকারীরা চাইলে মেসেজ শিডিউলও করে রাখতে পারবেন। হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের জন্য নতুন ফিচার চালু করতে চলেছে। বহু প্রতীক্ষিত 'শিডিউলড মেসেজে' ফিচারটি চালু করা হবে শীঘ্রই। এর মাধ্যমে হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দমতো তারিখ ও সময়ে মেসেজ পাঠাতে পারবেন। বর্তমানে এই ফিচারটি বর্তমানে শুধুমাত্র আইফোন ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এই ফিচারটি শীঘ্রই অ্যান্ড্রয়েড ব্যবহারকারীদের জন্যও চালু করা হবে। এই ফিচারের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা নিজেদের পছন্দমতো তারিখ ও সময়ে মেসেজ পাঠাতে পারবেন। জন্মদিনের শুভেচ্ছা, অফিসের গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের রিমাইন্ডার বা জরুরি মেসেজ ভুলে না গিয়ে আগে থেকেই পাঠিয়ে রাখা যাবে। এতে শেষ মুহূর্তের সমস্যা এড়ানো যাবে। কীভাবে চালু করবেন এই ফিচার?

এর জন্য সেটিংসে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন পড়বে না। সরাসরি চ্যাট থেকেই মেসেজ শিডিউল করতে পারবেন ব্যবহারকারীরা। WABetaInfo-র তথ্য অনুযায়ী, হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারকারীদের সরাসরি চ্যাট উইন্ডো-তে এই নতুন শিডিউলিং ফিচারটি থাকবে। যে বার্তা বা মেসেজ পাঠাতে চান, তা টাইপ করে 'সেন্ড' বোতামটি দীর্ঘক্ষণ চেপে ধরলে, মেসেজ কখন পাঠানো হবে, তার তারিখ ও সময় নির্দিষ্ট করে রাখার অপশন দেখা যাবে।

বর্তমানে কিছু ব্যবহারকারী এই ফিচারটি ব্যবহার করার জন্য অ্যাপল শর্টকাট এবং থার্ড-পার্টি অ্যাপ ব্যবহার করছেন। তবে এটি ব্যবহারকারীর গোপনীয়তার ক্ষেত্রে ঝুঁকি তৈরি করতে পারে। এখন এই ফিচারটি সরাসরি হোয়াটসঅ্যাপের মধ্যেই চালু হওয়ায়, এতে ব্যবহারকারীদের সুবিধা হবে।

কতদিন মেসেজ শিডিউল করা যাবে?

এই শিডিউল মেসেজ আলাদাভাবেও পাঠানো যাবে। এর জন্য হোয়াটসঅ্যাপে একটি সেকশন থাকবে। এতে মেসেজ পাঠানোর জন্য একটি তালিকা তৈরি করা হয়। এতে পাঠানোর তারিখ এবং সময়ও অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রয়োজনে আপনি এটি এডিট করতে পারেন। চাইলে আপনি ওই শিডিউল করা মেসেজ ডিলিটও করতে পারেন। এই সুবিধা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত চ্যাটের ক্ষেত্রেই নয়, গ্রুপের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই ফিচারটি ১০ মিনিট থেকে ২ সপ্তাহ পর্যন্ত শিডিউল করা যাবে।

শ্যামনগরে শ্রদ্ধায় ও সুরে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অত্যন্ত নিষ্ঠা ও উৎসবমুখর পরিবেশের মধ্য দিয়ে শ্যামনগরে অনুষ্ঠিত হলো রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী উদযাপন। স্থানীয় 'চক্রবর্তী' পরিবারের বিশেষ উদ্যোগে এবং আদিত্রীর পরিচালনায় এই মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল দুই বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী অবদানকে স্মরণ করা এবং তরুণ প্রজন্মের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনা ও সামাজিক সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করা। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণসমূহ শিশুশিল্পীদের প্রতিভা অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল শিশুদের পরিবেশনা। ক্ষুদে শিল্পীদের

সুনিপুণ নৃত্য, রবীন্দ্র-নজরুল গীতি এবং চমৎকার কবিতা আবৃত্তি উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। ব্যাপক অংশগ্রহণ সেন্ট অগাস্টিন স্কুলের ছাত্রছাত্রীসহ প্রায় শতাধিক আঞ্চলিক শিল্পী ও অভিভাবক এই অনুষ্ঠানে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সাংস্কৃতিক মিলনমেলা প্রবীণ ও নবীন শিল্পীদের মেলবন্ধনে অনুষ্ঠানটি একটি প্রাণবন্ত সাংস্কৃতিক মিলনমেলায় পরিণত হয়। উদ্যোক্তাদের মতে, এই ধরনের আয়োজন তরুণ প্রজন্মের মনে আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও গর্বকে টিকিয়ে রাখতে এবং তাদের শৈল্পিক প্রতিভার বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। উপস্থিত অভিভাবক ও স্থানীয় বাসিন্দারা এই প্রশংসনীয় উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আগামী দিনেও এমন আয়োজনের আশা ব্যক্ত করেন।

নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে ড্র করেও দর্শকদের মন জিতল জাপান

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের মঞ্চে বড় দলগুলো যেমন চমক দেখাচ্ছে, তেমনই ছোট দলগুলোও উঠে আসছে। আজ রাতে যেমন জাপানের (জ্বাখদ্মখ:) কাছে শেষ মুহূর্তে গোল খেয়ে জেতা ম্যাচ মাঠে ফেলে এল নেদারল্যান্ডস। ৮৯ মিনিটে গোল করে দলকে নিশ্চিত হার থেকে বাঁচালেন ডাইচি কামাডা। তবে জাপানের এই চমক কিন্তু নতুন নয়। ২০২২ বিশ্বকাপে জার্মানি, স্পেনকে হারিয়ে অঘটন ঘটিয়েছিলেন জাপানের খেলোয়াড়রা। আজকেও সেই 'হার না মানা' মনোভাবই হার থেকে বাঁচল জাপান। প্রথমার্ধেই এগিয়ে যাওয়ার সহজ সুযোগ মিস করেছিল দুই দলই। তবে প্রথমার্ধেই বলের দখল রাখার চেষ্টা করছিল দুই দল। কিন্তু বেশ কিছু সহজ সুযোগও মিস করেছে নেদারল্যান্ডস। যেখানে জাপান মানেই আগ্রাসী ফুটবল, সেখানে এই খেলা দেখে হতাশ হতে হচ্ছিল বারবার। নাকামুরারা বেশ কিছু গোলের সুযোগ পেলেও খাতা খোলেনি জাপানের। তবে দ্বিতীয়ার্ধে গোলের সুযোগ পায় নেদারল্যান্ডস। ৫১ মিনিটে হেডে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন নেদারল্যান্ডস অধিনায়ক ভার্জিন ভান ডাইক। এর ৬ মিনিট পরেই পালটা প্রত্যাঘ্যাত করে জাপান। তাকেফুসা কুবোর পাস থেকে গোল করে যান কিইটো নাকামুরা। ৭ মিনিট পরে আবার গোল করে নেদারল্যান্ডস। গ্রাভেনবার্খের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন ক্রিসেনসিও সামারভিল। এরপর জাপান গোলের চেষ্টা করলেও গোল আসেনি। তবে ৮৯ মিনিটে কপাল খুলল জাপানের। কর্নার থেকে ভেসে আসা বলে মাথা ছুইঁয়ে বল জালে জড়িয়ে দেন ডাইচি কামাডা। তবে বলের হেডটি করেছিলেন কোকি ওগাওয়া। কিন্তু গোলের কৃতিত্ব পেলেন কামাডা। নির্ধারিত সময়ে ২-২ ড্র করল জাপান। তবে অন্যবারের বিশ্বকাপের মতো আবারও মন জিতলেন জাপান সমর্থকরা। খেলা শেষ হওয়ার পর পুরো স্টেডিয়াম পরিষ্কার করে মাঠ ছাড়েন জাপানের সমর্থকরা। অতীতে রাশিয়া, কাতারে বিশ্বকাপ চলাকালীন এই দৃশ্য দেখেছে ফুটবল বিশ্ব। এবার আমেরিকাতেও একই কাজ করে বিশ্বের ফুটবল সমর্থকদের মন জিতলেন জাপানের সমর্থকরা।

ফুটবলেও স্নিকো! ৫ গোলের দাপটে দুরন্ত জয় সুইডেনের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে আট বছর পর প্রত্যাবর্তন করে দুর্দান্ত সূচনা করল সুইডেন। গ্রুপ এফ-এর ম্যাচে টিউনিসিয়াকে ৫-১ গোলে হারিয়ে নিজেদের শক্তির পরিচয় দিল গ্রাহাম পটারের দল। আক্রমণাত্মক ফুটবল, নিখুঁত পাসিং এবং প্রযুক্তির অভিনব ব্যবহারে ম্যাচটি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বিশেষ করে ইয়াসিন আয়ারির জোড়া গোল এবং স্নিকো প্রযুক্তির প্রথম বিশ্বকাপ-ব্যবহার ফুটবলপ্রেমীদের মধ্যে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

ম্যাচের শুরু থেকেই সুইডেন আক্রমণাত্মক মেজাজে খেলতে থাকে। সপ্তম মিনিটেই অসাধারণ এক দূরপাল্লার শটে দলকে এগিয়ে দেন ইয়াসিন আয়ারি। টিউনিসিয়ান বংশোদ্ভূত এই মিডফিল্ডার গোল করার পর কোনও উচ্ছ্বাস প্রকাশ না করে নিজের পিতৃভূমির প্রতি সম্মান জানান, যা দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছে। এই গোলের পর সুইডেন আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং টিউনিসিয়ার রক্ষণভাগের উপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করতে থাকে।

৩০ মিনিটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন আলেকজান্ডার ইসাক। সুইডেনের দ্রুত আক্রমণ থেকে তৈরি হওয়া সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিনি বল জালে জড়িয়ে দেন। প্রথমার্ধে সুইডেনের দাপট স্পষ্ট থাকলেও ৪৩ মিনিটে ওমর রেকিকের হেডে একটি গোল শোধ করে টিউনিসিয়া। সেই গোলের ফলে বিরতির সময় স্কোরলাইন দাঁড়ায় ২-১ এবং ম্যাচে

ফেরার আশা দেখেছিল আফ্রিকার দলটি।

তবে দ্বিতীয়ার্ধে সুইডেন কোনও সুযোগ দেয়নি প্রতিপক্ষকে। মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখে তারা একের পর এক আক্রমণ চালাতে থাকে। ভিক্টর গিয়োকেরেসও গোলের খাতা খুলে দলের জয়কে আরও সহজ করে দেন। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের প্লে-অফে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া এই স্ট্রাইকার আবারও নিজের মূল্য প্রমাণ করেন।

ম্যাচের অন্যতম আলোচিত ঘটনা ঘটে ৮৪ মিনিটে। মাটিয়াস সভানবার্গ গোল করলেও প্রথমে অফসাইডের কারণে সেটি বাতিল করা হয়। পরে ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি ()ঙ্টু) প্রযুক্তির সাহায্যে সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা হয়। সেখানে ব্যবহার করা হয় স্নিকো প্রযুক্তি, যা ক্রিকেটে ডিআরএস ব্যবস্থায় বহুল পরিচিত। প্রযুক্তির মাধ্যমে দেখা যায়, বলটি সভানবার্গের কাছে পৌঁছানোর আগে আলেকজান্ডার ইসাকের বুটে সামান্য স্পর্শ করেছিল। খালি চোখে যা বোঝা সম্ভব ছিল না, প্রযুক্তি তা স্পষ্ট করে দেয়। ফলে গোলটি বৈধ ঘোষণা করা হয়। ফুটবল বিশ্বকাপে 'স্নিকো' নাম নিয়ে এই প্রযুক্তির এটিই প্রথম ব্যবহার, যা ভবিষ্যতে বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। ম্যাচের একেবারে শেষ মুহূর্তে, যোগ করা সময়ের ষষ্ঠ মিনিটে, ইয়াসিন আয়ারি নিজের দ্বিতীয় গোল করে টিউনিসিয়ার শেষ আশাটুকুও শেষ করে দেন। তাঁর দুই গোলই ইতিমধ্যেই চলতি বিশ্বকাপের সেরা গোলগুলির মধ্যে স্থান পাওয়ার দাবিদার বলে মনে করছেন অনেক বিশেষজ্ঞ।

এই জয়ের ফলে গ্রুপ এফ-এর শীর্ষে উঠে এসেছে সুইডেন। একই গ্রুপের অন্য ম্যাচে জাপান ও নেদারল্যান্ডস ২-২ গোলে ড্র করায় সুইডেনের অবস্থান আরও শক্তিশালী হয়েছে। বিশ্বকাপে প্রত্যাবর্তনের প্রথম ম্যাচেই এমন দাপুটে পারফরম্যান্স দেখিয়ে সুইডেন স্পষ্ট বার্তা দিল;তারা এবার শুধু অংশগ্রহণ করতেই নয়, বড় সাফল্যের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নেমেছে।

২০১৪-র স্মৃতি ফিরিয়ে কুরাসাও-কে সাত গোল জার্মানির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচেই নিজেদের জাত চেনালো জার্মানি। একটা দল চারবার বিশ্বকাপ জিতেছে, আরেকটা দলের ফিফা ব্যাঙ্কিং ৮২। কুরাসাও -এর নাম ফুটবলপ্রেমীরা কমই শুনেছেন। প্রথম ছ'মিনিটে দাপটের সঙ্গে ফুটবল খেলা শুরু করে জার্মানরা। একের পর এক আক্রমণ নানান কৌশলে কুরাসাও -এর রক্ষণ আগেল রাখাছিল। কুরাসাও -কে ৭-১ গোলে হারাল জার্মানি। ২০২৬-এ ফিরল ২০১৪ সালের স্মৃতি।

ম্যাচের ৬ মিনিটেই ডান পায়ের শটে জার্মানির হয়ে প্রথম গোল করেন ফেলিক্স এনমেচা। কুরাসাও লড়াইয়ে টিকতে পারছিল না। ২১ মিনিটে খেলার বিপরীতে গিয়ে কাউন্টার অ্যাটাকে জোরাল শটে গোল করেন লিভানো কোমেনসিয়া। সেই গোল আশার আলো দেখালেও বেশিক্ষণ তা স্থায়ী হয়নি। ৩৮ মিনিটের কর্নার থেকে গোল করে জার্মানিকে ২-১ এগিয়ে দেন নিকো সোলোত্তেরবেক। প্রথম অর্ধের অতিরিক্ত সময়ে পেনাল্টি থেকে খেলার স্কোর ৩-১ করেন কাই হাভের্তজ। দ্বিতীয়ার্ধেও একই ভাবে আধিপত্য বিস্তার করে খেলে জার্মানি। জামাল মুসিয়ালা ৪৭ মিনিটে গোল করে ব্যবধান আরও বাড়িয়ে দেন। এরপর যথাক্রমে ৬৮ এবং ৭৮ মিনিটে গোল করেন নাথাননিল ব্রাউন এবং ডেনিজ উনদেভ। আরও তিন-চার গোল অবধারিত ছিল, তবে গোলকিপার এলোই রুমের কারণে বেঁচে যায় কুরাসাও। একাধিক অবধারিত গোল বাঁচিয়েছেন তিনি। এই ম্যাচ ২০১৪ সালে জার্মানি-ব্রাজিল ম্যাচের স্মৃতি ফেরালো।